□ প্রাইমেসির তাত্ত্বিক ধারণা (Theoritical Concept of primacy):

কোন অঞ্চলের পৌর জনবসতিগুলি ক্রমবিকাশ-এর সাথে সাথে একটি নির্দিষ্ট হারে জনসংখ্যার ক্রমপরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, এই ক্রমপরিবর্তনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষন 'Primate city' বা 'city Primacy' বিশ্লেষনের মাধ্যমেই সম্ভব।

Primacy এর মাত্রা নির্ধারনের (Degree of level of primacy) দ্বারা প্রধান শহরের গুরুত্ব নির্ধারিত হয়, এই প্রসঙ্গে জাফরিয়া প্রদত্ত সূত্রটি নিম্নরূপ:

$$\text{Index of primacy} = \frac{P1}{P2}$$

যেখানে, P1 = বৃহত্তম শহরের জনসংখ্যা,
P2 = দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরের জনসংখ্যা।

von Foerster, Primacy-এর মাত্রা নির্ধারনের একটি ভিন্নতর সূত্র প্রদান করেছেন। value of entropy or randomness, $Rn = 1 - \frac{H1}{Hn}$

যেখানে, Rn = Primacy এর মাত্রা বা value of entropy or randomness.
1 ধ্রুবক
H1 = বৃহত্তম শহরের জনসংখ্যা,
Hn = মনোনীত শহরের জনসংখ্যা।

জাফরিয়া প্রদত্ত সূত্রে যেখানে কেবল বৃহত্তম শহরের জনসংখ্যা এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরের জনসংখ্যার অনুপাতের মাধ্যমে Primacy-এর মাত্রা নির্ধারনের প্রয়াস করা হয় সেখানে foerster প্রদত্ত সূত্রে বৃহত্তম শহরের জনসংখ্যা ও মনোনীত শহরের জনসংখ্যার অনুপাতের মাধ্যমে Primacy-এর মাত্রা নির্ধারনের প্রয়াস করা হয়, অর্থাৎ, দ্বিতীয় সূত্র দ্বারা যেকোনো দেশের পৌর বসতির উপর ও বসতি বিন্যাসের মুখ্য বা প্রধান শহরের প্রভাব বা কেন্দ্রীয়তা কতটা গভীর তার মাত্রা নির্নয় করা সম্ভব।

অতএব, সমগ্র জনবসতি প্রণালীর প্রত্যেক শহরের উপর মুখ্য শহরের প্রভাব বা কেন্দ্রীয়তার মাত্রা কমবেশি হতে পারে, কিন্তু সেই প্রভাব কোনো মতেই নগন্য নয় বরং তা অনস্বীকার্য। কোনো নগরের কার্যকারিতা যখন পৌর বসতি প্রণালীর গন্ডি ছাড়িয়ে স্থায়ীভাবে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব লাভ করে তখনই ঐ নগর বিশ্ব-নগরের মর্যাদা লাভ করে।

Primacy-এর মাত্রা বা value of entropy or randomness হল কেন্দ্রীয়তা প্রকাশের অন্যতম দুটি রাশিমাত্রিক উপায়।

• বন্টন (Distribution):

Primate city পৃথিবীর বহু দেশে লক্ষ্য করা যায়, তবে প্রতিটি দেশেই Primacy-এর কারন, মাত্রা ও অনুপাত পরিবর্তনশীল হয়। ব্রিটেনের লন্ডন, মেক্সিকোর মেক্সিকো সিটি, ফ্রান্সের প্যারিস, মিশরের কায়রো, ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা, দক্ষিণ কোরিয়ার সিওল পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাথমিক শহরগুলির মধ্যে অন্যতম।

i. আফ্রিকা মহাদেশের প্রাথমিক শহরগুলি নিম্নরূপ:

আদ্দিস আবাবা, আলজিয়ার্স, আন্তানানারিভো, আসমারা, বামাকো, বাঙ্গুই, বনজুল-সেরেকুন্ডা অঞ্চল, বিসাউ, কায়রো, কোনাক্রি, ডাকার, জিবুতি শহর, ফ্রিটাউন, গ্যাবোরোন, হারারে, কাম্পালা, কিগালি, কিনশাসা, লিব্রেভিল, লোমে, লুয়ান্ডা, লুসাকা, মাপুতো, মাসেরু, মনরোভিয়া, এনজামেনা, নাইরোবি, নিয়ামে, নোয়াকশট, ওমদুরমান-খার্তুম অঞ্চল, ওয়াগাডোগো, পোর্ট লুই, সাও টোমে, তিউনিস এবং ভিক্টোরিয়া।

বুরুন্ডি, নাইজেরিয়া এবং তানজানিয়ায় প্রাথমিক শহর নেই, কারন তাদের রাজধানী বৃহত্তম শহর নয়। তবে তাদের বৃহত্তম শহর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর / নগর অঞ্চলের জনসংখ্যার দ্বিগুণের বেশি এবং তাদের দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

ii. এশিয়া মহাদেশের প্রাথমিক শহরগুলি নিম্নরূপ:

আম্মান, আশগাবাট, বাকু, বান্দর সেরি বেগাওয়ান, ব্যাংকক, বৈরুত, ঢাকা, দিলি, দোহা, দুশাম্বী, জাকার্তা, কাবুল, কাঠমান্ডু, কুয়েত সিটি, কুয়ালালামপুর, মালে, মেট্রো ম্যানিলা, মাসকাট, ফ্নোম পেইন, সিওল, তাশখন্দ, তিবিলিসি, থিম্পু, তেহরান, টোকিও, ভিয়েনতিয়েন, উলানবাটার ও ইয়েরেভান।

মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, তুরস্ক এবং সংযুক্ত আমিরাতে কোনও প্রাথমিক শহর নেই, কারন এই সকল দেশের তাদের রাজধানী বৃহত্তম শহর নয়। তবে তাদের বৃহত্তম শহর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর/নগর অঞ্চলের জনসংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি এবং এটি তাদের দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

ভারতের জাতীয় পর্যায়ে এ জাতীয় কোনও শহর নেই তবে কলকাতা, চেন্নাই, দিল্লি, মুম্বাইয়ের মতো মহানগরীর শহরগুলি আমাদের দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিতে তাদের প্রভাবশালী প্রভাব রয়েছে, তবে আঞ্চলিক স্তরে (রাজ্য স্তরের) আধিপত্য বিরাজ করছে।

iii. ইউরোপ মহাদেশের প্রাথমিক শহরগুলি নিম্নরূপ : -আন্ডোরা লা ভেলা, অ্যাথেন্স, বেলগ্রেড, বুখারেস্ট, বুদাপেস্ট, ডিইনিস্, কোপেনহেগেন, ডাবলিন, হেলসিঙ্কি, কিয়েভ, লন্ডন, মিনস্ক, লাক্সেমবার্গ, মস্কো, ওসলো, প্যারিস, পোডগোরিকা, প্রাগ, রিক্যাভেক, রিগা, সারাজেভো, স্কোপেজ, সোফিয়া, স্টকহোম, তালিন, ভিয়েনা, ভেলেনা, জাগ্রেব, লুব্লিয়ানা, এবং জাগ্রেব।

iv. উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের প্রাথমিক শহরগুলি নিম্নরূপ : বাসেটেরে, ব্রিজটাউন, কাস্ট্রিজ, সান্টো ডোমিংগো, গুয়াতেমালা শহর, হাভানা, কিংস্টন, কিংসটাউন, মানাগুয়া, মেক্সিকো সিটি, নাসাও, পানামা সিটি, পোর্ট-অব-স্পেন, রোজাউ, সান জোসে, সান সালভাদোর, সেন্ট জর্জস এবং সেন্ট জনস। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শহর নেই, কারন নিউ ইয়র্ক শহরটি দেশের বৃহত্তম শহর/নগর অঞ্চল আর জনসংখ্যা লস অ্যাঞ্জেলেসের চেয়ে দ্বিগুনের বেশি। মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের রাজধানী হল ওয়াশিংটন,যা দেশের বিংশতম বৃহত্তম শহর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি মূলত ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত।

দক্ষিণ আমেরিকাতে আবার দ্বৈত প্রধান শহর দেখা যায়, এখানে প্রায় সমভাষিক রৈখিকের দুটি নগর অন্যান্য বসতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে থাকে, এমন বিন্যাসকে দ্বৈত প্রধান শহর বিন্যাস বলে। ব্রাজিলে এই ধরনের বিন্যাস দেখা যায়।

v. ওশিয়ানিয়া মহাদেশের প্রাথমিক শহরগুলি নিম্নরূপ : অপিয়া, ফুনাফুটি, হনিয়ারা, মাজুরো, নুকুয়ালোফা, পোর্ট মোরসবি, পোর্টভিলা, সুভা এবং দক্ষিণ তারাওয়া।

নিউজিল্যান্ডের প্রাথমিক শহর নেই কারন এর বৃহত্তম শহরটি রাজধানী নয় (যে ওয়েলিংটন) যদিও অকল্যান্ড দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর/নগর অঞ্চল গুলির চেয়েও দ্বিগুনের বেশি এবং নিউজিল্যান্ড এর সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র।

- প্রাথমিকতার নিয়ন্ত্রক সমূহ (factors affecting Primacy) : প্রাথমিকতা নিম্নলিখিত কতকগুলি প্রভাবকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

i. দেশের আয়তন (Size of Country):

দেশের আয়তন খুব ছোট হলে তার রাজধানী শহরে অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবন লক্ষ্য করা যায়, যেমন- ডেনমার্কের শহর কোপেনহেগেনে ডেনের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন ছোট ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রগুলিতে রাজধানী শহরই মূল প্রভুত্ব বিস্তারকারী শহর, যা ঐ দেশের প্রাথমিক শহর।

ii উপনিবেশিক ইতিহাস (Colonal history):

বিভিন্ন দেশের উপনিবেশিক ইতিহাস ও নগরায়নের ইতিহাস ঐ দেশের প্রাথমিক শহরের সৃষ্টির অন্যতম নিয়ন্ত্রক। উপনিবেশিক অবস্থায় এই শহরগুলি সাধারনত রপ্তানী ও বহির্বানিজ্যের শহর রূপে অবস্থান করত, স্বাধীনতার পর ঐ সকল শহরগুলি স্বাধীন দেশের রাজধানী স্থানে আত্মপ্রকাশ করে ও প্রধান শহরের স্থান পায়। এই শহরগুলি ধীরে ধীরে দেশকে সর্বশ্রেষ্ঠতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

- উপনিবেশে প্রাইমেট শহর উদ্ভবের পর্যায় সমূহ (phase of Evolution of Primate city in a colony):

বিশেষজ্ঞদের মতে কোনো উপনিবেশে প্রাইমেট শহর উদ্ভবের চারটি পর্যায় রয়েছে। —

i. কোনো একটি দেশের উপকূলে, অন্তত শ্রেনীর মানুষের মধ্যে (যেমন ধীবর) উপনিবেশ স্থাপনকারীর পদার্পন ও বসতি যা বানিজ্য কেন্দ্র স্থাপন।

ii. ঐ বানিজ্য কেন্দ্রকে ভিত্তি করে ঐ স্থানে বন্দর স্থাপন। অতঃপর রেল-পথের সম্প্রসারনের মাধ্যমে ঐ বন্দরের পশ্চাদভূমির বিস্তৃতি।

iii. কেন্দ্রীয় অঞ্চল ও প্রান্তিক অঞ্চলের আন্তঃসম্পর্কের মধ্য দিয়ে উপনিবেশ স্থাপনকারী দেশের বানিজ্যিক উন্নতির স্বার্থে তথা উপনিবেশটিতে উপনিবেশ স্থাপনকারী- দেশের প্রশাসনিক বা শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রন বজায় রাখতে, উপনিবেশটির অভ্যন্তরীন পরিকাঠামোর উন্নয়ন। একই রকম ভাবে একটি উপনিবেশের পাশে অন্য দেশের আরেকটি উপনিবেশ স্থাপন। এই দুই উপনিবেশের মধ্যে স্থলপথে যোগাযোগ থাকে না, ঐ দুটি উপনিবেশে একই রকম উপায়ে অগ্রগতি ঘটে।

iv. যেহেতু এই দুটি উপনিবেশের মধ্যে স্থলপথে যোগাযোগ থাকে না, তাই অবশ্যই ঐ দুটি উপনিবেশ দুটি বিশেষ কেন্দ্রীয় অঞ্চলের উপর নির্ভর করে

পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে। ঐ কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির হল উত্তরের প্রাইমেট শহর।

V. দেশের রপ্তানিমূলক অর্থনীতি: কোনও কোনও দেশের অর্থনীতি সবসময় বহির্বানিজ্য ও দ্রব্য রপ্তানির উপর নির্ভরশীল। নিউজিল্যান্ডের উপর করা একটি সমীক্ষা এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করে। নিউজিল্যান্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ও বহির্বানিজ্যের প্রেক্ষিতে কেন্দ্র করে Primacy হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, অকল্যান্ড শহরটিতে ১৯৬৬ সালে জনসংখ্যা ছিল ৮,৭৪,০০০ এবং ইহা ক্রাইস্টচার্চ শহরের দ্বিগুণ এবং এটি ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এইভাবে ঐ মূল স্তরে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তম শহরটি অপেক্ষাকৃত ছোটো শহরগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে। নিউজিল্যান্ডের অর্থনীতিতে এটি একটি উন্নতির প্রধান কারন। এছাড়া অর্থনৈতিক উন্নতি অনেক সময় আমদানীকৃত শিল্পের উপর নির্ভর করে, যার ফলে কাঁচামালের যোগান বাইরে থেকে আসে ও শহরগুলি মূলত বন্দরের কাছে গড়ে ওঠে এবং এমন স্থানে অবস্থান করে যাতে সহজে দ্রব্য সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

vi. সহজ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন: সহজ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন সংস্থাগুলি প্রধান তথা প্রাথমিক শহর সৃষ্টিতে সাহায্য করে। কোন দেশে প্রথম পর্যায়ে যখন অর্থনীতিগত কাজ শুরু হয় তখন কৃষিপণ্যের বানিজ্যিকরন ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এই Primacy এর মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ফলে কোন দেশ কোনো একটি মাত্র কেন্দ্রীয় শহরের উপরই নির্ভরশীল থাকে। কিন্তু পরবর্তীকালে জটিল অর্থনীতির ক্রিয়াকলাপের উন্নতির ফলে এবং দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অন্যান্য ছোট শহরগুলি এমনকি Primate city -এর প্রাধান্যের স্থান ছেড়ে বড়ো বড়ো বানিজ্য / অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিনত হয়। উদাঃ সুদানের খার্টুম, কেনিয়ার নাইরোবি।

vii. দ্বৈত অর্থনীতি: দ্বৈত অর্থনীতি Primacy -এর সাম্যতিকে সাহায্য করে থাকে। দ্বৈত অর্থনীতি বলতে মূলত কোন দেশের অর্থনীতির দুটি ভূমিকা বা দুটি পর্যায়ের অর্থনীতি যার প্রতিটি পর্যায় কার্যগতভাবে স্বতন্ত্র। যেমন- ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা, থাইল্যান্ডের ব্যাংকক প্রভৃতি।

RANK-SIZE RULE

জনবসতি প্রণালী, মূলতঃ পৌর-বসতি প্রণালীর মধ্যে অন্তর্নিহিত বসতি পরম্পরায় রাশিমাত্রিক বিশ্লেষণ করার এক বিশেষ উপায় হল মানায়তন বিন্যাস নীতি (Rank-size rule) [A descriptive regularity among cities in an urban system; The numerical relationship between city size rank in an urban system; sometimes refferred to as the rank-size rule. (Norton & Mercier, 2019]. এই নীতি অনুসারে, যে বসতির আয়তন যত বড় সেই বসতির ক্রমাঙ্ক মান তত কম [This rule promotes the idea that the bigger the size of settlement the smaller its rank is (Surd 2009)]. Batty ও Carvalho (2009) এর ভাষায়, "A Method of transforming a frequency distribution into a form that rank-orders the objects from largest to smallest in which when plotted on logarithmic scales often yields a straight line." Batty ও Carvalho প্রদত্ত সংজ্ঞাটি থেকে মানায়তন বিন্যাস নীতিটি আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, এইক্ষেত্রে স্বতঃসিদ্ধভাবে মেনে নেওয়া হয় যে, বসতির জনসংখ্যাগত আয়তন যত বেশী, সেখানকার উপভোক্তা তত বেশি এবং সেখানকার জনসংখ্যাগত সঙ্কটমাত্রাও তত বেশি, এইভাবে কোনো বসতীর কর্মবৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেলে, জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়; ফলে জনসংখ্যাগত আয়তন বিচারে বসতিটির ক্রমোন্নতি ঘটে,

একটি অঞ্চলের অন্তর্গত পৌরশ্রেণী বসতিগুলিকে তাদের জনসংখ্যার নিরিখে অধিঃক্রমে বিন্যস্ত করে সেই তথ্যকে লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করলেই তা হল মানায়তন লেখচিত্র,

1913 সালে জার্মানির গবেষক Erich Aurbach প্রথম এই ধরনের বিন্যাসের ধারনা দিয়েছিলেন তিনি প্রথম জার্মানির শহরগুলির জনসংখ্যার রেকর্ডের ভিত্তিতে তাদের ক্রম নির্দেশ করে-ছিলেন এবং শহরের জনসংখ্যা ও আয়তনের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষনের চেষ্টা করেছিলেন. H.W. Singer (1936) "প্যারেটো নীতি" এর উপর ভিত্তি করে শহরের জনসংখ্যানুযায়ী পৌর জন-বসতির বিন্যাসের চেষ্টা করেছিলেন, 1940এর দশকে George kongsbey Zipf আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 100টি বৃহৎ শহরের উপর গবেষনা করে বিষয়টির আরও পরিশীলিত ও গ্রহনযোগ্য রূপ দেন, পরবর্তীকালে অন্যান্য বিজ্ঞানী যথা Berry এবং Gerrison প্রমুখ এই নীতিটির পরি-মার্জনা করেন,

Zipf কর্তৃক প্রদত্ত মানায়তন বিন্যাস নীতিটির মূল সূত্র ছিল ⟶

$$RnSR = M$$

যেখানে, R = পৌর বসতির ক্রমাঙ্ক মান,
M ও n = ধ্রুবক, SR = R ক্রমাঙ্কের পৌর বসতির জনসংখ্যা

উল্লেখ্য পৌর বসতির ক্রমাঙ্ক মান 1 হলে, n এর মান যাই হোক, SR ও M সমান হয়ে যায়, তাই কার্যত M ধ্রুবকটি প্রথম স্থানাধিকারী বা ঐ অঞ্চলের বৃহত্তম পৌর বসতির জনসংখ্যা হয়ে যায়।

উল্লিখিত সূত্রের অপেক্ষাকৃত সরল রূপটি হল→

$$P_n = P_1 \times R_n^{-1}$$

যেখানে, P_n = আলোচ্য অঞ্চলের বসতির একটি জনসংখ্যা,
P_1 = ওই অঞ্চলের বৃহত্তম পৌর বসতির জনসংখ্যা,
R_n = মনোনীত বসতিটির ক্রমাঙ্ক,
R_n^{-1} = মনোনীত বসতিটির ক্রমাঙ্কের -1 ঘাত বা $1/R_n$,

Types of Rank Size Rule :

① Primate city Pattern :— Rank size rule এর সূত্রানুসারে, বৃহত্তম পৌর বসতির জনসংখ্যাকে ঐ বসতির কাম্য জনসংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাই জনসংখ্যার নিরিখে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী বসতিটির কাম্য জনসংখ্যা হয় বৃহত্তর পৌর বসতির বাস্তব জনসংখ্যার অর্ধেক বা 50%, কিন্তু বসতির ক্রমাঙ্ক যত বাড়তে থাকে ততই প্রতিবেশী বসতিগুলির বাস্তব জনসংখ্যার অনুপাত কমতে থাকে, তাই সাধারন স্কেলে মানায়িত লেখচিত্রের আকৃতি বাংলা 'ে' বা ইংরেজী 'J' বর্ণের বিপরীত আকৃতির মতো অবতল ঢালবিশিষ্ট

তবে দ্বিতীয় বৃহত্তম পৌর বসতির বাস্তব জন-সংখ্যা বৃহত্তম পৌর বসতির বাস্তব জনসংখ্যার অর্ধেক হওয়ার ঘটনা বাস্তবে সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় না, যেখানে এমন অবস্থা দেখা যায় সেই অঞ্চলের পৌর বসতির বাস্তব জনসংখ্যার অর্ধেক হওয়ার ঘটনা বাস্তবে সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় না, যেখানে এমন অবস্থা দেখা যায় সেই অঞ্চলের পৌর বসতির বিন্যাসকে প্রধান শহরভিত্তিক পৌর বসতি প্রনালী বা Primate city Pattern বলা হয়, কারন, ঐ অঞ্চলের প্রতিটি বসতির মানুষ জন উন্নততর পরিষেবা ও পরিকাঠামো লাভের জন্য একমাত্র ঐ বৃহত্তর পৌর বসতিটির ওপর নির্ভর করে,

(ii) Bianary Pattern :— এক্ষেত্রে কোনো অঞ্চলের বসতি বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথম দিকেই একাধিক গুরুত্বপূর্ন নগরের সমাবেশ বা সহাবস্থান ঘটে যেগুলির প্রকৃতি জনসংখ্যা তাদের কাম্য জনসংখ্যার তুলনায় বেশী এবং অধঃক্রমের বসতিগুলির জন-সংখ্যা অনেকটা কমে যায়, ফলে মানায়তনে লেখচিত্রে উত্তল ঢাল বিশিষ্ট হয়ে থাকে, পৌর বসতির এমন বিন্যাসকে Berry, Binary Pattern বলেছেন,

(iii) Intermidiate city distribution Pattern :— Binary Pattern এর আদর্শ অবস্থার খুব কাছা-কাছি অবস্থা হল Intermidiate city distribution.

কানাডার বসতি বিন্যাসে পরিলক্ষিত হয়, এখানে কোনো বৃহৎ নগর বিরাজ করে না, বটে তবে একটি নগরায়িত অঞ্চলে বেশ কিছু সমমুখ্য-পূর্ন পৌর বসতি বিরাজ করে, এই বসতিগুলি নগরায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকলেও তা এখনও চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছায়নি, এ ক্ষেত্রে প্রতিটি নগর একক্ষভাবে উন্নত হয়না, সমমুখ্যপূর্ন পৌর বসতিগুলির ক্রমোন্নতি ওই নগর অঞ্চলটির বিকাশ ঘটায়, এক্ষেত্রে বড় নগরগুলির প্রকৃত জনসংখ্যা তার কাম্য জনসংখ্যার থেকে বেশি হলেও ছোটো নগরগুলির প্রকৃত জনসংখ্যা তা কাম্য জনসংখ্যার থেকে কম হয়,

(iv) Stepped Pattern:— বিশেষ কোন সময়ে এ প্রকার পৌর বসতির বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়, যাকে ~~সো~~ সোপান বিন্যাস বা লহরী বিন্যাস বলা হয়, এক্ষেত্রে কোনো ছোটো বসতি পরিলক্ষিত হয়না, কেবল বড় বড় নগর বসতি আঞ্চলিকভাবে গড়ে ওঠে, ফলে কিছু দূরের মধ্যেই একটি বসতি বিন্যাস সম্পূর্ন হয়ে অপর একটি নূতন বসতি বিন্যাস গড়ে ওঠে, এজন্য সিঁড়ির ধাপ বা সোপানের মতো বা লহরীর মতো বিন্যাস গড়ে ওঠে, ~~অস্ট্রে~~ অস্ট্রেলিয়ায় এমন বসতি বিন্যাস গড়ে উঠেছে,

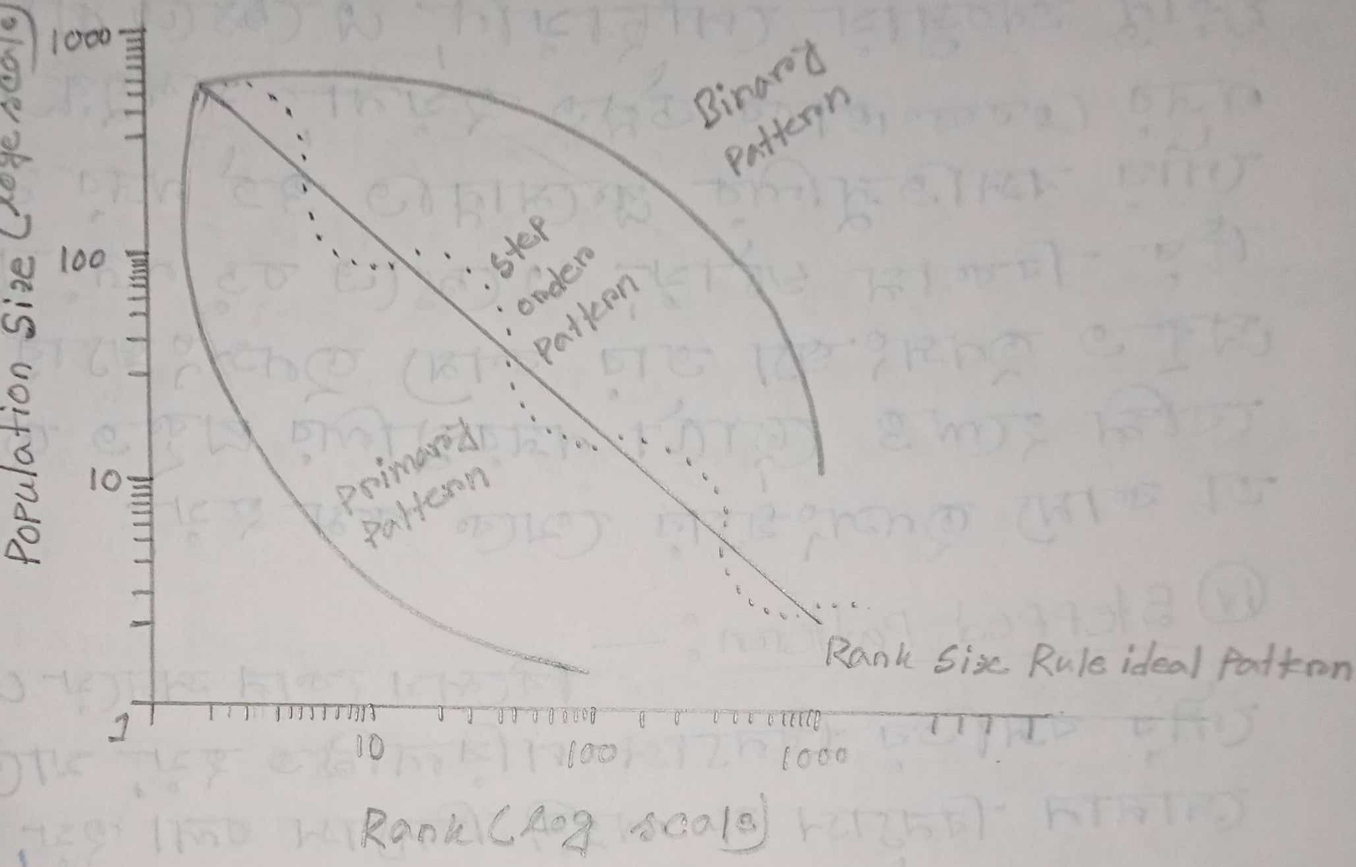

1000
100
10
1
10
100
1000
Population Size (Loge scale)
Rank (Log scale)
Binary Pattern
Step order Pattern
Primary Pattern
Rank Size Rule ideal Pattern

Urbanisation in post-liberalization period in India
উদারীকরণের যুগে ভারতের পৌরায়ন

"Liberalization" কথাটির অর্থ হল উদারীকরণ। 1991 সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী P. V. Narasimha Rao ও তার অর্থমন্ত্রী Dr. Manmohan Singh এর উদ্যোগে ভারতে অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটানোর উদ্দেশ্যে LPG Model এর নীতি ভারতবর্ষে প্রনয়ন করা হয়। ভারতের অর্থনীতিকে উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ এবং বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া [illegible] গ্রহণ করা হয়। এই সময়ের পর থেকে ভারতবর্ষের সামাজিক পরিকাঠামোগত এবং সামাজিক দিকের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ভারতের নগরায়নের প্রকৃতি এবং পৌর অঞ্চলের চরিত্র 1991 সালের পর থেকে ব্যাপক ভাবে পরিবর্তিত হয়। এই কারণে ভারতের পৌর ব্যবস্থার পরিবর্তন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 1991 সালের পরবর্তী সময়টিকে "Post Liberalization period" বলা হয়ে থাকে। LPG Model এর নীতি অনুযায়ী ভারতবর্ষে "সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ" "FDI" এর দ্বারা বেসরকারী উদ্যোগে বৃহৎ স্কেলে নগরায়নের প্রকল্প চালু হতে শুরু করে। এই প্রকল্পগুলি "NRI" বা "High State Township" নামে পরিচিত হয়। এই প্রকল্পগুলি মূলত ভারতের বড় বড় শহর যথা- মুম্বাই, পুনে, দিল্লী, গুরগাঁও, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, আমেদাবাদ এবং ব্যাঙ্গালোর শহরের প্রান্তবর্তী এলাকায় প্রায় 1000 একরের অধিক স্থান গড়ে উঠতে থাকে। ভারতের নগরায়নের মাত্রা 1991 সালের পর এতটাই দ্রুত হারে বেড়ে যেতে থাকে যে, 1991 সালে যেখানে ভারতের মোট মহানগরের সংখ্যা ছিল 23 টি, তা 2001 সালে বেড়ে 35 এ পৌঁছায়। অতএব 10 বছরের মধ্যে 12 টি মহানগর সৃষ্টি হয়। এই সময় নগরায়নের প্রক্রিয়া এতটাই দ্রুত যে, অপরিকল্পিত ও দুর্বল পরিকাঠামোগত পরিস্থিতিতে পৌর অঞ্চলের ক্রম বৃদ্ধির ফলে আভ্যন্তরীণ পৌর বিন্যাস এর সমস্যাগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। মূলত শহরতলি অঞ্চলগুলিতে এই সমস্যাগুলি বেশি দৃশ্যমান হয়। খোলামুক্ত জমির ব্যবহারের পরিবর্তনশীলতা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দ্রব্যসামগ্রীর ঘাটতি, উন্মুক্ত ক্ষেত্রের পরিমাণ কমে যাওয়া, পৌর অঞ্চলের সামাজিক পরিবেশকে নষ্ট করতে থাকে।

ভারতের পৌরাঞ্চলগুলিতে উদারীকরণের ফল :-

উদারীকরণের পরবর্তী সময়ে, তথা উদারীকরণের ফলে ভারতের পৌরাঞ্চলগুলিতে যে যে বিষয়গুলি সৃষ্টি হতে শুরু করে, তা নিম্নরূপ —

(i) পৌর অঞ্চলের কর্মসংস্থানের চরিত্রের পরিবর্তন :-

ভারতের শহরগুলিতে নতুন অর্থনৈতিক কার্যাবলী চালু হতে শুরু করে, পূর্বতন শিল্প কর্মভিত্তিক শহরের চরিত্র ধীরে ধীরে পরিষেবা ক্ষেত্রের দিকে পরিবর্তিত হতে থাকে। এই সময়ের পূর্বে শিল্প কলকারখানায় কর্মক্ষম সম্পূর্ণ শ্রমিকের অধিকাংশ-ই শহরাঞ্চলে পাওয়া যেত। তবে অর্থনৈতিক উদারীকরণের পর কর্মসংস্থানের বিভিন্ন বৈচিত্র্যময়তা অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে যে, প্রকট বা চুক্তি ক্ষেত্রের বিকেন্দ্রীকরণের ফলে বহুক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হয়। শহরাঞ্চলের মোট শ্রম নিযুক্তি ও শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। 1983 সালের সমীক্ষানুযায়ী ভারতের শহরগুলিতে মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল 57.1 মিলিয়ন, যা 1993-94 আর্থিক বছরে 80.6 মিলিয়ন হয়, এবং 1999-2000 আর্থিক বছরে তা 92.95 মিলিয়নে পৌঁছায়। অতএব উদারীকরণের দ্বারা শহরাঞ্চলে শ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শহর এবং গ্রামের মধ্যে শ্রমিকের অনুপাত 1980-81 সালে ছিল 2.32:1, 1993-94 সালের ছিল 2.34:1 এবং 1999-2000 সালে তা বেড়ে হয় 2.83:1। অতএব পৌরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের অন্যান্য গ্রাম ও শহরের মধ্যে অনুপাতের পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয় "বাৎসরিক পৌর শ্রমের বৃদ্ধির হার" 1993-94 সালে ছিল 2.26%, যা 1999-2000 সালে হয় 8.38%। 1991 সালের পর থেকে বিভিন্ন Enteoprise সংস্থায় বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। 1983-93 সালের মধ্যে Enteoprise সংস্থাগুলির বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার ছিল 2.04% যা 1998 সালে নাগাদ বেড়ে ±0.1% এর দাঁড়ায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে তাল মিলিয়ে উত্তর উদারীকরণ পর্বে ভারতের পৌরাঞ্চলগুলিতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রায় 73% পৌঁছায়, যার মধ্যে সেবা ক্ষেত্রের অবদানের হার ছিল সর্বাধিক। পৌরাঞ্চলের কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধি ভারতের গ্রামীণ খাতে ঔপচারিক অর্থনৈতিক কার্যাবলীর

যুক্ত মানুষের কর্মসংস্থানের আশা করে যেতে থাকে।

(ii) জনসংখ্যার পরিবর্তন :-

১৯০১ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ২৩,৮৪,০০,০০০ যা ২০০১ সালে বেড়ে ১০২ কোটি ৮ লক্ষে পৌঁছেছে। ভারতের পৌর জনসংখ্যা ১৯০১ সালে ছিল ২ কোটি ৫৮ লক্ষ যা ২০০১ সালে ২৮ কোটি ৫১ লক্ষে পৌঁছেছে। সুতরাং ভারতের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশই পৌর জনসংখ্যা। ২০১৯ সালের তথ্যানুযায়ী ভারতের পৌর জনসংখ্যার পরিমাণ 47 কোটি যা মোট জনসংখ্যার ৩4.47 শতাংশ। ভারতের এই পৌর জনসংখ্যা প্রা: আফ্রিকার 12 টি দেশের মোট জনসংখ্যার সমান বা ইউরোপ মহাদেশের মোট জনসংখ্যার সমাংশ। ২০০১ সালের ভারতের 'Ministry of Housing' এর তথ্যানুযায়ী ভারতের পৌর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০০১ সালে ছিল 69%। এই তথ্য থেকে এটি নিশ্চিত হয় যে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে পৌর জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাত্রাও অনেক বেশি। শহরের জনসংখ্যা কেন্দ্র অঞ্চলের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে শহরে পরিবারের জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে, সমীক্ষা করে দেখা গেছে ভারতের পৌরাঞ্চলগুলিতে 1 কোটি ২০ লক্ষ পরিবার ২০-২৫ বছর যাবৎ অস্থায়ী ঘরগুলিতে বাস করেছে. পৌরাঞ্চলে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষের পরিমাণ সর্বাধিক। ২০১০ সালে সমীক্ষানুযায়ী ভারতের পৌরাঞ্চলগুলিতে মোট ৩০০ মিলিয়ন নিম্নবিত্ত মানুষ বসবাস করে।

(iii) পৌরাঞ্চলে আবাসন বৃদ্ধি :-

পৌরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিশ্বায়নের প্রভাব শহরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে পরিবর্তিত করেছে। উন্নত জীবনযাত্রার উদ্দেশ্যে উন্নত আবাসন ব্যবস্থা প্রয়োজন। উদারীকরণের পর ভারতের মহানগর অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন আবাসন সংস্থাগুলি 100% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের দ্বারা আবাসন প্রকল্প গড়ে তুলেছে। ভারতের পৌরাঞ্চলগুলিতে আবাসন প্রকল্প এর বেসরকারী বিনিয়োগ ভারতের অর্থনৈতিক বেসরকারী খাতকে এগিয়ে যাওয়ার পথ করে দিয়েছে। এই বেসরকারীকরণের হাত ধরে ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি আবাসন, পরিকাঠামো

(জল, পয়ঃপ্রণালী, বিদ্যুৎ ও পরিবহন) এর ক্ষেত্রে সরকারী নীতি গুরুত্বদান করেছে। 2007 সালে ভারতের পরিকল্পনা কমিশন দ্বারা প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতে পৌরক্ষেত্রে বেসরকারী বিনিয়োগের মাত্রা 492.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। এইভাবে নগরাঞ্চলে GDP এর মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার নগরাঞ্চলে "Housing Sector" বর্তমান সময়ে একটি দ্রুত প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। FICCI এর তথ্যানুযায়ী "আবাসন শিল্প" এর বার্ষিক বৃদ্ধির মাত্রা 30% এবং পৃথিবীর সকল দেশগুলির মধ্যে 80% আবাসন প্রকল্প ভারতবর্ষেই গড়ে উঠতে দেখা যায়। এই আবাসন প্রকল্পের মধ্যে আবাসিক এলাকা, অফিস কাছারী, শপিং মল, হোটেল, হসপিটাল অন্তর্ভুক্ত।

(iv) বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল:-

অর্থনৈতিক উদারীকরণের পরবর্তী সময়ে এদেশে বিভিন্ন পৌরাঞ্চলগুলিতে "Export Processing Zone" বা "Trade Zone" গড়ে তোলা হয়। 2000 সালের তৎকালীন ভারত সরকার এই "EPZ" ও "FTZ" কে "SEZ" বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল রূপে চিহ্নিত করেন। 2005-06 সালের তথ্যানুযায়ী ভারতের নগরগুলিতে মোট 1016 টি SEZ ছিল যার সংখ্যা বর্তমান সময়ে অনেকটাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এই SEZ গুলি বহু কর্মসংস্থান ঘটায় এবং আধুনিক শিল্প তথা উৎপাদন ব্যবস্থাকে উন্নত করে।

(v) Eco City তৈরী:-

নগরাঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ জমির ব্যবহারকে পরিবর্তন করে। জমির ব্যবহার পরিবর্তিত হলে পরিবেশ নষ্ট হয়। পরিবেশবান্ধব নগরকেই Eco City বলা হয়। এই Eco City একটি পরিকল্পিত নগর যা পৌর উন্নয়নের কুফলগুলি থেকে পরিবেশকে রক্ষা করে, যা মূলত স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণাকেই প্রকাশ করে। এই নগরে পরিবহন ক্ষেত্রে যে জ্বালানী ব্যবহার করা হয়, যা বায়ুকে কম দূষিত করে এবং পৌর উন্মুক্ত অঞ্চলে স্বাভাবিক উদ্ভিদের আবরণকে বৃদ্ধি করে। Ministry of Environment and Forest (MOEF), Central Pollution Control Board (CPCB) এবং German Technical Co-operation (GTZ) এর সহযোগিতায়

... এই Eco City গঠনের তৈরীর কাজ চলছে। ভারতবর্ষে প্রথম ২০ সালে ৬টি মার্কিনী রাজ্যের Eco City তৈরী করা হয়। এই ৬টি Eco City হল — তিরুপতি, বৃন্দাবন, কোত্তায়াম, উজ্জয়িনী, পুরী এবং আজমীর। বর্তমানকালে ভারতের বিভিন্ন শহরে Eco City মডেলে পরিণত করার চেষ্টা চলছে।

(vi) দ্রুত পৌরায়ন :-

উদারীকরণের পরবর্তী সময় ভারতের অর্থনীতির ব্যাপক পরিবর্তন ভারতের নগরায়ণের মাত্রাকে বৃদ্ধি করেছে এবং ভারতের এই নগরায়নের ধারা হল বিকেন্দ্রীভূত প্রকৃতির। উদারীকরণের পূর্বে ভারতের প্রধান শহরগুলিকে কেন্দ্র করেই নগরায়নের পদ্ধতি পরিচালিত হয়ে যায়। ভারতবর্ষের ছয়টি রাজ্যে পৌরায়নের মাত্রা সর্বাধিক। সেগুলি হল — মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ। ২০১১ সালে ভারতের সর্বাধিক নগরায়নের মাত্রা লক্ষ্য করা হয়েছে তামিলনাড়ু রাজ্যে (48.4%), তারপর কেরালা (47.7%) এবং মহারাষ্ট্র (45.2%)।

পৌরাঞ্চলে সংযোগশীলতা বৃদ্ধির জন্য "পৌর করিডর" গড়ে তোলা হয়েছে। ভারতের মুম্বাই, আমেদাবাদ, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর ও হায়দ্রাবাদ শহরকে 1991 সালের পরবর্তী সময়ে Express way এবং উন্নত রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে এবং রাজ্যের মধ্যে Express Corridor গড়ে তোলা হয়েছে। ভারতের প্রধান Express Corridor গুলি হল গুজরাটের 'আহমেদাবাদ করিডর', মহারাষ্ট্রের 'পুনে মুম্বাই করিডর', ভারতের জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে নিউ দিল্লী - গুরগাঁও করিডর; পাঞ্জাবে 'মোহালী - ফগওয়ারা করিডর', কর্ণাটক রাজ্যের এই করিডরগুলি সৃষ্টির সাথে সাথে বিভিন্ন রাজ্যে পাইপ লাইন যুক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে Gas Authority of India Limited সংস্থা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

(vii) New Urban Policy :-

উদারীকরণের পর ভারতে পৌরাঞ্চল উন্নয়নের বিভিন্ন নীতি ও প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। এই নীতি গুলির মধ্যে Jawaharlal Nehru National Urban Renewal

Mission (JNNURM) এবং Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Town (UIDSSMT) প্রকল্পের কথা বলা যায়। নগর নবায়নের বিভিন্ন প্রকল্প গুলির মধ্যে 2005 সালের 3rd December তারিখে গৃহীত JNNURM প্রকল্পটি ভারতের শহরগুলিকে উন্নত করেছে এবং শহরের পরিবহণ তথা যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে।

(viii) পৌরাঞ্চলে ও সংলগ্ন এলাকায় জমির পরিবর্তন :-

ভারতের বড় বড় মহানগরগুলির পার্শ্ববর্তী এলাকায় পৌর বিস্তারণের প্রভাবে জমির ব্যবহার পরিবর্তিত হচ্ছে। মূল শহরের চারিদিকে বেষ্টনের মতো গড়ে ওঠা বলয়কে 'শহরতলী' বলে। শহরতলীর পরবর্তী এলাকা 'পৌর উপকণ্ঠ' নামে পরিচিত, 'পৌর উপকণ্ঠ' এর পরবর্তী এলাকাটি হল 'গ্রামীণ এলাকা'। শহরতলী এবং গ্রামের মধ্যবর্তী অঞ্চলে জমির ব্যবহারের পরিবর্তনগুলি সব থেকে বেশি। ঐ অঞ্চলে নগরায়নের প্রক্রিয়াকে 'Peri Urbanization' বলা হয়। এই অঞ্চলে জমির ব্যবহার ক্রমাগত গ্রামীণ জমির ব্যবহার থেকে শহুরে জমির ব্যবহারের পরিবর্তিত হচ্ছে, কৃষি জমির পরিমাণ কমছে, পতিত জমির পরিমাণ, বিক্ষিপ্ত আবাসিক এলাকা তৈরী, শিল্প কলকারখানা তৈরী, রাস্তাঘাট নির্মাণ, খেলাধুলার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং আধুনিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত জমির ব্যবহারগুলি সৃষ্টি হতে থাকে। ভারতের প্রধান 4টি মেগাসিটি অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকাতে এই বিষয়গুলি প্রকটভাবেই স্পষ্ট। কলকাতা মহানগরের চতুর্পার্শ্বে আবাসিক এলাকার পরিমাণ ছিল 147 বর্গকিমি যা 2000 সালে যার পরিমাণ বেড়ে হয়েছে 570.17 বর্গ কিমি। অপরপক্ষে, এই অঞ্চলে কৃষি জমি এবং ফাঁকা জমির পরিমাণ দ্রুত কমে গিয়েছে। 1974-99 সালের মধ্যে দিল্লীতে পৌর বিস্তারণের প্রক্রিয়া এতটাই দ্রুত হয়েছে যে এই সময়ের ব্যবধানে 42 লক্ষ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, ও তার আবাসনের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে দিল্লীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রায় 60,000 হেক্টর জমিতে আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষে মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ 1950-51 সালে ছিল 0.5 হেক্টর, যা 1999-2000 সালে 0.15 হেক্টরে দাঁড়ায়, অকৃষিকাজের সাথে সম্পর্কিত জমির ব্যবহারগুলি বিশেষত আবাসন, শিল্প ও অন্যান্য এর পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1991 সালে এদেশে ..

...নি, শিল্প ও অন্যান্য জমির ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৩.৪৫ মিলিয়ন হেক্টর যা ২০০১ সালে বেড়ে হয়েছে ২২.৩৭ মিলিয়ন হেক্টর। অতএব একই বিষয়টি স্পষ্ট যে, অর্থনৈতিক উদারীকরণ হুগলি পৌরাঞ্চল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জমির ব্যবহারে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

(ix) Private Township and Housing Shortage:-

২০০১ সালে তৎকালীন ভারত সরকার 'Integrated Township Development' বিষয়টিকে সম্পূর্ণ 100% সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ সংস্কার অধীনে নিয়ে আসে। এর ফলে, শহরের বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নতি ঘটতে থাকে। এই পরিকাঠামো উন্নতির প্রকল্প High Tech Township/NRI/Integrated Township নামে পরিচিত। এই সকল প্রকল্পগুলিতে নিম্নতম 400 একর জমিতে 10 মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নত পৌরাঞ্চলে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই নতুন 'নগর এলাকা' ভারতীয় কোনো নগর সরকার বা, বেসরকারী সহযোগীতায় গড়ে উঠলে বিনিয়োগের মাত্রা 5 মিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের অধীনে ভারতের সরকার ও বেসরকারী সংস্থাগুলি শহরের প্রান্তবর্তী এলাকায় 'নতুন নগর এলাকা' গড়ে তুলতে থাকে। ভারতের দিল্লী মহানগর অঞ্চল, বাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, পুনে, আহমেদাবাদ ও চন্ডীগড় অঞ্চলে উন্নত সুবিধা সম্পন্ন বিভিন্ন নগর এলাকা গড়ে উঠেছে। এই নগর এলাকায় যে আবাসন উন্নয়ন প্রকল্পগুলি গড়ে তোলা হয় তার বিভিন্ন চারিত্রগত শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। এগুলি হল: Group Housing, Duplex Villa, Small Scale Apartment এবং Plot. এই আবাসন প্রকল্পগুলির মধ্যে নিম্ন আয়সম্পন্ন মানুষের জন্য পৃথক প্রকল্পের দ্বারা E.W.S/L.I.G. housing complex আবাসন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এই সকল প্রকল্পগুলিকে এই নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মানুষ নগরজীবনে থাকার সুবিধা পেয়েছে। একাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনানুযায়ী EWS ও LIG গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের বসবাসের জন্য ২০ মিলিয়ন আবাসনের ঘাটতি উল্লেখ করা হয়েছে। আবাসনের এই অভাব পৌরাঞ্চলে বস্তি এলাকা সৃষ্টি করেছে। এই বস্তি এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভারতের পৌর অঞ্চলের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের তুলনায় ৪ গুন বেশী। 1991-২০০০ সালের মধ্যে ভারতের মহানগর অঞ্চলগুলিতে বস্তি জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ২০-২৫%।

(x) Floor Area Ratio and Density :-

পৌরাঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ বেশি। 2001 সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতের মহানগরগুলিতে প্রতি হেক্টর জমিতে 195 জন লোক বাস থাকে। তাছাড়াও ভারতের বহু শহরের বাড়ি এলাকা অনুযায়ী সেক্টর উচ্চতা, ঘনত্ব এবং প্রভৃতি পরিমাপের ন্যূনতম অধিবাসিক ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়। অল্প স্থানের মধ্যে বহু মানুষ বসবাস করে। অতএব, Low Floor Area Ratio and High Density পৌরাঞ্চলের একটি সমস্যা।

(xi) পৌরাঞ্চলের পরিবহন সমস্যা :-

অপরিকল্পিত ভাবে দ্রুত পৌরায়ন নগরাঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থার পরিকাঠামোকে প্রসারিত করে দিয়েছে। যানবাহনের পরিমানের সাথে সমতা রেখে রাস্তাঘাটের পরিমান খুবই কম, যা শহরের ট্রাফিকের পরিমাণকে বৃদ্ধি করে। যানবাহনের চলাচলের পরিমান অনেক বেড়েছে, শুধু তাই নয় পৌরাঞ্চলের রাস্তা দুর্ঘটনার পরিমানও বৃদ্ধি পেয়েছে। 1981 সালে ভারতে মোট পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল 1 লক্ষ 61 হাজার যা 2001 সালে বেড়ে 4 লক্ষ হয়েছে। ভারতবর্ষের শহরগুলিতে 90% মানুষ বাসে চলাচল করে, এই বাসগুলিতে যাত্রীর বোঝা অনেক বেশি। অতি নগরায়নের প্রভাব পৌরাঞ্চলগুলিতে সংকীর্ণ রাস্তা ও পথযাত্রীদের জন্য স্বল্প রাস্তা মূল রাস্তা বরাবর চলতে বাধ্য করে, যা এই অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

LPG মডেলের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য কিছু পন্থা পৌরাঞ্চলের জন্য নির্দেশিত করেছে। সেগুলি নিম্নরূপ —

a. পৌরাঞ্চলে জমির ব্যবহার ও নগরায়নের মাত্রা নিয়ে নিরীক্ষণ।
b. আগামী দিনের জমির ব্যবহারের চাহিদা বিশ্লেষণ।
c. মোটরযানের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।
d. বস্তি এলাকা পুনর্বাসন।
e. উন্নত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা,
f. রাস্তাঘাটে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে উন্নত প্রযুক্তি প্রণয়ন,
g. স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রেক্ষিতে শহরের পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি। শহরের প্রান্তবর্তী এলাকায় পূর্ব ক্ষয় ঘাস রক্ষার উদ্দেশ্যে সঠিক ব্যবস্থা গড়ে তুললে পরিবেশ রক্ষা সম্ভব হবে। "স্থিতিশীল

...র উন্নয়ন" ধারনার প্রেক্ষিতে Compact city / Smart city, New Urbanism, Transport Oriented Development এবং Smart Growth এর নীতির দ্বারা নগরায়ন সম্পন্ন করলে উদারীকরণ মাধ্যমে নগরায়ন ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠু করা সম্ভব।

উপসংহার:-

এই অধ্যায়টি ~~...~~ বিশ্ব ও ভারতের নগরায়নের সার্বিক আলোচনা করেছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলি পৌর ক্ষেত্র ও পৌর পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবে।

Urbanisation in Developed Nations

পৃথিবীর নগরায়নের পদ্ধতি বিভিন্ন গতিশীল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হয়েছে, আধুনিক পৃথিবীতে শিল্প বিপ্লবকে নগরায়নের প্রধান নিয়ন্ত্রক বলা হয়ে থাকে. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড, ডেট্রয়েট ও পিটসবার্গ, ইংল্যান্ডের লিভারপুল এবং গ্লাসগো, ফ্রান্সের সেন্ট- এতিয়েন, জার্মানির ডর্টমুন্ড; এসেন ও ডুইসবার্গ, ইতালির তুরিন পৃথিবীর প্রথম শিল্প শহর, শিল্প বিপ্লবের সাথে সাথে নগরায়নের মাত্রা ক্রমবর্ধমান, 1950 সাল পর্যন্ত এই পদ্ধতি চলেছিল, 1970 সালে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে মোট জনসংখ্যার 67% মানুষ পৌর বসতিতে বসবাস করত, 1990 সালে যা বেড়ে হয় 73% এবং 2021 সালে তা 79.8% হয়েছে.

1. উন্নত দেশের নগরায়নের নিয়ন্ত্রক ও পদ্ধতি:-

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে 1950 সালের পর উন্নত দেশে পৌর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক কম. 1950 সালের পর উন্নত দেশগুলিতে নগরায়নের পাঁচটি পদ্ধতি লক্ষিত হয়েছে, এগুলি হল কাউন্টার আরবানাইজেশন; পৌর উপকন্ঠ, নগর নবায়ন, জেন্ট্রিফিকেশন এবং মেগালোপলিশ সৃষ্টি পদ্ধতি.

i. কাউন্টার আরবানাইজেশন:-

1950 সালের মধ্যে উন্নত দেশগুলিতে শহর যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল 1950 সালের পরে তা অনেকটাই কমে যেতে থাকে, এই সময় উন্নত দেশগুলিতে মানুষ বড় শহর থেকে পুনরায় গ্রামের পরিবেশে ফিরে যেতে শুরু করে, এই পদ্ধতিকে বিশেষজ্ঞ মহল 'কাউন্টার আরবানাইজেশন' বলেছেন, কাউন্টার আরবানাইজেশন হল এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে শহরের অনুবর্তী অঞ্চলে তথা গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে, এই কাউন্টার আরবানাইজেশন এর ক্ষেত্রে কতগুলি কারণ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে:

a. 1950 সালের পূর্বে উন্নত দেশগুলিতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থা তেমন একটা উন্নত ছিল না, এই পরিস্থিতিতে তাদের কর্মস্থলের শহরে থাকতে হতো, তবে 1950 সালের পরে ইমেইল, ফ্যাক্স, ভিডিওর মাধ্যমে কথোপকথন ইত্যাদি তথ্য প্রযুক্তির ব্যবস্থাগুলি এতটাই উন্নত হয়ে পড়েছে যে মানুষ শহর থেকে দূরে ঘর থেকেই শহরের সকল সুবিধাগুলো পেতে পারে এবং তার কর্মের সকল কার্যাবলী সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারে।

b. এই সময় শহর অঞ্চলে পরিবেশ দূষণের মাত্রা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়, পরিবেশ দূষণের সাথে সাথে অপরাধ প্রবণতা ও ট্রাফিক অব্যবস্থা শহরাঞ্চলে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, এমন পরিস্থিতিতে মানুষ শহরের উপকণ্ঠে বা গ্রামে থাকতেই পছন্দ করে, শহরের কোলাহল পূর্ণ জীবন থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ শান্তিতে বসবাস করার উদ্দেশ্যেই গ্রামের দিকে চলে যায়।

c. 1950 সালের পর শহরের উপকণ্ঠে বিভিন্ন উপনগরী বা স্যাটেলাইট টাউন গড়ে ওঠে, এই উপনগরীগুলিতে নতুন বিজনেস পার্ক গড়ে উঠতে থাকে, এই সকল অঞ্চলেই মানুষের কর্মসংস্থান হয়, এইভাবে শহরের প্রান্তবর্তী এলাকায় বা আউট স্কার্ট অঞ্চলে শহরের জনবৃদ্ধি উন্নত দেশের নগরায়নের একটি বৈশিষ্ট্য.

ii. পৌর উপকণ্ঠ বা শহরতলী সৃষ্টি :-

Suburbanisation বা পৌর উপকণ্ঠ সৃষ্টির পদ্ধতি মূলত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বিংশ শতাব্দীতে লক্ষ্য করা গেছে, এক্ষেত্রে নগর এলাকার চারিদিকের প্রান্তবর্তী এলাকায় কিছু আবাসিক এলাকা গড়ে উঠতে দেখা যায়। এই আবাসিক এলাকাকেই পৌর উপকণ্ঠ বা শহরতলী বলা হয়ে থাকে, এই আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন ভূমির ব্যবহারের ধরন লক্ষ্য করা যায়, এই পৌর উপকণ্ঠে সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতির, পৌর উপকণ্ঠ সৃষ্টি

মূলত অভিবাসন পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এক্ষেত্রে গ্রাম-গঞ্জ থেকে শহুরে জীবনের দিকে আকৃষ্ট হয়ে বহু মানুষ নগরের চারপাশে পাড়ি জমায়, এই সকল মানুষের ঘরের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, ও এভাবে একটি আবাসিক এলাকা গড়ে ওঠে। এই পৌর উপকণ্ঠে জমির দাম শহর এলাকার থেকে অনেকটাই কম, যার ফলে এখানে আবাসিক এলাকা গড়ে ওঠে। এই পৌর উপকণ্ঠে জমির দাম শহর এলাকার থেকে কম, যার ফলে এখানে আবাসিক এলাকা গড়ে ওঠে, এবং এই আবাসিক এলাকা খুব সহজেই গড়ে ওঠে.

1945 খ্রিস্টাব্দে থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নগর ও মহানগরগুলির চারপাশে এই পৌর উপকণ্ঠে সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। পৌর উপকণ্ঠে কোন কোন ক্ষেত্রে এই পৌর উপকণ্ঠ এলাকায় কোন নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বৃহৎ আবাসন গড়ে উঠতে দেখা যায়। শহরে জনসংখ্যার চাপ এই পৌর উপকণ্ঠ সৃষ্টির সাথে সাথে কমতে থাকে, নগর কর্তৃপক্ষ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারা এই পৌর উপকণ্ঠগুলিকে যুক্ত করে, ফলে পৌর উপকণ্ঠে মানুষের বসবাসের প্রবণতা বাড়ে, এই অঞ্চলের জনঘনত্ব ক্রমাগত বাড়তে থাকে, এই পদ্ধতিতে পৌর উপকণ্ঠ সৃষ্টির পদ্ধতিকে Suburbanisation বলা হয়ে থাকে, পৌর উপকণ্ঠে রাস্তার ধারে ধারে পৌর বসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়, তাকে Ribbon settlement বলা হয়ে থাকে, এই সকল জনবসতিতে শূন্যস্থানের মধ্যে এই জনবসতির এলাকা বৃদ্ধি করে এই ধরনের উন্নয়নকে Infill development বলা হয়ে থাকে.

গ্রেট ব্রিটেনে পৌর উপকণ্ঠ সৃষ্টির পদ্ধতি ঐ দেশের জমির ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণের আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। পৌর উপকণ্ঠে এলাকায় যথেচ্ছ ভাবে জমির ব্যবহার কমতে থাকে, ফলে পরিবেশের ক্ষতি হয়, এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য গ্রেট ব্রিটেন সরকার তাদের দেশের নগরের তথা মহানগরের চারপাশের পৌর উপকণ্ঠের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এক্ষেত্রে পৌর বিশ্লেষণের পদ্ধতি একেবারেই নিয়ন্ত্রিত, উন্নত দেশগুলিতে

পৌর বিকেন্দ্রীকরণের ফলে যে পৌর উপকণ্ঠ সৃষ্টি হয় সেখানে বিন্দু খামারবাড়ি এবং শহরের চাহিদা অনুসারে নির্দিষ্ট বিন্দু গুলির অবস্থান লক্ষ করা যায়, 1950 সালের পর উন্নত দেশগুলিতে মানুষের কাছে বিভিন্ন ব্যক্তিগত যানবাহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ব্যক্তিগত গাড়ি থাকায় মানুষ কোলাহলহীন শান্ত পরিবেশে থাকার উদ্দেশ্যে শহর থেকে সরে এসে তারা প্রান্তবর্তী শহরতলী / পৌর উপকণ্ঠে বা গ্রামীন অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে, তারা কর্মসূত্রে প্রতিদিন শহরে আসে অর্থাৎ Daily commuting বা নিত্য যাতায়াত ব্যবস্থা শহর অঞ্চলের ঘনত্বকে কমিয়ে দিতে থাকে,

iii. নগর নবায়ন :-

1950 সালের পর উন্নত দেশগুলির নগর তথা মহানগরের চারিদিকে পৌর উপকণ্ঠে গড়ে উঠতে থাকে, তার সাথে প্রাচীন শহরগুলিতে তথা নগরগুলিতে পৌর পরিষেবা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শহরের বিভিন্ন অংশের পৌর ব্যবস্থা ও পরিকাঠামোর পুনরায় উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করা হয়, নগরকে পুনরায় নতুন করে গড়ে তোলার পদ্ধতিকেই নগর নবায়ন বলা হয়ে থাকে, এই পদ্ধতিতে নগর অঞ্চলের কেন্দ্রিক এলাকায় বা কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকায় সকল পৌর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকায় আবাসনের সমস্যা নিরসনের জন্য পরিকল্পনামাফিক বহুতল আবাসন ভবন গড়ে তোলা, পরিবহন ব্যবস্থা সহায়নের জন্য নতুন পথ পরিবহনের ব্যবস্থা করা, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উদ্যান গড়ে তোলা, ট্রাফিক অব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে উন্নত ট্রাফিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা ও রাস্তার সংযোগশীলতা বৃদ্ধি এই নগর নবায়ন পদ্ধতির অন্তর্গত। প্রাচীন উন্নত দেশগুলিতে এই পদ্ধতি লক্ষ করা যায়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আবাসনের চাহিদা মেটানোর জন্য নিম্ন আয়ের ঘরগুলিকে ভেঙে সেখানে মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত মানুষের বসবাসের জন্য বহুতল আবাসন নির্মান করা হয়েছে, এবং শহরের বিভিন্ন বানিজ্যিক ভবন ও বাজার ও দোকান গুলো দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে, এবং শহরের বিভিন্ন বানিজ্যিক ভবন গড়ে তোলা হয়েছে, ঐ দেশে এই নগর নবায়ন পদ্ধতিতে দরিদ্র মানুষকে অসুবিধা সম্মুখীন হতে হয়েছে, গ্রেট ব্রিটেনের নগর আবাসন নবায়ন পদ্ধতিতে স্থানীয় পরিকাঠামো উন্নতির জন্য জনগনের জন্য গৃহের ব্যবস্থা করা হয়েছে,

iv. জেন্ট্রিফিকেশন :-

নগর এলাকায় উচ্চ আয় সম্পন্ন মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শহরের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনকে জেন্ট্রিফিকেশন বলে, উন্নত দেশগুলিতে শহরের কেন্দ্রে এলাকায় উচ্চ আয় সম্পন্ন মানুষ এসে বাড়ি জমায়, এর ফলে ওই এলাকার পুরোনো বাড়িগুলিকে সংস্কার করা হয়, ও আবাসিক ভবনের চরিত্র পরিবর্তনের হয়ে থাকে, ভবনের নিচ তলা ও দ্বিতলে ব্যবসায়িক কার্যকর্মের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অংশকে ব্যবহার করা হয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় মহানগরগুলিতে 1940 থেকে 1970 সালের মধ্যে এই ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে, ব্রিটেনের কিছু শহর যেমন ব্রিস্টল এবং লন্ডনে বড় বড় আবাসনের নিচে এবং দ্বিতলে বিভিন্ন বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়, রেস্তোরাঁ, সেলুন, ব্যাংক, দোকান ও বিভিন্ন অফিস গড়ে তোলা হয়েছে, শুধু ব্রিটেন নয়, পঃ ইউরোপের দেশগুলিতে এই চরিত্র স্পষ্ট আছে।

v. মেগালোপলিস সৃষ্টি পদ্ধতি :-

উন্নত দেশে নগরায়নের একটি বিশেষ দিক হলো জনসংখ্যার পরিমান বৃদ্ধির সাথে সাথে পৌরপুঞ্জ ও পৌর মহাপুঞ্জ সৃষ্টি হওয়া, পৌরপুঞ্জ বৃহদাকার ধারন করলে তাকে পৌর মহাপুঞ্জ বলা হয়ে থাকে. এই মহানগর

বসতি বৃহৎ মাত্রার পৌর কেন্দ্র, যার মধ্যে সকল পৌর সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট মহানগরকে কেন্দ্র করে পৌর এলাকার বিস্তৃতি বাড়তে থাকলে তাকে এক কেন্দ্রীয় পৌরপুঞ্জ ও পৌরমহাপুঞ্জ সৃষ্টি পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে, ~~এক~~ লন্ডন, প্যারিস, বুয়েনস আয়ারস, সিডনি এবং শিকাগো মহানগরের উপর ভিত্তি করে যে মেগালোপলিস সৃষ্টি হয়েছে তা Monocentric Megalopolitization পদ্ধতির অনুগত।

বহু কেন্দ্রীয় পৌরপুঞ্জ ও পৌর মহাপুঞ্জ সৃষ্টির পদ্ধতি: পদ্ধতিতে অনেকগুলি লাগোয়া নগর তথা মহানগরের পৌর এলাকা বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃহৎ পৌরপুঞ্জ তথা পৌর মহাপুঞ্জ সৃষ্টি হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পিটসবার্গ বেল্ট, ফ্রান্সের লিলে-রুবাক্স-তুরকোয়িং ট্রাইএঞ্জেল, জার্মানির রুঢ় শিল্পাঞ্চল এবং পোল্যান্ডের আপার সাইলেসিয়া এই ধরনের বহু কেন্দ্রিক পৌরপুঞ্জের উদাহরণ।

উন্নয়নশীল দেশের নগরায়ন:

উন্নয়নশীল দেশের পৌর অঞ্চল সৃষ্টির পদ্ধতি অতি সাম্প্রতিক। 1950 সালের কাছাকাছি সময় থেকে এশিয়া, দঃ আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশগুলি ~~স্বাধী~~ স্বাধীন হতে শুরু করে, এই সময় সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলিতে উন্নয়নের গতি দেখা যায়, 1950 থেকে 1990 সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পৌর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়, যেখানে উন্নত দেশগুলিতে পৌর জনসংখ্যা কমে অর্ধেক হয়ে যায়, বর্তমানে বর্তমান সময়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নগরায়নের মাত্রা সর্বাধিক, পৃথিবীর মোট পৌর জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মানুষ এই সকল মহাদেশের বৃহৎ নগরীতেই বসবাস করে, 1950 সালে উন্নয়নশীল দেশের মোট জনসংখ্যার 17% মানুষ পৌর অঞ্চলে বসবাস করত, যা 1970 সালে ছিল 25.9%; 1990 যা ছিল 33.6%; 2021 যা সালে বেড়ে হয় 51.8%।

বিশেষজ্ঞদের মতে 2025 সালে উন্নয়নশীল দেশের 57% মানুষ শহরে বসবাস করবে, যেমন ল্যাটিন আমেরিকার ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে যথাক্রমে 70% ও 80% মানুষ পৌর অঞ্চলে মানুষ শহরে বসবাস করে, যা আফ্রিকার ক্ষেত্রে 54% এবং এশিয়ার দেশগুলোতে যা 53% পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে উন্নয়নশীল দেশে প্রতিবছর 3.6% হারে পৌর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1950 সালের পরে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, তা জনসংখ্যার বিবর্তন তত্ত্বের দ্বিতীয় পর্যায়কে অনুসরণ করে, এক্ষেত্রে উচ্চ জন্মহার এবং নিম্ন মৃত্যুহার এই শহরগুলিতে জনসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি করেছিল, নগরায়নের মাত্রাও বৃদ্ধি নিম্ন আয়ের দেশগুলিতে অনেকটাই বেশি, এক্ষেত্রে মধ্য আয় এবং উচ্চ আয়ের দেশগুলি অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নগরায়নের ধারা বিশ্লেষণের করলে দেখা যায়, এই সকল দেশগুলিতে পৌর জনসংখ্যার একটি বড় অংশ মহানগরে বসবাস করে। 1960 সালে পৃথিবীতে মোট 114 টি শহরে 10 লক্ষের বেশি জনসংখ্যা যুক্ত; যার মধ্যে 62 টি মহানগর উন্নত দেশে এবং 110 টি মহানগর উন্নয়নশীল দেশে উপস্থিত ছিল। 2000 সালে পৃথিবীতে মোট মহানগরের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 408 টি, বিশেষজ্ঞদের মতে 2025 সালে পৃথিবীর 10 লক্ষের বেশি জনসংখ্যা যুক্ত পৌর বসতি অর্থাৎ মহানগরের সংখ্যা দাঁড়াবে 639 টি, এর মধ্যে 153 টি উন্নত দেশে ও 486 টি উন্নয়নশীল দেশে লক্ষ্য করা যাবে, এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝাই একেবারেই স্পষ্ট যে নগরায়নের মাত্রা উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশে দেশে অনেকটাই বেশি, শুধু তাই নয় 50 লক্ষের বেশি জনসংখ্যা যুক্ত মেগাসিটির সংখ্যাও উন্নয়নশীল দেশে অনেকটাই বেড়ে চলেছে। 1950 সালে উন্নয়নশীল দেশে মেগাসিটির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 30 টি, যার মধ্যে 25 টি মেগাসিটির জনসংখ্যা 50 লক্ষের বেশি। উন্নয়নশীল বিশ্বের 97 টি দেশের উপর চালানো একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায়, এই দেশগুলির মধ্যে 48 টি

দেশে দ্রুত দেশের শহরগুলিকে মোট সংখ্যা বৃদ্ধির হার ৬১%।

উন্নয়নশীল দেশের নগরায়নের নিয়ামক ও পদ্ধতি

i. গ্রাম থেকে শহরে পরিব্রাজন :

উন্নয়নশীল দেশে গ্রাম থেকে শহরের দিকে মানুষের পরিব্রাজন শহরে জনসংখ্যাকে বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি করে। শহুরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য সকল শহরের সুযোগ-সুবিধা শহুরের সুযোগ-সুবিধা ও বিভিন্ন শহরে পরিবেশ উন্নত হওয়ার ও উন্নত করার আগাম দেখা দেয়। এই অবস্থায় দ্রুততার নগরায়ন চলতে থাকে।

ii. বিভিন্ন কর্মসংস্থান :-

ঔপনিবেশিকতার দীর্ঘ সময় ধরে এই মহাদেশের দেশগুলো যেভাবে শোষিত হয়েছিল তাতে গ্রামাঞ্চলের সম্পদ প্রায় নিঃশোষিত হয়ে গিয়েছিল, জমিগুলোর চাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমত অবস্থায় মানুষ কর্মলাভের উদ্দেশ্যে শহুরের দিকে যাত্রা করতে শুরু করে। এই জটিল পরিস্থিতিতে শহরগুলির অভ্যন্তরে এবং বহির্ভাগে জনবসতির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, জনবসতির পরিমাণ বাড়তে থাকার সাথে সাথে মানুষ উন্নত পরিষেবা পাওয়ার চেষ্টা করে। সাধারণ কাজের সাথে সাথে গৌণ কাজ বা সাধারণ কাজ তথা উন্নয়নশীল ওয়ার্ক-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, শহুরের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আগ্রহে মানুষ অর্থের বিনিময়ে সমস্ত কাজ করিয়ে নিতে চায়। এমত অবস্থায় যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় তা শহুরের হার বৃদ্ধি ঘটায়।

iii. শিল্পায়ন :-

উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা উন্নত দেশের তুলনায় অনেক বেশি। উন্নয়নশীল দেশে নগরায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক হলো শিল্পায়ন, শিল্প স্থাপনের সাথে কর্মসংস্থান সম্পর্কিত সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে মানুষ শিল্প এলাকায় ভিড় করে। উন্নয়নশীল দেশে বড় বড় নগর ও মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় বস্তি গড়ে উঠতে দেখা গেছে। এই বস্তি দরিদ্র সীমার নীচে মানুষের বসতি যারা কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে শহরের দিকে চলে এসেছে।

ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, মায়ানমার এই সকল উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বস্তি সমস্যা পৌর অঞ্চলের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে নষ্ট করে।

Metropolitan City / Metropolis / মহানগর

Metropolitan কথাটির বাংলা অর্থ হল মহানগর, গ্রীকরা Metropolitan বলতে মূল বা আদি নগরকে বোঝাতেন। গ্রীক শব্দ Metropolis কথার অর্থ 'মূল নগরী' বা Mother City। সাধারণত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নগরীর ক্ষেত্রে Metropolitan কথাটি ব্যবহার করা হয়।

- ডিকিনসন 'Metropolis' বলতে 'Regional Capital' বা আঞ্চলিক রাজধানীকে বুঝিয়েছেন।
- প্রখ্যাত নগরবিদ Lewis ~~Mum~~ Mumford এর মতানুযায়ী নগর বিকাশের যে ছয়টি পর্যায়ের মধ্যে তৃতীয় পর্যায়ের পৌর বসতিকে Metropolis বা মহানগর বলেছেন।
- হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত কানাডীয় অধ্যাপক N.S.B. Gras 1922 সালে মহানগরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, "একটি নগরকে তখনই মহানগর বলা হবে যখন গোটা সামাজিক অঞ্চলের আর্থিক লেনদেনের কেন্দ্রস্থল হবে, অতএব একটি অঞ্চলের সব উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর ব্যবসা ও বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলই হল মহানগর"।
- Hudson এর মতে মহানগর হল, "The large city, dominating a number of small towns and villages."
- RD McKenzie এর মতে, মহানগর অঞ্চল হল কার্যাবলীভাবে একটি পরিষেবা অঞ্চল। ভৌগোলিক বিচারে যতদূর পর্যন্ত মহানগর তার আকর্ষণ প্রভাব বিস্তার করে, ততদূর পর্যন্ত হল মহানগর অঞ্চল। স্বভাবতই এটি পরিবহনের উপর নির্ভরশীল।
- Emrys Jones এর মতে, মেট্রোপলিটন অঞ্চল হল কোনো মেট্রোপলিটন নগর দ্বারা প্রভাবিত এলাকা। পরিষেবা ও পণ্য সম্ভারের মাধ্যমে এই অঞ্চলটি আশেপাশের এক বিস্তৃত গ্রামীণ এলাকার জনগণের অধিকাংশ অভাব মেটাতে পারে।

মূলত, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আমোদ-প্রমোদ, সেবামূলক নাগরিক সুযোগসুবিধা, উন্নততর যোগাযোগ ও নগরকেন্দ্রিক কার্যাবলী সমন্বিত বৃহত্তর পৌরবসতিকে মহানগর বা Metro City বলে। যাকে নগরের এক বৃহৎ সংস্করণ।

এই মহানগরের ন্যূনতম জনসংখ্যা সাধারণত 10,00,000 এর বেশি, যার জন্য একে Million Plus City বলা হয়। উন্নত পরিবহন ও নগরকেন্দ্রিক কর্মবিস্তার কারণে নগরগুলি মহানগরে পরিণত হয়। এখানে ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, আমোদ প্রমোদ এবং অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধা থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মহানগরের ন্যূনতম জনসংখ্যা 50,000 এবং জনঘনত্ব 1000 জন/বর্গকিমি। ভারতে 10 লক্ষের বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট পৌর বসতিকে মহানগর বা Million City বলে। 2011 সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতে 53 টি মহানগর রয়েছে। ভারতের চারটি মহানগর দিল্লি, কলকাতা, মুম্বাই ও চেন্নাই এর জনসংখ্যা এক কোটিরও বেশি। জাপানের টোকিও জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিশ্বের বৃহত্তম মহানগর অঞ্চল। আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম মহানগর USA এর রাজধানী নিউইয়র্ক সিটি।

মহানগরের বৈশিষ্ট্য :-

মহানগর অঞ্চল এক বিশেষ ক্রিয়ামূলক অঞ্চল। এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যা নিম্নরূপ—

(i) মহানগর সর্বাধুনিক পৌর পরিষেবা সমন্বিত বৃহৎ পৌর অঞ্চল, যত চারিদিকে শিল্পাঞ্চল, শহরতলী ও বাস্তু অঞ্চল অবস্থান করে।

(ii) মহানগর সংশ্লিষ্ট দেশের বা অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যকলাপের কেন্দ্রক অঞ্চল।

(iii) মহানগরে অতি নগরায়নের কারণে স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক জনসংখ্যা বর্তমান এবং জনসংখ্যার ঘনত্বও বেশি থাকে।

(iv) মহানগরগুলি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পরিচিতি লাভ করে। যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস মহানগরী চলচ্চিত্র শিল্প, কলকাতা বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক মহানগরী আবার বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা মসজিদের নগরী হিসাবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে।

(v) পৃথিবীর উন্নত মহানগরগুলি সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে শিল্পের সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান যথাক্রমে আটলান্টিক ও প্রশান্ত সাগর তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে অনেক মহানগরগুলি গড়ে উঠেছে।

(vi) যে কোনো ক্ষুদ্র অঞ্চল অপেক্ষা মহানগরীতে অনেক বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা বেশি থাকে

Berry এবং Horton (1970) এ তাদের লেখা বই "Geographic perspectives on Urban System" এ মহানগরের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরেছেন, যথা —

a. একটি কেন্দ্রীয় অঞ্চল দ্বারা মহানগরকে নিয়ন্ত্রণ করে।
b. মহানগরের জনসংখ্যা অন্যান্য শহরের থেকে অনেকটাই বেশি হয়,
c. মহানগরের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা ও শ্রেণী অনুযায়ী বসবাসের অঞ্চল গড়ে ওঠে।
d. মহানগরের অঞ্চল অন্যান্য শহর অঞ্চলের থেকে আয়তনে অনেক বড় হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি মহানগর কয়েকটি জেলাতেও বিস্তৃত থাকে।
e. মহানগরের মধ্যে CBD বা Central Business District, শিল্প, বসতি, আমোদ প্রমোদের স্থান, অফিস ও আদালত, বিভিন্ন খেলার মাঠ, উদ্যান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়।
f. মহানগরগুলি পরিকল্পনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। পৌর পরিষেবা মহানগরগুলিতে সুলভে পাওয়া যায়,

☐ মহানগর গড়ে ওঠার কারণ :-

মহানগর পৌর বসতির একটি উন্নত রূপ মাত্র। মহানগর গড়ে ওঠার কারণগুলি নিম্নরূপ —

i. প্রশাসনিক গুরুত্ব :-

প্রশাসনিক কাজকর্মের ভিত্তিতে কোনো নগর নগর মহানগরে পরিণতি লাভ করে। ব্রিটিশ আমলে ভারতের রাজধানী কলকাতা প্রশাসনিক কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে 1901 সালে ভারতের প্রথম মহানগর রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে এটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের

রাজধানী রয়েছে ও এর পাশাপাশি কার্যনির্বাহী আদালত ও বর্তমান। ভারতের বর্তমান রাজধানী শহর নিউ দিল্লী এমনই প্রশাসনিক কাজের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মহানগরের উদাহরণ।

ii. জনসংখ্যার আধিক্য :-

প্রাথমিকভাবে পৌর বসতিতে জনসংখ্যার আধিক্য মহানগরের সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে 10 লক্ষের বেশি জনসংখ্যা যুক্ত পৌর বসতিই মহানগর। নগরে কর্মের সংস্থান আকর্ষণ হওয়ার ফলে এই অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মবিন্যাসের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে ক্রমে ছোট নগর মহানগরে পরিণত হয়।

iii. আন্তর্জাতিক চরিত্র :-

শহরের কর্মবিন্যাসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মাধ্যমে কোনো পৌরবসতি মহানগরে পরিণত হয়। মহানগরের বৈশিষ্ট্য খুঁজতে তাদের আন্তর্জাতিক কার্যাবলীর দিকে নজর দিতে হয়, যেমন যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের অক্সফোর্ড শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেছে। পৃথিবীর বেশ কিছু মহানগরে আন্তর্জাতিক স্তরের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যা এই মহানগরগুলিকে আন্তর্জাতিক চরিত্র প্রদান করে, যেমন - ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেইরো, অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা ও সুইডেনের স্টকহোম।

iv. বহুবিধ কর্মবিন্যাস ও জীবিকার সুযোগ :-

মহানগরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রভাব বলয় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পার্শ্ববর্তী শহরগুলির মানুষেরা বিভিন্ন বিষয়ের সেবা পাওয়ার জন্য মহানগরে এসে থাকে। যেমন কলকাতা মহানগর শিল্পাঞ্চল ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প বাণিজ্য কেন্দ্র। হুগলী নদীর উভয় তীরে প্রচুর পাটকল অবস্থিত। এছাড়া বস্ত্র, বৈদ্যুতিন, মোটর গাড়ি, ওষুধ প্রভৃতি শিল্পসহ বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান এখানে বর্তমান।

v. নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য :-

পৌরবসতির মধ্যে ডাকঘর, হাসপাতাল, উন্নত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তিগত শিক্ষার কেন্দ্র, উদ্যান, কবরখানা, শ্মশানঘাট, পরিস্রুত জলের যোগান, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা,

রেলপথ, পাকা সড়কপথ, বিমান বন্দর এবং বিনোদনমূলক স্থান ও উন্নত নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের উপাদানগুলির উপস্থিতি থাকলে তা ঐ অঞ্চলের জনসংখ্যাকে বৃদ্ধি করে, ফলত: ধীরে ধীরে শহর ও নগর মহানগরে পরিণত হয়,

বিশ্বের মহানগর :

২০১৮ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 'The world's Cities in 2018' শীর্ষক প্রতিবেদনে পৃথিবীর পৌরবসতির বিন্যাস আলোচিত হয়েছে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী 2000 সালে পৃথিবীতে 10 লক্ষের বেশি জনসংখ্যার শহর তথা মহানগরের সংখ্যা ছিল 371, যা 2018 সালে বেড়ে 548 এ পৌঁছায় যেখানে মোট 1.7 বিলিয়ন মানুষ বসবাস করে। প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে গাণিতিক মডেল অনুযায়ী অনুমান করা হচ্ছে যে 2030 সালে এই জনসংখ্যা বেড়ে 706 এ দাঁড়াবে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী 2018 সালে পৃথিবীতে 50 লক্ষের বেশি শহরের সংখ্যা 47 টি এবং 1 কোটির বেশি জনসংখ্যা যুক্ত পৌর বসতির সংখ্যা 33 যা 2030 এ বেড়ে 43 হবে মনে করা হচ্ছে।

সারণী: বিশ্বের প্রথম 10 টি মহানগর ও তাদের জনসংখ্যা

মহানগর	জনসংখ্যা,000 (2018)
টোকিও (জাপান)	37468
দিল্লী (ভারত)	28514
সাংহাই (চীন)	25582
সাও-পাওলো (ব্রাজিল)	21650
মেক্সিকো সিটি (মেক্সিকো)	21581
কায়রো (মিশর)	20076
মুম্বাই (ভারত)	19980
বেজিং (চীন)	19618
ঢাকা (বাংলাদেশ)	19578
ওসাকা (জাপান)	19281

(৫) মহানগরের সমস্যা:-

মহানগরে বহু ধরনের সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। মহানগরের সমস্যাগুলিকে দুটি প্রধান শ্রেণীর ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে।

A. মহানগরের স্থিতিশীলতা হ্রাস জনিত সমস্যা:-

মহানগরের স্বভাব ও পরিবেশ যে কোন অপরিকল্পিত কর্মকাণ্ডের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। অথবা যে কার্যকারিতার ভিত্তিতে মহানগরগুলি সৃষ্টি হয়েছিল তার অবনমনের ফলে মহানগরগুলির স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়।

(i) পরিবহন ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রভাব:-

পৃথিবীর বহু প্রাচীন মহানগরগুলিতে নগর নবায়নের প্রকল্পগুলি পুরাতন পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রকল্প গ্রহণ করে। এই প্রকল্পগুলি দীর্ঘকালীন হলে তা দৈনন্দিন পৌর জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ছোট রাস্তা ভেঙে নতুন বড় চওড়া রাস্তা তৈরী হয়, যোগাযোগের পথ সুগম হওয়ার জন্য অন্য শহরের তুলনায় ঐ প্রাচীন শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। তবে মহানগরের পাশে উন্নত পরিকল্পিত শহর তৈরী হলে প্রাচীন শহরের তুলনায় নবীন উন্নত শহরের গুরুত্ব বেড়ে যায়, যেমন - নিউ দিল্লীর গুরুত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাচীন দিল্লীর গুরুত্ব হ্রাস পায়।

(ii) শিল্পকেন্দ্রের গুরুত্ব হ্রাস:-

অনেক পুরোনো মহানগরের শিল্পটির গুরুত্ব কমে গেলে ঐ মহানগরের অর্থনীতি রুগ্ন হয়ে যায়। যেমন ব্রিটেনের ম্যাঞ্চেস্টার শহর বস্ত্রবয়ন শিল্পের আর বিশ্বব্যাপী আধিপত্য নেই, নগরটি অস্তিত্বসংকট প্রকাশ করেছে।

(iii) খনিজ দ্রব্যের উৎপাদনের ঘাটতি:-

যুক্তরাষ্ট্রের পিটসবার্গ শহর এক সময়ে পৃথিবীর লৌহ ইস্পাত শিল্পের রাজধানী ছিল। এর মূল কারণ ছিল অ্যাপালেশিয়ান অঞ্চলের কয়লা। কিন্তু কয়লার উৎপাদন কমে যাওয়ার সাথে সাথে পিটসবার্গের গুরুত্ব কমে যায়।

(iv) পরিবেশের বিশুদ্ধতা হ্রাস :-

মহানগরের দূষিত পরিবেশ এবং অপরিকল্পিত বৃদ্ধির ফলে সবসময়ে তা বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এর ফলে শহরের কেন্দ্রীক এলাকা থেকে বাইরে অঞ্চলে জনবসতির সৃষ্টি হয়।

(v) পরিষেবা ও পরিকাঠামোর অবনমন :-

মহানগরের পরিষেবা তথা পরিকাঠামোর অবনমন নতুন শিল্প স্থাপনের উৎসাহ কমিয়ে দেয়, ফলতঃ শহরের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমতে থাকে ফলে শিল্পপতিরা আর উৎসাহিত হন না। ভারতের আগ্রা ও কানপুরে এই অবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ঙ. মহানগরের বৃদ্ধি জনিত সমস্যা :-

মহানগরের অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির জন্য নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়, সেগুলি নিম্নরূপ :—

(i) পৌর বিস্তারণ :-

দ্রুত বিকাশশীল মহানগরের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল পৌর বিস্তারণ বা নগর সম্প্রসারণ, অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত নগর সম্প্রসারণের ফলে সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। সবুজ পরিবেশ ক্রমশ ধ্বংস হতে থাকে ও শ্রমিকের বাসস্থানের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য আসে এবং পরিবেশের দূষণের মাত্রা বেড়ে যায়। বস্তি গড়ে ওঠায় সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পায়।

(ii) মুখ্যনগরীর উত্থান :-

ভারত, চীন, বাংলাদেশের মতো অনগ্রসর দেশে প্রধান একটি বা দুটি শহর ক্রমাগত আয়তনে বাড়তে থাকে এবং সেগুলির উপর জনসংখ্যার চাপ বেড়ে চলে। এই ধরনের মহানগরকে 'মুখ্য নগরী' বলে। এতে একদিকে যেমন জনবসতির অপরিকল্পিত বৃদ্ধি ঘটে তেমনি অন্য শহর বৈষম্যমূলক অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়, উদাহরণ স্বরূপ ফিলিপিনসের ম্যানিলা, বাংলাদেশের ঢাকা ইত্যাদি শহরের কথা বলা যেতে পারে।

(iii) জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ :-

মহানগরগুলিতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থাকায়

জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বেকারত্বের সমস্যা দেখা যায়। নগরের কাজে সবার কর্মসংস্থান হয় না। যারা শিক্ষিত ও দক্ষ তারাই কাজের সুযোগ পায়। অদক্ষ শ্রমিকেরা কায়িক শ্রমের কাজ ও সাময়িক শ্রমের কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

(iv) নাগরিকের আরামের অভাব:-

নাগরিক পরিষেবার উপর জনসংখ্যার বৃদ্ধি জনিত চাপ থাকায় স্বাভাবিক ভাবে তা ব্যাহত হয়। প্রতিদিন নতুন নতুন অঞ্চল সংযোজিত হওয়ায় সর্বত্র প্রশাসনের পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয় না। পানীয় জল নিকাশী ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা, বিদ্যুৎ সরবরাহের অত্যাবশ্যক পরিকল্পনার ব্যাঘাত হয়, এর ফলে একদিকে যেমন নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য গুণগত মানের হ্রাস ঘটছে তেমনি নগর প্রশাসন তীব্র সংকটে ব্যাহত হচ্ছে।

(v) পরিবহন সমস্যা:-

মহানগরের বৃদ্ধি ও তার অর্থনৈতিক উন্নতি অনেকটাই উন্নত ও দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। কিন্তু অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে প্রয়োজনীয় রাস্তার অভাব, গাড়ির সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, রাস্তার স্বল্প ঘনত্ব প্রভৃতি কারণে মহানগরগুলিতে পরিবহনের তীব্র সমস্যা দেখা যায়। যানজটের সমস্যা, পথ দুর্ঘটনা, যানবাহনের অতিরিক্ত ধীরগতি দৈনন্দিন মানুষের চলাচলের গুরুতর সমস্যা তৈরী করেছে।

(vi) ঘিঞ্জিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর আবাসিক অঞ্চল:-

মহানগরগুলিতে জনসংখ্যার চাপ ও কর্মক্ষেত্রের ব্যাপ্তি যত না বাড়ে জমির দামও সেই অনুপাতে বাড়তে থাকে। এর ফলে অধিকাংশ মানুষেরা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঘেঁষাঘেঁষি করে বাস করতে বাধ্য হয়। এরা নাগরিক পরিষেবা তথা সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। কলকাতা, মুম্বাই প্রভৃতি মহানগরগুলিতে প্রতি ৫ জন সদস্য পিছু একটি মাত্র থাকার ঘর আছে। শহরের আশেপাশে প্রচুর বস্তি অঞ্চল রয়েছে, যেখানে দরিদ্র মানুষেরা নিরুপায় হয়ে বসবাস করে।

(vii) পরিবেশ দূষণ:

মহানগরগুলিতে রাস্তাঘাট, বাসস্থান নির্মাণ, শিল্প

নগরগুলি সুশাসন প্রভৃতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের প্রসার ঘটেছে। যানবাহন সমস্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে বায়ু, জল, মাটি ও শব্দ-অঞ্চলের দূষণের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

(viii) সুশাসন ও প্রশাসনিক সমস্যাঃ-

মহানগরের আয়তন বৃদ্ধি হতে থাকলে প্রশাসনিক জটিলতা দেখা যায়। একাধিক দপ্তরের জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ থাকলেও সমন্বয়ের অভাবে সেগুলি ভালোভাবে কাজ করতে পারে না। এছাড়া, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা যায়।

□ মহানগর অঞ্চল / Metropolitan Regions :-

মহানগর ~~মহানগরের~~ একটি 'কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকা', তার চারপাশে 'শহরতলী' ও একটি বিস্তৃত 'পৌর প্রান্ত' থাকে। কার্যকারিতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মহানগরকে কেন্দ্র করে তার চারিদিকের পরিষেবা প্রদান অঞ্চলের আয়তন বাড়তে থাকে। মহানগর যত বেশি পরিষেবা দিতে থাকে তার চারিদিকের এলাকাও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে, এইভাবে মহানগরকে কেন্দ্র করে মহানগর অঞ্চল সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষে 1992 সালের 74 তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে মহানগরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মহানগর হল 10 লক্ষের অধিক জনসংখ্যা যুক্ত এমন এক পৌর বসতি যেখানে বসবাসের উন্নত পরিষেবা রয়েছে। মহানগরের কার্যকারিতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই পৌর বসতির সাথে এক বা একাধিক জেলা, [illegible] অঞ্চল, দুই বা ততোধিক মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পৌরসভা, নগর পঞ্চায়েত, গ্রাম পঞ্চায়েত, শহরতলী এবং অন্যান্য এলাকা মিলিত হয়ে এক বিস্তৃত অঞ্চল সৃষ্টি হয় যা 'মহানগর এলাকা' বা 'মহানগর অঞ্চল' নামে পরিচিত। Dickinson -এর মতে, "যে স্থান মহানগরের উপর নির্ভরশীল, তাই হল মহানগর এলাকা", সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতামূলক পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে মহানগর অঞ্চলগুলি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঞ্চলে পরিণত হয়। ভারতে 10 লক্ষের বেশি জনসংখ্যাযুক্ত শহরের সংখ্যা 53টি যা মহানগর নামে পরিচিত। 2011 সালের তথ্য অনুযায়ী এদেশে 'মহানগর এলাকা' তথা 'মহানগর অঞ্চল'-এর সংখ্যা 53টি। এই প্রকার মহানগরকে মেট্রোপলিস বলে।

অন্যভাবে বলা যায় মহানগর 'Urban Agglomeration' এর অন্তর্গত এক সম্প্রসারিত কোন বসতি ও যার সাথে তিনের এক বা একাধিক সংযুক্ত কোন বসতি রয়েছে। অতএব একটি মহানগর ও মহানগর অঞ্চল মূলত [illegible]। ভারতবর্ষে জনগণনা কমিশনের মতানুযায়ী ভারতে 10 টি মহানগরের জনসংখ্যা 40 লক্ষের উপর। যেগুলি হল দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, বেঙ্গালুরু, আমেদাবাদ, পুনে, সুরাট ও নাসিক। ভারতবর্ষে 2011 সালের জনগণনা অনুযায়ী প্রধান তিনটি মহানগর হল মুম্বাই (18,394,912), দিল্লি (16,349,831) এবং কলকাতা (14,057,991)। এই তিনটি মহানগর মেগাসিটি নামে পরিচিত.

পৌর ভূগোলের পঠনপাঠনের পন্থাসমূহ (Approaches to the study of urban Geography)

অন্যান্য শাখার মতোই পৌর ভূগোলেও আলোচনার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ —

i City System Approach →

এই পন্থা অনুসারে পৌরবসতিকে একটি একক অঞ্চল রূপে চিহ্নিত করা হয়, এই আলোচনার প্রেক্ষিতে পৌরবসতির স্থান, স্থিতি অবস্থান, উৎপত্তি, বিবর্তন, জনসংখ্যা ভূমির ব্যবহার কার্যকারিতা শহরের ভূমির কার্যিক গঠন এবং পৌর বসতির সাথে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহির্গত সম্পর্ক আলোচনা করা হয়ে থাকে.

ii City Morphological Approach →

এই আলোচনার প্রেক্ষিতে শহরের আভ্যন্তরীণ গঠন আলোচনা করা হয়. এক্ষেত্রে শহরের সামগ্রিক এলাকা ভিত্তিক গঠন ও তাদের মধ্যবর্তী সম্পর্ক আলোচনা করা হয়ে থাকে, এই পন্থার মাধ্যমে সঠিক পৌর পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়.

iii Case study Approach →

এই পন্থার মাধ্যমে শহরের বা পৌর বসতির নিয়ম ভিত্তিক সমীক্ষা করা সম্ভব. এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পৌরবসতি কে বা অনেকগুলি পৌর বসতিকে একটি একক অঞ্চল রূপে চিহ্নিত করা হয়, যা একটি ভাবলোয় ধারণা এই পন্থা পৌর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উপযোগী.

iv Comparative Regional Approach →

তুলনামূলক আঞ্চলিক পন্থার মাধ্যমে পৌর ভূগোলে শহর নগর বা একটি নির্দিষ্ট পৌর বসতিকে

অঞ্চলের সামগ্রিক শহরের কাঠামো গঠন ও কার্যকারিতার বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়. এই পন্থার মাধ্যমে সরলিকৃত পন্থায় উন্নয়নশীল উন্নয়নশীল দেশে পৌর অঞ্চলের উপর বিভিন্ন গবেষণা করা হয়ে থাকে. প্রকল্প সৃষ্টি করে গবেষণা পরিচালনা ও তার ভিত্তিতে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা এই পন্থার পদ্ধতি বিশেষ এই পন্থার হ্যারিস ইত্যাদি সমাজ বিজ্ঞানীগণ পৌরবসতি সম্বন্ধে গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন.

v Evolutional or Genetic Approach →

শহরের উৎপত্তি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই পন্থাটি প্রযোজ্য. এটি ঐতিহাসিক পন্থা নামেও পরিচিত। এক্ষেত্রে শহরের বৃদ্ধি তথা উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়ে থাকে, বিখ্যাত ভূগোলবিদ গ্রিফিথ টেলার পৌরবসতির ব্যাখ্যা সাপেক্ষে তার বিখ্যাত বই 'Urban Geography' তে এই পন্থার কথা উল্লেখ করেছেন. এই পন্থার মাধ্যমে শুধুমাত্র ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই যে শহরের বৃদ্ধি আলোচনা করা যায় তেমনটা নয়. এটি শহরের পরবর্তন ও বর্তমান কাঠামো গঠন সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারে তেমনি শহরের কার্যকারিতার ধরন ও ভবিষ্যত সময়ে শহরের কার্যকারিতা কি ধরনের হতে পারে সে সম্বন্ধে সঠিক আলোকপাত করা থাকে.

vi Functional Approach →

পৌরবসতির বিভিন্ন কার্যকারিতার সাথে যুক্ত থাকে. প্রতিটি শহরের অর্থনৈতিক কার্যাবলী আলাদা. কার্যকরী পন্থার মাধ্যমে পৌর বসতির অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচিত হয়; প্রতিটি শহরের কেন্দ্র, পরিষেবা কেন্দ্র ও আঞ্চলিক রাজধানীর রূপে তার কাজকর্ম পরিচালনা করে. শহরের সাথে বিভিন্ন কার্যাবলী ছাড়াও গৌণ কার্যাবলী-যুক্ত থাকে, শহরের এই মুখ্য ও গৌণ কার্যাবলীর সুক্ষানুপুঙ্খ বিবরণ এই পন্থার মাধ্যমে পৌর গবেষকদের দ্বারাই সম্ভব হয়,

দেশ ও পৃথিবী জুড়ে শহরের কার্যাবলী-র কার্যকারিতা এই পন্থার মাধ্যমে আলোচিত হয়।

vii Qualitative Approach →

এটি অভিজ্ঞতা লব্ধ ও আবরোহী পন্থা নামে পরিচিত। এই পন্থার মাধ্যমে পৌর এলাকার বা শহরের উন্নয়নের গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্প ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণ পৌর ভূগোলের সম্পর্কিত গবেষণামূলক কাজে ব্যবহার করা হয়। এই পন্থার মাধ্যমেই পৌর ভূগোলে পরিচিত ভূগোলবিদগণ তাদের পৃথিবীতে গবেষণা করে চলেছে। যার দ্বারা পৌর ভূগোলের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

viii Quantitative Approach →

এই পন্থাটি পৌর ভূগোলের গবেষণার ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার অবরোহী পন্থা নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার আগে কাল্পনিক প্রকল্প সৃষ্টি করে গবেষণা করা হয় ও গবেষণার শেষে প্রকল্প যাচাই এর দ্বারাই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এইপরিমাণবাচক পদ্ধতিতে বিভিন্ন সংখ্যাতাত্ত্বিক ও গাণিতিক পদ্ধতির সরাসরি প্রয়োগ রয়েছে। যার মাধ্যমে পৌর ভূগোলের গবেষণায় এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে যাচাই করা হয় বলে এই পদ্ধতি অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য যেটি আবরোহী পদ্ধতির ঠিক বিপরীত।

ix Welfare Approach →

এই পন্থা পৌর ভূগোলের পঠনপাঠন ক্ষেত্রে অতি সাম্প্রতিক সংযুক্ত হয়েছে। 1970 সাল নাগাদ এই কল্যাণমুখী পন্থা পৌর ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত হয়। কল্যাণমুখী পন্থার অনুসারে উন্নতি মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় ও পৌর এলাকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানুষের

উন্নতিকে এবং সামাজিক ন্যায়বিচারকে প্রতিষ্ঠাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই উন্নয়নকে সামগ্রিক পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় পৌর পরিষেবার ব্যবস্থার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পন্থার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো পৌর এলাকার সমস্যা নির্ধারণের করে সঠিক পথ নির্দিষ্ট করা যাতে শহরের মানুষের জীবনযাত্রার অনেকাংশকে ও সুগম হয়, পৌর ভূগোলে কল্যাণমূলক এই পন্থা মূলত ভূগোলে এক মতবাদেরই ঘটেছে।

X Behavioural Approach →

এই আচরণবাদী পন্থা 1970 সালে নাগাদ পৌর ভূগোলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আচরণবাদী পন্থার অনুসারে শহর বা পৌর বসতির আর্থসামাজিক অবস্থার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। এই ব্যাখ্যায় প্রধানত মানুষের অভ্যাস, জীবনযাত্রার মান ও মানুষের বিষয়টিকে এবং বিভিন্ন আচরণগত বৈশিষ্ট্য বর্ণিতে তুলে ধরা হয়। এই পদ্ধতিতে মানুষের আচরণমূলক ও বা মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষার সাহায্যে শহর এলাকার সামাজিক সমস্যার নির্ধারণ ও তার নিরসনের সঠিক পথ নির্দিষ্ট করা হয়

পৌর ভূগোলের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি →
(Recent trend of urban geography)

পৌর ভূগোলের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই পৌর ভূগোলের উন্নয়নের দিকগুলি স্পষ্ট হয়। পৌর ভূগোলের সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে সময় অনুসারে দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা যায়, প্রথমটি হল প্রারম্ভিক কাল (1890-1970) দ্বিতীয়টি হল আধুনিক সময় (1970 সালের পরবর্তী) সময় পৌর ভূগোলের আলোচনায় জার্মান, ফ্রান্স, ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ভৌগোলিকদের অবদান অপরিসীম।

জার্মানীতে পৌর ভূগোলের বিবর্তন →

জার্মানীতে পৌর ভূগোলের পর্যালোচনা শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রখ্যাত জার্মান ভৌগোলিক Friedrich Ratzel এর হাত ধরে, 1891 সালে Friedrich Ratzel এর লেখা বিখ্যাত বই ~~Antro~~ Anthropogeographie প্রকাশিত হয়, যা পৃথিবীর বিভিন্ন শহরের ভৌগোলিক ব্যাখ্যা দিয়েছিল 1896 সালে F.V Richtofen প্রথম শহরের সঠিক সংজ্ঞা প্রদান ও শহরের কার্যাবলী শ্রেণীবিভাগ ~~সাথে শহরের সাংস্কৃতিক~~ করেছিলেন, 1895 থেকে 1902 সালের মধ্যে Alfred Hetner শহরের কার্যাবলী শ্রেণীবিভাগের সাথে শহরের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যার বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, Schluten 1899 সালে পৌর বসতির কাঠামো গঠন সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেছিলেন, 1911 সালে Friedrich Ratzel এর শিষ্য Ellen Churchill Sample তার লেখা বই Influence of Geographic Environment প্রকাশ করেন সেই বইতে তিনি বিভিন্ন পৌর বসতির শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন এবং শহরগুলিকে উপকূলীয় শহর নদী তীরবর্তী শহর বন্দর শহর প্রভৃতি শহর রূপে বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করেছিলেন।

বিখ্যাত ভৌগোলিক Kurt Hasart 1907 সালে পৌর ভূগোলের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং জার্মানির ওয়াইডেনের মধ্যদেশের প্রতিটি দেশের বিভিন্ন পৌরবসতিতে কার্যাবলী নিয়ে থেকে পর্যালোচনার ধারা শুরু প্রদান করেন, এরপর 1933 সালে প্রখ্যাত জার্মান ভৌগোলিক W. Christaller তার বিখ্যাত কেন্দ্রীয় স্থান তত্ত্ব প্রকাশ করেন যা সাম্প্রতিক সময়ের সব থেকে উৎকৃষ্ট ও প্রয়োগিক পৌর পরিষেবার ভিত্তিতে বসতির বিবর্তনের তত্ত্ব,

☑ ফ্রান্সে পৌর ভূগোলের বিবর্তন →

ফ্রান্সে পৌর ভূগোলের সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার শুরু হয় 1911 সালে Raul Blanchard এর লেখা বিখ্যাত বই Grenoble City-র উপর ভিত্তি করে. এই বই বইতে তিনি ফ্রান্সের দুটি শহরের উপর পৌর সমীক্ষা করেছিলেন, এছাড়া ha vie urbaine নামক পত্রিকায় তার লেখা 'une methode de ~~geog~~ Geographie urbaine' শীর্ষক একটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়, যা পৌর ভূগোলের মূল আলোচনার বিষয়কে বোধগম্য করেছিল. এছাড়া Jean Brunes এর লেখা Geographic Humaine (1910) vidal de la blache এর লেখা Principles de geographic Humaine (1922) বই দুটি মানবীয় ভূগোলের শাখা রূপে পৌর ভূগোলের আলোচনা নিজেকে উন্মোচিত করেছিল, 1919 সাল থেকে প্যারিসে ha vie urbaine 'নামক গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে যা ফ্রান্সে পৌরভূগোলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে, অধ্যাপক G. Chabot 1967 সালে প্রখ্যাত ভূগোলবিদ J. Beau Jue Garnier এর সাথে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ফরাসী ভাষায় পৌর ভূগোলের উপর পুস্তক রচনা করেন,

যার ইংরেজী অনুবাদ সমগ্র পৃথিবী জুড়ে সমাদৃত হয়. প্রখ্যাত ফরাসী ভৌগোলিক Jean Gottmann প্রথম Megalopolis এর ধারনার বিবরণ দেন যা আধুনিক পৌর বসতির সর্বোচ্চ অবস্থানকে নির্দেশ করে,

◻ ব্রিটেনে পৌর ভূগোলের বিবর্তন →

ব্রিটেনে পৌরবসতির পত্তন ঘটে 1911 সালে Patrick Geddes এর হাত ধরে. তিনি পৌর পরিকল্পনা সম্বন্ধিত শহরের তত্ত্ব প্রকাশ করেন. তার লেখা বিখ্যাত বই 'Cities in evolution' 1915 সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়. এই পুস্তকে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও বিভিন্ন দেশের পৌরস্থলের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া হয়েছিল. Geddes এর পর C.B Fawcett (1922-1932) এবং T.W Freeman (1959-1962) ব্রিটেনে Conurbation বিষয়ক গবেষণা চালান. Geddes এর শিষ্য Patrick Abercrombie বৃহত্তর লন্ডনের পৌর পরিকল্পনার উপর Town and Country Planning শীর্ষক পুস্তক প্রকাশ করেন, 1947 সালে Griffith Taylor পৌর ভূগোলের বিখ্যাত বই 'Urban Geography' প্রকাশ করেন যা ব্রিটেনে পৌর ভূগোল চর্চার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে.

◻ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পৌর ভূগোলের বিবর্তন →

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পৌর ভূগোলের পৌর ভূগোল জনপ্রিয়তা লাভ করে Mark Jefferson এর হাত ধরে, 1939 সালে তিনি Law of Primate City প্রকাশ করেন. এরপর থেকেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পৌর ভূগোল চর্চা নতুন উদ্যম পায়. Jefferson এর আগে 'M. Hurd' 'Principles of Land values প্রকাশ করেছিলেন. 1939 সালেই Homer Hoyt এর 'Sector theory' প্রকাশিত হয়. যা পৌর বস্তির কাঠামো গঠন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব. M. Aurousseau হলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক পৌর ভৌগোলিক তার হাত ধরেই কার্যকারিতার

ভিত্তিতে শহরের শ্রেণীবিভাগ এবং প্রামাণিক ও অপ্রামাণিক কার্যাবলী এর ধারণা পৌরভূগোলে অন্তর্ভুক্ত হয়।

☑ ভারতে পৌর ভূগোলের বিবর্তন →

S.P Chatterjee (1963 and 1968) G.S. Gosal (1972) O.P. Singh (1979) Gopal Krishnan (1979) Rhods Murphy (1957, 1966) A. Lal (1961) N.S Ginsburg (1965) L.R Singh (1980) (1996) B.N Sinha (1968) TN Achyuta Rao (1968) Ashish Bose (1976) R.L Singh (1955) A.K Mitra প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের গবেষণার উপর ভিত্তি করে এদেশে পৌর ভূগোল এগিয়ে চলেছে।

উপসংহার → এই অধ্যায়ে পৌর বসতির সংক্ষিপ্ত ধারণা পৌর ভূগোলের সংজ্ঞা পরিধি বিষয়বস্তু আলোচনার সঙ্গে ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌর ভূগোলের বিবর্তনের ধারা সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে পৌর ভূগোলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়গুলি আলোচনা করা হবে।

• পৌর বসতি উদ্ভবের জৈবনীয় তত্ত্ব (Hydraulic Theory of Urban Origin) :

পৌরবসতির গঠন সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে Hydraulic Theory অন্যতম, ১৯৫৩ সালে UNESCO এর অধিবেশনে Leonardo Wolley "The Urbanistation of Society" শীর্ষক আলোচনা করে মানব সভ্যতার বিকাশ ও বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে "Hydraulic Theory" এর "The concept of a surplus" বিষয়টি আলোচনা করেন ও সেই সময় থেকে তত্ত্বটি গুরুত্ব লাভ করে, ১৯৫৭ সালে Wittfogel নামক একটি সমাজবিজ্ঞানী এই তত্ত্বের কথা সর্বপ্রথম আলোচনা করেছিলেন, Sir Leonardo Woolley এর মতানুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার অর্থনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় প্রাকৃতিক পরিবেশের সহযোগিতা তথা (বিশেষত মাটি, জলবায়ু) এই উপাদান ব্যবস্থার উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে, যার দ্বারা সভ্যতার বিকাশ ঘটে, পৌর বসতির সৃষ্টির ক্ষেত্রে "পরিবেশগত বিষয় (Environmental think) সম্বলিত তত্ত্বই হল Hydraulic Theory, এখানে জলকেন্দ্রিক কৃষিভিত্তিক গ্রামীন সমাজ থেকে পৌর বসতির উত্থানই হল আলোচনার মূল বিষয়,

• মূল তত্ত্ব (Main Theory) :

এই তত্ত্বানুযায়ী প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুকূলে যে কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠে, তাকে "Hydraulic Society" বলা হয়ে থাকে, এই সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ নিবিড় কৃষিকার্যের সাথে যুক্ত থাকে। নিবিড় কৃষিকাজ ব্যবস্থায় শ্রম বিভাজনের দ্বারা কর্ম নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়, এবং মানুষের মধ্যে সহযোগিতার উৎপাদনমুখী কর্ম প্রতিভা লাভ করে, প্রতিভাধার উৎপাদনমুখী কর্মে আকর্ষিত হয়ে ঐ অঞ্চলে তথা অঞ্চলের চারিদিকে ভিড় করতে পারে, এই ভাবে কৃষি ভিত্তিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে জনবসতির পরিমান বৃদ্ধি পৌর এলাকা সৃষ্টির একটি বিশেষ শর্ত রূপে আত্মপ্রকাশ করে, ১৯৬১ সালে সমাজ বিজ্ঞানী Dunan তার "Pre-conditions of urban growth" শীর্ষক আলোচনায় এই বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন।

• তত্ত্বের বিশ্লেষণ (Analysis of Theory) :

মূল তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয়টি স্পষ্ট হল, কৃষি উৎপাদনভিত্তিক কাজ কর্মের দ্বারা মানুষ একটি স্থানে অবস্থিত হয়। কৃষি উৎপাদনের উৎকর্ষতার জন্য শ্রম বিভাজন বিশেষ প্রয়োজনীয়। শ্রম বিভাজনের দ্বারা কর্মের ধরনানুযায়ী শ্রমিক শ্রেণি ক্রমাগত বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং প্রয়োজনানুসারে সামাজিক স্তর বিন্যাস স্পষ্ট হতে শুরু করে। সব থেকে অধিক ক্ষমতাশালী আধিকারিক এবং আমলাগণ ঐ কৃষি ভিত্তিক সমাজের সামাজিক স্তর বিন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। সমস্ত ক্ষমতা এই ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কুক্ষিগত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টি হয়। এই প্রশাসনিক কাঠামোর দ্বারাই উন্নত বসতি এলাকা তথা পৌর এলাকা /শহরের /নগরের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় (feudalism) সমস্ত প্রভুদের তথা উচ্চবিত্তদের বসত এলাকাই প্রাচীন নগর রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, যা এই তত্ত্বের দ্বারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমস্ত প্রভুদের ক্ষমতা বলে ঐ শহরের চারিদিকে জমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করে। শ্রম বিভাজনের উপর নির্ভর করে মানুষের সামাজিক অবস্থান তথা সামাজিক পদমর্যাদা নির্দিষ্ট হয়। পদমর্যাদা অনুযায়ী বিভিন্ন জাতি এলাকা গড়ে ওঠে। এই তত্ত্বে 'Surplus' বা 'উদ্বৃত্ত' বিষয়টি "Hydraulic Society" বা পাতিশীল সমাজকে বোঝাতে ব্যবহার হয়েছিল। উদ্বৃত্ত উৎপাদনের দ্বারাই সমাজের আর্থিক উন্নতি হয়েছে যা ক্রমান্বয়ে প্রাচীন সমাজ থেকে পৌর সামাজিক ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শিল্প বিপ্লবের পূর্ববর্তী এই মধ্যযুগীয় পৌর ক্ষেত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উদ্বৃত্ত উৎপাদনের জন্য জলের প্রাপ্যতা থাকা প্রয়োজন। জলের প্রাপ্যতা প্রয়োজনানুযায়ী প্রকৃতির ক্ষেত্রে জলসেচ ব্যবস্থাই একমাত্র পথ। প্রথম পর্যায়ে জলসেচ ব্যবস্থা সামন্ত প্রভুদের দ্বারা করা হলেও পরবর্তী সময়ে মানুষ তার নিজের চাহিদার বিস্তৃত জলসেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। তবে অর্থের কেন্দ্রীভবন উচ্চবিত্তদের কাছে থাকায় উন্নত জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে যে বৃহৎ প্রকল্পের প্রয়োজন তা মূলত ঐ উচ্চবিত্তদের দ্বারাই সম্পন্ন করা সম্ভব। এই অবস্থা সামন্ত প্রভুগণ প্রযুক্তি সঠিক প্রকল্প গ্রহনের মাধ্যমে জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায়। জলসেচ ব্যবস্থায় উন্নতির মাধ্যমেই পরবর্তী পৌরবসতির বৃদ্ধি পদ্ধতি পরিচালনা হতে থাকে। Wittfogel (১৯৫৭)-এর মতে বৃহৎ পৌর জনবসতি গড়ে উঠতে গেলে যে কৃষিবিপ্লব প্রয়োজনীয়তা

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দ্বারা বৃহৎ ক্ষেত্রের জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সঠিক জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হলে কৃষি পদ্ধতির উন্নতি ও বিজ্ঞানায়ন লক্ষ্য করা যায়, যা ঐ জনবসতি অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়।

প্রাচীনযুগে জলসেচ ব্যবস্থার একটি বৃহৎ সামাজিক অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল। জলসেচ উন্নতি হলে উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত হয় এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয় যার উপর ভিত্তি করেই প্রাচীন শহর তথা নগরগুলি সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা নীলনদের তীরবর্তী অঞ্চলে ঐ জলসেচ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয় মেসোপটেমিয়া সভ্যতা জলসেচ নির্ভর ছিল। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী কেন্দ্রিক এই মেসোপটেমিয়া সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতার সম-সাময়িক ছিল। এই দুটি সভ্যতা পরবর্তী সময়ে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় পরিবর্তিত হয়েছিল, যা 'Hydraulic Theory' অথবা 'জলকেন্দ্রিক তত্ত্বের' বিষয়টি সর্বসমক্ষে তুলে ধরে।

• <u>উপসংহার</u> :

জলকেন্দ্রিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা পৌর বসতি যে তত্ত্ব আলোচিত হয়, তা বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারা বিভিন্ন ভাবে সমালোচিত। ১৯৬৬ সালে সমাজবিজ্ঞানী Addams মেসোপটেমিয়া সভ্যতার উত্থানের ক্ষেত্রে দক্ষিণাঞ্চলে খাল ব্যবস্থার গুরুত্বকে নাকোচ করেন। তার মতে, মেসোপটেমিয়া সভ্যতা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে খালভিত্তিক জলসেচ, উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও পৌর অঞ্চলে সামাজিক কার্যকারিতা দায়ী। ১৯৬৪ সালে সমাজবিজ্ঞানী Sanders ও Prince -এর মতে, মায়া সভ্যতার সমসাময়িক মেক্সিকো সভ্যতার মধ্যে তুলনা করলে জলসেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা সম্ভব। তাদের মতে, মায়া সভ্যতার কৃষি উৎপাদনের পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে জঙ্গল কাটিয়ে কৃষিকাজের সাথে যুক্ত ছিল। অপরপক্ষে জলসেচ ব্যবস্থা নির্ভর মেক্সিকোর সভ্যতা শুধুমাত্র জলসম্পদের ব্যবস্থা জানার উপর নির্ভর করেই টিকে গিয়েছিল এবং মায়া সভ্যতার বিলুপ্তি হয়েছিল। ১৯৭২ সালে মিলার মেক্সিকোর অঞ্চলে খননকার্য চলাকালীন ৫০,০০০ – ১,২৫,০০০ বসবাসসম্পন্ন নগর আবিষ্কার করেছিলেন, যার নগর প্রণালী বিশ্লেষণ করলে জল ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নগর ব্যবস্থার হদিশ পাওয়া যায়।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে পৌর বসতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে জলের উৎস ও জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

পৌর বসতি বিকাশের অর্থনৈতিক তত্ত্ব (Economic Theory of urban development) :

পৌরবসতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানীগন, প্রত্নতত্ত্ববিদগন, বিভিন্ন ধারনা তথা তত্ত্বের কথা বলে থাকেন, এই সকল তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী Harold Carter (1981) তার লেখা "Urban Origin : Review" শীর্ষক প্রবন্ধে পৌর বসতি সৃষ্টির চারটি তত্ত্বের বিবর্তন দিয়েছেন। এগুলি হল – পরিবেশ ভিত্তিক পৌরায়নের জন্য সম্পর্কিত তত্ত্ব (Hydraulic Theory), বাজারের বৃদ্ধি ও পৌরায়ন সম্পর্কিত অর্থনৈতিক তত্ত্ব (Economic Theory), প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত পৌর এলাকা বৃদ্ধির প্রতিরক্ষা তত্ত্ব (Military Theory), এবং পৌর এলাকা বৃদ্ধির ধর্মীয় তত্ত্ব (Religion Theory)।

বাজার এলাকা সৃষ্টির সাথে পৌর এলাকা সৃষ্টির অর্থনৈতিক তত্ত্বটি "Economic Theory : The city at market place" বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই তত্ত্বানুসারী বাজার অর্থনীতির কার্যকলাপের দ্বারাই কোনো জনবসতি এলাকা শহরে আত্মপ্রকাশ করে। তত্ত্বানুসারে কোনো আবাসিক এলাকার মধ্যে 'বনিক শ্রেনী' অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রন করে, বনিক সম্প্রদায় মূলত বানিজ্যের উদ্দেশ্যে বহু দূরে পাড়ি জমায় এবং ঐ বসতি এলাকায় তথা ঐ শহরে বাজার ভিত্তিক কার্যাবলী বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাজার এলাকার অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় বানিজ্য ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটায়।

অর্থনৈতিক উন্নতি তথা কাজকর্মের বৃদ্ধি বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে ঐ অঞ্চলের দিকে আকৃষ্ট করে। এই ভাবে শহরে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে শহরের জনসংখ্যা ও আয়তন বেড়ে যেতে থাকে। অতএব পৌর বসতি সৃষ্টি অর্থনৈতিক তত্ত্বটি ব্যবসা বানিজ্যের বৃদ্ধির দ্বারা পৌর এলাকা সৃষ্টির বিষয় আলোচনা করে।

প্রাচীন মিশরীয়দের হাম্মাদোয়াম্মিয়িয়ার লিপি পঠনপাঠনের মাধ্যমে মিশরীয় সভ্যতার প্রাথমিক নগর সৃষ্টির বিষয়টি স্পষ্ট হয়, এই প্রসঙ্গেতে শহর সৃষ্টির ক্ষেত্রে মিশরীয়রা বাজার এলাকাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য বাজার কেন্দ্রিক শহরের চতুপার্শ্বে প্রতিরক্ষার দেওয়াল নির্মান করত। রোমান সাম্রাজ্যের পরবর্তী ইউরোপীয় শহরগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশ্লেষন করলে শহরের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিষয়গুলি পরিস্ফুট হয়। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী

Henri Pirenne (১৯২৫, ১৯৩৩) পৌর অঞ্চলের উৎপত্তি সম্বন্ধিত গবেষণার দ্বারা মধ্যযুগীয় শহর সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক কাজকর্মের বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। পশ্চিম ইউরোপের শহরগুলির সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি এই বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, ১৯০৮ সালে হাম্মুরাবি আইন আবিষ্কৃত হওয়ার পর পৌর সভ্যতার বানিজ্যিক আইন সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। এর পরবর্তী সময়ে সুপ্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতার জনগনের ব্যবসায়িক, সাংস্কৃতিক শহর সৃষ্টির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয়কে সুস্পষ্ট করে।

১৯৬৬ সালে সমাজতত্ত্ববিদ John Jacob আধুনিক শহর সৃষ্টির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মধারায় গুরুত্ব দিয়েছেন। তার মতে, 'Cities First rural development later" আদের ধারেই শহরের সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রাচীন এবং বর্তমান সময়ে কর্মধারায় পদ্ধতি জনবসতির চরিত্রকে প্রভাব করে। শহরাঞ্চলে মূলত ব্যবসা বানিজ্য এবং শিল্পকর্মের সাথে যুক্ত থাকে। তার মতে গ্রামীন কার্যাবলী খাদ্য শস্য উৎপাদন করে যা, শহরাঞ্চলের মানুষদের ক্রমবর্ধমান খাদ্যের যোগান দেয়। অর্থনৈতিক কাজকর্মের ভিত্তিতে শহর সৃষ্টির বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য Jacob একটি একটি কাল্পনিক শহরের বিবরন দিয়েছেন, যা New Obsidian নামে পরিচিত ছিল। এই শহর খ্রিস্টের জন্মের পূর্ববর্তী প্রায় ৭০০০ বছর পূর্বে, সেই শহর থেকে দূরবর্তী শিকারজীবি সম্প্রদায়কে তাদের শিকারের জন্য বিভিন্ন সাজ সরঞ্জাম রপ্তানি করা হত, এই প্রেরক শহরটি শিকারজীবি সম্প্রদায়কে শিকারজাত রপ্তানির দ্বারা ধীরে ধীরে উন্নতি হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে তারা অপচনশীল খাদ্য শস্য রপ্তানি করতে থাকে। ঐ শহরাঞ্চলে মানুষের খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য অন্যান্য গ্রামীন এলাকা থেকে বা অজানা বিশ্ব থেকে বিভিন্ন খাদ্য শস্যের আমদানি করত। এই ধরনের ব্যবসায়িক কাজকর্মের দ্বারাই প্রাচীন শহরের উৎপত্তির কথা বলা হয়ে থাকে।

শহর সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাজারের গুরুত্ব এবং বানিজ্যিক কর্মের দ্বারা অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন পৌরাঞ্চলের আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। আমলাতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় দ্রব্যের দাম নির্ধারন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। Jacob-এর মতানুসারে প্রায় প্রাচীন শহরের বাজার ব্যবস্থার

কার্যকারিতার মিল রয়েছে। অতএব প্রাচীন পৃথিবীতে শহরের অর্থনৈতিক কার্যাবলী শহরের প্রাচীন অভিপ্রায়কে বৃদ্ধি করে এবং শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে।

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বাজার কীভাবে শহর সৃষ্টি করতে পারে, সেই বিষয়টি অনেকখানি বেশি প্রকট। বাজার এলাকায় মানুষের আসার প্রবণতা শহরের জন্ম বৃদ্ধি ঘটায়। ভারতবর্ষের কলকাতা এবং শহরের প্রাগৈতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে সেটির এলাকার সৃষ্টি অর্থনৈতিক গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়। সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় বন্দর গড়ে উঠলে পরে এই ধরনের শহর সৃষ্টি হয়। বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বৈচিত্র্যময়তা, বিশ্বায়ন অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে শহর সৃষ্টির বিষয়টি স্পষ্ট করে।

- **সমালোচনা :**

বহু সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কোনো জনবসতিকে শহরে পরিণত করতে পারে না, এই বিষয়টি আলোচনায় তাদের মন্তব্য হল, পৃথিবীর বহু গ্রামে উৎপাদনমূলক কাজকর্মের উপর ভিত্তি করে বহু মেলা এবং প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ ছুটে আসে। তবে ওই পর্যটন মানুষ কোনো ভাবেই স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে না, এইভাবে গ্রামীণ এলাকা পৌর কার্যাবলীতে অন্তর্ভুক্ত হয় না। বাজারভিত্তিক গ্রাম গুলিতে বৃহৎ জনবসতির এলাকা তৈরী হলে প্রশাসনিক ক্ষমতা ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার অভাব হয় না। বাজারভিত্তিক গ্রামগুলিতে বৃহৎ জনবসতির এলাকা তৈরী হলে প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার অভাব পৌরায়নের পদ্ধতিকে পরিচালিত করে না, তবে বিষয়টি স্পষ্ট যে পৌর এলাকা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বাজার কেন্দ্র বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

অর্থনৈতিক তত্ত্বের এক বিশেষ প্রকার Bid-rent তত্ত্ব বা জমির অবস্থান খাজনা তত্ত্ব, যেটি নাকি নব্য-ধ্রুপদী তত্ত্ব। কারন জমির খাজনা অর্থনীতির এক বিশেষ আলোচ্য বিষয়। তাই জমির অবস্থান জনিত খাজনা তত্ত্বটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

শহরতলী (Sub urban area)

Merriam-webster অভিধানে 'Suburb' কথাটিকে বিভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত করেন, তবে বলেছে, 'Suburb' হল an outlying Part of a city or town or । a smaller Community adjacent to or within Commuting distance of a city'. বহুবচনে একে Suburbs বলা হয়। Suburbs: the residential area on the outskirts of a city or large town'. অতএব শহরতলী হল নগরের বাইরের অংশের গড়ে ওঠা এমন এক বসতি এলাকা যেখান থেকে মানুষ প্রতিদিন কর্ম সূত্রে নগরে যাতায়াত করে। এবং এটি নগর এলাকার বহির্ভাগে মূল নগরের আদলে গড়ে ওঠে। এই আবাসিক এলাকাকে পৌর উপকণ্ঠ বা শহরতলী বলা হয়। এই আবাসিক এলাকায় বিবিধ জমির ব্যবহারের মিশ্র লক্ষ্য করা যায়। এই শহরতলীর সামাজিক প্রেক্ষাপটে সামগ্রিক প্রকৃতির, শহরতলী এলাকার সৃষ্টি পরিবহনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গ্রামগুলি থেকে শহুরে জীবনের দিকে আকৃষ্ট হলে বহু মানুষ নগরের চারপাশে বসতি স্থাপন। এই সকল মানুষের ঘরের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে ও এমনই একটি আবাসিক এলাকা গড়ে ওঠে। এই পৌর উপকণ্ঠে জমির দাম শহর এলাকার থেকে অনেকটাই কম, তার ফলে এখানে আবাসিক এলাকা গড়ে ওঠা খুবই সহজ। 1945 খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নগর ও মহানগরগুলির চারপাশে এই পৌর উপকণ্ঠ সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। পৌর উপকণ্ঠে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পৌর উপকণ্ঠ এলাকায় কোন নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বৃহৎ আবাসন গড়ে উঠতে দেখা যায়, শহরের জনসংখ্যার চাপ এই পৌর উপকণ্ঠ সৃষ্টির সাথে সাথে কমতে থাকে। নগর কর্তৃক উন্নত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারা এই পৌর উপকণ্ঠগুলিকে যুক্ত করে ফলে পৌর উপকণ্ঠে মানুষের

বসবাসের প্রবণতা বাড়ে, এই অঞ্চলের জনঘনত্ব প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে. এই পদ্ধতিকে পৌর উপকণ্ঠ মানুষের বসবাসের প্রবণতা বাড়ে. এই অঞ্চলের জনঘনত্ব প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে এই পদ্ধতিকে পৌর উপকণ্ঠ সৃষ্টির পদ্ধতি বা Suburbanisation বলা হয়ে থাকে. পৌর উপকণ্ঠে রাস্তার ধারে পৌরবসতি গড়ে উঠতে দেখা যায় যাকে Ribbon settlement বলা হয়ে থাকে. এই সকল জনবসতিতে সুযোগ্যতার অভাব এই জনবসতির এলাকা বৃদ্ধি করে এই বিরলের উন্নয়নকে in fill development বলা হয়ে থাকে. গ্রেট ব্রিটেনে পৌর উপকণ্ঠ ~~[illegible]~~ ~~ভাবে জমির~~ সৃষ্টির পদ্ধতি ওই দেশের জমির ব্যবহার ~~[illegible]~~ নিয়ন্ত্রণের আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে. পৌর উপকণ্ঠ এলাকায় যথেচ্ছভাবে জমির ব্যবহার হতে থাকে ফলে পরিবেশের ক্ষতি হয়. এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য গ্রেট ব্রিটেন সরকার তাদের দেশের নগরের তথা মহানগরের চারপাশের পৌর উপকণ্ঠের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, এক্ষেত্রে পৌর বিক্ষেপণের পদ্ধতি এভাবেই নিয়ন্ত্রিত. উন্নত দেশগুলিতে পৌর বিক্ষেপণের ফলে যে পৌর উপকণ্ঠ সৃষ্টি হয় সেখানে কিছু বাসাবাড়ি এবং শহরের চাহিদা অনুসারে নির্দিষ্ট কিছু জমির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়. 1950 সালের পর উন্নত দেশগুলিতে মানুষের কাছে নিজস্ব ব্যক্তিগত যানবাহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়. ব্যক্তিগত গাড়ি থাকায় মানুষ কোলাহলহীন শান্ত পরিবেশে থাকার উদ্দেশ্যে শহর থেকে সরে এসে তার প্রান্তবর্তী শহরতলী / পৌর উপকণ্ঠে বা গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে. তারা যানবাহনে প্রতিদিন শহরে আসে যাকে Daily Commuting বা নিত্য যাতায়াত ব্যবস্থা শহর অঞ্চলের জনঘনত্ব কে কমিয়ে দিতে থাকে, বৃহত্তর কলকাতার আয়তন 1886.67 বর্গকিমি 2006 সালের হিসেব অনুযায়ী এই বৃহত্তর কলকাতার মোট 72 টি বড়ো শহর এবং 527 টি ছোটো শহর ও গ্রাম এলাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল. 2011 সালের হিসেব অনুযায়ী কলকাতা পৌরসংস্থার মোট

চারটি পৌরসংস্থা ৩৭ টি পৌরসভা ও ২৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েত বৃহত্তর কলকাতার অন্তর্ভুক্ত। বৃহত্তর কলকাতার অন্তর্ভুক্ত। বৃহত্তর কলকাতার বা কলকাতা পৌরপুঞ্জের এর শহরগুলি জেলাগুলি কলকাতা। উত্তর দক্ষিণ পরগণার, হাওড়া, হুগলি ও নদীয়া জেলার অন্তর্গত এর বিবরণ নিম্নরূপ —

কলকাতা	উত্তর ২৪ পরগণার	দক্ষিণ ২৪ পরগণার	নদীয়া	হাওড়া	হুগলি
কলকাতা	বারাসাত	বারুইপুর	গয়েশপুর	হাওড়া	বৈদ্যবাটি
	বারাকপুর	বজবজ	কল্যাণী	উলুবেড়িয়া	বাঁশবেড়িয়া
	ভাটপাড়া	জয়নগর -			ভদ্রেশ্বর
	বিধাননগর	মজিলপুর			চাঁপদানি
	দমদম	মহেশতলা			চন্দননগর
	গারুলিয়া	পূজালি			ডানকুনি
	হালিশহর	রাজপুর			হুগলি
	কামারহাটি	সোনারপুর			চুঁচুড়া
	কাঁচরাপাড়া				কোন্নগর
	খড়দহ				রিষড়া
	মধ্যমগ্রাম				শ্রীরামপুর
	নৈহাটি				উত্তরপাড়া
	নিউ ব্যারাকপুর				কোতরং
	উত্তর বারাকপুর				
	উত্তর দমদম				
	পানিহাটি				
	দক্ষিণ দমদম				
	টিটাগড়				

■ পৌর ক্ষেত্রের ধারণা (Concept of urban field) :

1965 সালে J. Friedmann এবং J. Miller প্রথম 'urban field' কথাটি ব্যবহার করেন। তাদের মতে বড় শহরের চারপাশের এলাকা সমূহ শহরের কার্যকারিতার সাথে মেলেমিশে একত্রিত হয়ে যায় এবং একটি বিশেষ অঞ্চলে পরিণত হয়, যা পৌর ক্ষেত্র বা Urban Field নামে পরিচিত। বিষয়টি সহজভাবে বোঝানোর ক্ষেত্রে তিনি মেট্রোপলিটান শহর বা মহানগরকে কেন্দ্র করে তার চারপাশের এলাকাতে উন্নত কার্যকারিতা সম্পন্ন পৌর অঞ্চল গড়ে ওঠার কথা বলেছিলেন।

1972 সালে G.S. Gosal 'পৌর ক্ষেত্র' (Urban Field) সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। তার মতে পৌর ক্ষেত্রে কতগুলো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

i. প্রতিটি পৌর ক্ষেত্রের একটি কেন্দ্রীয় স্থান ও তার চারিদিকে একটি উমল্যান্ড থাকবে।
ii. পৌর ক্ষেত্রের মানুষের জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক কার্যাবলী জটিল প্রকৃতির হবে।
iii. পৌর ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে একটি নির্দিষ্ট জমির ব্যবহারের ধরন থাকবে।
iv. পৌর ক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় স্থানের আয়তন তথা চরিত্র পরিবর্তনশীল হবে।

■ পৌর বাস্তুবিদ্যা (Urban Ecology) :

Ecology বা 'বাস্তুবিদ্যা' বা 'বাস্তব্যবিদ্যা', যা মূলত বাসস্থানের বিজ্ঞান। ইকোলজি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করে জীববিজ্ঞানী Ernst Haeckel. মানুষ বেঁচে থাকার জন্য বসতি সৃষ্টি করে, জনবসতি দুই ধরনের গ্রাম এবং শহর। শহরাঞ্চলের তথা শহরে বাসস্থান সম্বন্ধে যে কিছু বৈজ্ঞানিক আলোচনা করে সেটিই হল 'শহুরে বাস্তুবিদ্যা' বা 'পৌর বাস্তুবিদ্যা'। 1930 সালে সমাজবিজ্ঞানীদ্বয় Robert Park এবং Peter Burgess প্রথম 'Urban Ecology' শব্দটি ব্যবহার করেন। পৌর বাস্তুবিদ্যা একটি বৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠনের পদ্ধতি যার মাধ্যমে শহরের জীবিত প্রাণী এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সাথে তাদের সম্পর্ক আলোচিত হয়। সাম্প্রতিক পৌর বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধিত গবেষণা বৃদ্ধি পেয়েছে, স্থিতিশীল উপায়ে শহরের পরিবেশকে রক্ষা করে মানুষ-এর বেঁচে থাকার জন্য সকল সুযোগ সুবিধা শহরাঞ্চল সৃষ্টি করা এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। এর মধ্যে শহরাঞ্চলের সম্পদের সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও আয়তনের

তথা বসবাসের এলাকার সমস্যা আলোচিত হয়। আমেরিকার শিকাগো শহরের কিছু পৌর বিশেষজ্ঞ এই বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেন।

❑ পৌর বাস্তুপ্রণালী (Urban Ecosystem) :

পৌর বাস্তুবিদ্যা (Urban Ecology)-র ধারনায় 'পৌর বাস্তুপ্রণালী' (Urban Ecosystem) বিষয়টি পৌর ক্ষেত্রের সামগ্রিক ব্যবস্থাকে আলোচনা করে। একটি শহর যা জনবসতিপূর্ন, পৌর এলাকার মধ্যে পরিবেশগত ব্যবস্থার সামগ্রিক প্রনালীকে পৌর বাস্তুপ্রনালী বলে। পৌর বাস্তুপ্রনালী অন্যান্য বাস্তুতন্ত্রের মতোই, জৈবিক উপাদান (উদ্ভিদ ও প্রানী) এবং ভৌত উপাদান (মাটি, জল, বায়ু, জলবায়ু এবং ভূ-সংস্থান) দ্বারা গঠিত।

1991 সালে John celecia পৌর বাস্তুপ্রনালী- নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে বর্ননা করেছেন।

i. পৌর বাস্তুতন্ত্র একটি উন্মুক্ত প্রনালী।
ii. এই প্রনালী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতিক ও মানবীয় (সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক, শিল্পউৎপাদনগত) তথ্য প্রয়োজন হয়।
iii. জীবনবিজ্ঞানের দিক থেকে পৌর বাস্তুপ্রনালীকে যদি পরীক্ষা করা হয় তাহলে দেখা যায়, এটি একটি উৎপাদনশীল প্রনালী বিশেষ, যা সম্পূর্ন ভাবে তার পার্শ্ববর্তী এলাকার উৎপাদের উপর নির্ভরশীল।
iv. পৌর বাস্তুপ্রনালী পরিচালনাতে প্রচুর মাত্রার শক্তি ব্যায়িত হয়।
v. পৌর প্রনালীতে অপ্রতুলতা থাকে বিশাল আয়তন দূষিত পদার্থ ও বর্জ্য পদার্থ উৎপাদিত হয়, যা প্রধান শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় সঞ্চিত হতে থাকে ও পরিবেশ দূষন ঘটায়।

vi. শহরাঞ্চলের বৃদ্ধির সাথে সাথে ভূমির ব্যবহার ও মাটি ব্যবহারের সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটে, যা পৌর বাস্তুপ্রনালীর প্রাকৃতিক উপাদান গুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

vii. চাহিদা ও যোগান সম্পর্কের ভিত্তিতে পৌর বাস্তুপ্রনালীকে অস্থিতিশীল (unstable), ভঙ্গুর (fragile), বিপন্ন (Vulnerable) প্রনালী রূপে চিহ্নিত করা যায়।

viii. পৌর বাস্তুতন্ত্র প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমূহের জন্য আনবীয় উপাদানের অবস্থান সমন্বয়। এর বিশ্লেষণ শুধুমাত্র পৌর ভূগোলের পক্ষে সম্ভব নয়।

ix. পৌর বাস্তুতন্ত্র সাম্প্রতিক কালে পশ্চাৎভূমির উপরে বা পৌর অঞ্চলের চারিদিকের অঞ্চলের সম্পদের উপর চাপ কমানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

x. শহরাঞ্চলের পরিবেশ সম্পূর্ণ ভাবে মানুষের কার্যকলাপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে অধিক ঘনত্বযুক্ত বসত এলাকা ও বানিজ্যিক এলাকা লক্ষ্য করা যায়। এখানে উন্নত পৌর পরিষেবা লাভের উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস হয়।

❑ ভারতে শহরের মানদণ্ড (Urban criterion in india) :

ভারতবর্ষের প্রথম জনগণনা শুরু হয় 1872 সালে, 1891 সাল থেকে 1931 সাল পর্যন্ত শহর বা পৌর বসতি নির্ধারণের নির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্দিষ্ট ছিল না। 1931 সালের আদমসুমারি অনুসারে ভারতবর্ষে পৌর বসতি নির্ধারণের নির্দিষ্ট মানদণ্ড প্রথম নির্দেশিত হয়। এক্ষেত্রে কোনো জনবসতিকে শহর (Town) রূপে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মিউনিসিপ্যালিটি, নোটিফায়েড এলাকা, নগর এলাকা বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অধীনস্থ হওয়ার কথা বলা হয় এবং এই শহরের ন্যূনতম জনসংখ্যা 5000 নির্দিষ্ট করা হয়। এছাড়াও শহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার চরিত্র, ঘরবাড়ির ঘনত্ব, ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং বানিজ্যের কেন্দ্র রূপে তার অর্থনৈতিক গুরুত্ব কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। এই সময় বড় বড় শহরগুলিকে নগর রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছিল, যাদের ন্যূনতম জনসংখ্যা ছিল 1,00,000 এবং এইসকল নগর গুলিকে স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা করত। 1941 সালে ভারতবর্ষে যে জনগণনা করা হয়েছিল তাতে এই উপরোক্ত নির্ধারক গুলি নির্দিষ্ট ছিল। 1951 সালে স্বাধীনতার পর প্রথম আদমসুমারিতে ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যকে পৌর এলাকা নির্ধারণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল. এক্ষেত্রে সারা দেশজুড়ে 5000 এর বেশি জনসংখ্যা যুক্ত পৌর বসতিকে শহর রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল। 1961 সালের জনগণনা অনুসারে শহর ও নগর নির্ধারণের নতুন বিষয় সংযুক্ত হয়। 1961 সালের পর থেকে 2011 সাল পর্যন্ত পৌর

বসতি নির্ধারণের তিনটি মূল বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, এক্ষেত্রে নির্দেশকগুলি হল :

i. পৌর বসতির জনসংখ্যা ন্যূনতম জনসংখ্যা ৫০০০।

ii. পৌর বসতির ৭৫% পুরুষ শ্রমিক অকৃষিজ কার্যে নিযুক্ত,

iii পৌর বসতির জনসংখ্যার ঘনত্ব ন্যূনতম 400 জন/বর্গ কিলোমিটার।

□ ভারতের আদমসুমারি অনুসারে পৌর বসতির শ্রেণী (Classes of urban settlements according to census of India):

আদমসুমারি অনুসারে পৌরবসতির শ্রেণী নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেন্সাস ট্র্যাক বা আদমসুমারি এলাকার বিষয়টি পরিষ্কার করে বোঝার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেন্সাস ট্র্যাক হল একটি ভৌগোলিক অঞ্চল যা মূলত জনগণনার উদ্দেশ্যে চিহ্নিত করা হয়। পৌর অঞ্চলে জনগণনার ক্ষেত্রে কোন একটি নির্দিষ্ট শহর, নগর বা কোন নির্দিষ্ট প্রশাসনিক অঞ্চলকে জনগণনার ক্ষুদ্রতম একক রূপে চিহ্নিত করা হয়, যা আদমসুমারি এলাকা বা সেন্সাস ট্র্যাক নামে পরিচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই আদমসুমারি এলাকা চিহ্নিতকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এটি কোন কোন ক্ষেত্রে 'আদমসুমারি জেলা' নামেও পরিচিত হয়। 1901-2011 সময়কালে এদেশে ৫০০০-এর বেশী জনসংখ্যা যুক্ত পৌরবসতিকে 'শহর', 1 লক্ষের বেশি জনসংখ্যা যুক্ত পৌরবসতিকে 'নগর' এবং 10 লক্ষের বেশি জনসংখ্যা যুক্ত পৌর বসতিকে মেট্রোপলিস বা মেট্রোপলিটন শহর' রূপে চিহ্নিত করা হয়। 1981 সালের পর থেকে ভারতবর্ষের পৌর বসতিকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। 1,00,000-এর বেশি জনসংখ্যা যুক্ত পৌর বসতিকে class I, 50,000-1,00,000 জনসংখ্যা যুক্ত শহরকে class II, 20,000-50,000 জনসংখ্যা যুক্ত শহরকে class III, 10,000-20,00 জনসংখ্যা যুক্ত শহরকে class IV, 5000-10,000 জনসংখ্যা যুক্ত শহরকে class V এবং 5000 জনসংখ্যার নীচের পৌর বসতিকে class VI রূপে চিহ্নিত করা হয়।

সারণী 1.1 : ভারতের আদমশুমারি অনুসারে পৌর বসতির শ্রেণী ও তার সংখ্যা

আদমশুমারি বছর	পৌর বসতির শ্রেণী ও তার সংখ্যা						মোট পৌর বসতির সংখ্যা
	class I (>1,00,000)	class II (50,000 -1,00,000)	class III (20,000-50,000)	class IV (10,000-20,000)	class V (5000-10,000)	class VI (<5000)	
1951	69	107	363	571	737	372	2219
1961	108	145	478	710	634	254	2329
1971	156	208	609	848	604	237	2662
1981	227	309	797	1046	748	271	3398
1991	326	401	1033	1247	790	189	3986
2001	448	498	1389	1564	1043	235	5177
2011	505	605	1905	2233	2187	498	7933

সূত্র:— Census of India

- **Statutory Towns and Non-Statutory/Census/Geographical Towns:**

অকৃষিযোগ অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সাথে যুক্ত জনবসতিকে পৌর বসতি বলা হয়ে থাকে। 1961 সালে ভারতবর্ষের আদমশুমারি অনুসারে পৌর বসতি নির্ধারণের প্রধান তিনটি নির্দেশক হল :

i. পৌর বসতির জনসংখ্যা ন্যূনতম জনসংখ্যা 5000.
ii. পৌর বসতির 75% পুরুষ শ্রমিক অকৃষিজ কর্মে নিযুক্ত.
iii. পৌর বসতির জনসংখ্যার ঘনত্ব ন্যূনতম 400 জন/বর্গ কিলোমিটার.

অপরপক্ষে, নির্দিষ্ট পৌর প্রশাসনিক সংস্থা দ্বারা পরিচালিত (Municipal Corporation, Municipality, Cantonment Board, Notified Town Area Committee, Town Panchayat, Nagar palika) পৌর বসতিগুলিকে 'Statutory Towns' বলা হয়ে থাকে।

সারণী 1.2 : 2001 ও 2011 আদমশুমারি অনুসারে পৌর বসতির সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা	শহরের ধরন (types of towns)	2001	2011	পরিবর্তন (%)
1	Statutory Towns	3799	4041	6.37
2	Census Towns	1362	3894	185.9
3	Urban Agglomerations	384	475	23.7
4	Urban outgrowths	962	981	1.95

সূত্রঃ- Tripathi, 2013.

Urban Agglomeration - UA
পৌরপিণ্ড

U.N. Demographic Year Book (1975)-এ Urban Agglomeration-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, সেটি হল: 'The urban agglomeration has been defined as comprising the city proper and also the fringe or thickly settled territory lying outside of, but adjacent to the city boundaries', অর্থাৎ 'শহর এবং শহরের বাইরে অবস্থিত, কিন্তু শহরের সীমানা সংলগ্ন প্রান্তিক বা ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলের সাথে একত্র সমন্বয়ে যে পৌর অঞ্চল সৃষ্টি হয় তাকে পৌরপিণ্ড বলে'। Census of India (2001) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে 'Urban agglomeration is a continuous spread constituting a town and its adjoining urban outgrowths, or two or more physically contiguous towns together and any adjoining urban out growths of such towns', অতএব 'পৌরপিণ্ড হল এমন এক পৌর অঞ্চল যার কেন্দ্রীয় নগর ও সংলগ্ন পৌর প্রসারিত এলাকা রয়েছে, অথবা এটি এমন এক পৌর-অঞ্চল যা দুই বা তার বেশি নগরের একত্র অবস্থান যাদের প্রত্যেকের পৌর প্রসারিত এলাকা রয়েছে'। পৌরপিণ্ড-এর মধ্যে একের বেশি শহর ও নগর থাকতেও পারে. যার আবাসনের সংখ্যা অনেক বেশি হবে, জমির ব্যবহার ও জনঘনত্ব বেশি হবে এবং এই এলাকায় শিল্প কর্ম চলবে। এই সকল বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও এই এলাকার মধ্যে কিছু উন্মুক্ত অঞ্চল থাকতে পারে। বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানীরা 'Urban Agglomeration' কে বিভিন্ন নাম দিয়েছেন তার মধ্যে যে নামগুলি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলি হল Large cities, Urban Economic Zones, Integrated Group of cities ইত্যাদি। ভারতে মোট পৌরপিণ্ড-এর সংখ্যা প্রায় 380 টি যাদের UA বলা হয়ে থাকে।

III পৌরপুঞ্জ/Conurbation:-

ভৌগোলিক Dwivedi-র (1969) মতে

Conurbation শব্দটি দুটি ইংরাজী শব্দের সমন্বয় 'Continuous' ও 'Urbanization', অর্থাৎ ক্রমাগত পৌরায়নের প্রক্রিয়ার দ্বারা যে পৌর অঞ্চল সৃষ্টি হয় সেটিই হল 'পৌরপুঞ্জ' বা Conurbation। 1915 সালে ভূগোলবিদ Patrick Geddes প্রথম 'Conurbation' শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি 'Conurbation' শব্দটি বোঝানোর জন্য 'Conglomeration' কথাটি ব্যবহার করেছেন। তিনি গ্রেট ব্রিটেনে মোট 7 টি পৌরপুঞ্জ সনাক্ত করেছিলেন, যাকে তিনি 'New Heptarchy' বলে অভিহিত করেছিলেন। এগুলি হল: গ্রেটার লণ্ডন, ওয়েস্ট রাইডিং, সাউথ ল্যাঙ্কাশায়ার, মিডল্যান্ডটন, সাউথ ওয়েলেসটন, টাইন ওয়েব-টিজ এবং ক্লাইড-ফোর্থ।

☐ Definition of Conurbation:-

(i) Geddes এর পর 1932 সালে C.B. Fawcett পৌরপুঞ্জ এর ধারণাটির অধিক পরিমার্জনা করেন। তার মতে, 'A conurbation is an area occupied by a continuous series of dwellings, factories and other building harbour and docks, urban parks and playing fields, etc.', অর্থাৎ, পৌরপুঞ্জ বা কনারবেশন হল এমন একটি এলাকা যেখানে সারিবদ্ধ অবিচ্ছিন্ন আবাসিক এলাকা, কলকারখানা, অন্যান্য ভবন, পোতাশ্রয়, ডক, উদ্যান এবং খেলার মাঠ ইত্যাদির একত্র সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।

(ii) T. W. Freeman (1959, 1962) এর মতে, 'A City with its satellite towns collectively form conurbation', অর্থাৎ, 'পৌরপুঞ্জ মূল শহরের সাথে উপনগরীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে।'

(iii) Wikipedia প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে, 'A Conurbation is a region comprising a number of metropolies, cities, large towns, and other urban areas which through population growth and physical expansion, have merged to form one continuous urban or industrially developed area'. অর্থাৎ, 'পৌরপুঞ্জ হল এমন একটি অঞ্চল যেখানে বেশ

কয়েকটি মহানগর, নগর, বড় শহর এবং অন্যান্য শহুরে অঞ্চল রয়েছে যার জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং লোক অনুসারণের নামিয়ে তারা একসাথে হয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন শহুরে বা নিরবচ্ছিন্ন এলাকা গঠন করেছে।

□ পৌরপুঞ্জের শ্রেণীবিভাগ :-

পৌরপুঞ্জকে সাধারণত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, 'Double Conurbation' এবং 'Multiple Conurbation'।

i. Double Conurbation :-

এটি মূলত দুটি যমজ নগর বা মহানগরের 'পৌর বিস্তারণের' উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। পূর্ব ভারতে কলকাতা মহানগর ও হাওড়া নগরীকে যমজ নগর বলা হয়ে থাকে, এই দুই পৌর এলাকার ক্রমবৃদ্ধির ফলে যে বিস্তৃত পৌর ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে তা 'Double Conurbation' এর উদাহরণ। এছাড়াও ভারতবর্ষে হায়দ্রাবাদ-সেকেন্দ্রাবাদ, ফয়জাবাদ-অযোধ্যা, মির্জাপুর-বিন্ধ্যাচল, ফারুক্কাবাদ ফতেগড় যমজ নগরীকে কেন্দ্র করে পৌরপুঞ্জ গড়ে উঠতে দেখা গেছে।

ii. Multiple Conurbation :-

অনেকগুলি নগর বা মহানগরকে কেন্দ্র করে একত্রে সমন্বয়ে গড়ে ওঠে তা পৌরপুঞ্জকে 'Multiple Conurbation' বলে। কলকাতা মহানগরী ও হাওড়া নগরের চারপাশে ৪৫ টি ছোট, বড়, মাঝারি শহর ও নগর অবস্থান করে। কলকাতা ও হাওড়া সহ এই সকল পৌর অঞ্চলগুলির একত্র সমাবেশের ফলে হুগলি নদীর তীরবর্তী এলাকায় ভারতবর্ষের অন্যতম এবং বৃহৎ পৌরপুঞ্জ এলাকা সৃষ্টি হয়েছে।

□ Characteristics of Conurbation :-

i. পৌরপুঞ্জের জমির ব্যবহারের পরিবর্তন খুবই গতিশীল প্রকৃতির, এখানে দ্রুত পৌরায়ণের প্রক্রিয়া চালিয়ে চলে।

ii. পৌরপুঞ্জের মধ্যে জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির সাথে নিরবচ্ছিন্ন নির্মীয়মান আবাসিক এলাকা গড়ে উঠতে দেখা যায়।

iii. পৌরপুঞ্জে অনবরত বসতি এলাকা বা আবাসিক এলাকা গড়ে

উঠতে থাকার সাথে সাথে রাস্তাঘাট ও অন্যান্য পৌর পরিষেবা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

iv. পৌরপুঞ্জে বিভিন্ন শহর, নগর ও মহানগরের পৌর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ উন্নয়নের কাজ করে চলে। এক্ষেত্রে এই অঞ্চলে আঞ্চলিক উন্নয়ন বহুস্তরীয় হয়ে থাকে। যেমন, কলকাতা মহানগর 'কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন' দ্বারা পৌর পরিষেবা প্রাপ্ত হয়, তবে কলকাতা মহানগরের বাইরে 'কলকাতা মহানগর এলাকায়' উন্নয়নের কাজ KMDA এবং PWD করে থাকে, এইভাবে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী পৌর পরিষেবা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

v. পৌরপুঞ্জ একটি পরিবর্তিচ্ছিন্ন পৌর এলাকা যেখানে সবরকম পৌর পরিষেবা খুব সহজে পাওয়া যায়। এখানে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক এলাকা, বাজার এলাকা, শপিং মল, শিল্প এলাকা, উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

vi. ক্রমাগত পৌরপুঞ্জের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ওই এলাকার ক্রমবৃদ্ধি ঘটে।

vii. পৌরপুঞ্জে কাজের উদ্দেশ্যে অন্যান্য রাজ্য তথা গ্রামীণ এলাকা থেকে অনেক মানুষ চলে আসে। এই অঞ্চলে জমির দাম এবং বসতবাড়ির দাম অনেক বেশি হওয়ায়, তারা স্থায়ী বসতবাড়ি নির্মাণ করতে পারে না। এমত পরিস্থিতিতে তারা বস্তিতে বসবাস করতে শুরু করে। বড় বড় মহানগরগুলিকে কেন্দ্র করে যে সবরকম পৌরপুঞ্জগুলি সৃষ্টি হয়েছে সেই সকল এলাকায় 'বস্তি' ও 'বেআইনি বসত এলাকা' গড়ে উঠতে দেখা গেছে। মুম্বাই মহানগরের 'ধারাভি' এই ধরনের 'বেআইনি বসত এলাকা'-র উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কলকাতায় প্রায় ৫ মিলিয়ন মানুষ বস্তিতে বাস করে, যার এক চতুর্থাংশ মানুষ রাস্তায় বাস করে।

viii. পৌরপুঞ্জে এলাকায় পরিবেশ দূষণের মাত্রাতিরিক্ততা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বেশ অভাব দেখা গেছে।

□ পৌর মহাপুঞ্জ/ Megalopolis :-

'Megalopolis' শব্দটি গ্রীক শব্দ যার অর্থ 'a very Large City'। 'পৌর মহাপুঞ্জ' শব্দটি থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট যে

অনেকগুলি 'পৌরপুঞ্জ' একত্রিত হয়ে একটি বৃহৎ তথা প্রবৃহৎ পৌর এলাকাটি গঠিত হয়, যা Regio Geddes (1967) দ্বারা প্রস্তাবিত। 1915 সালে 'Conurbation' এর উপর গবেষণাকালে Patrick Geddes বলেছেন 'Conurbation indicated about the formation of a vast urban region'. অতএব 'পৌরপুঞ্জের প্রসারণ বিশালায়তন পৌর এলাকা সৃষ্টিতে ইঙ্গিত দেয়। পৌর মহাপুঞ্জ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Megalopolis'। 1957 সালে ভূগোলবিদ Jean Gottmann প্রথম 'Megalopolis' শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন থেকে ফিলাডেলফিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ও উন্নত পৌর এলাকা সনাক্ত করেছিলেন, যাকে তিনি ~~Megap~~ 'Megalopolis' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। এই বিস্তৃত পৌর ক্ষেত্রে পাঁচটি বিশাল মহানগর যথাক্রমে বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া, নিউইয়র্ক, বাল্টিমোর ও ওয়াশিংটন এর সাথে বহু নগর ও অসংখ্য শহর সংযুক্ত ছিল, যার উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃতি মোট 1000 কিমি। এই অঞ্চলটি এতটাই বিস্তৃত ও উন্নত পৌর অঞ্চল যে এর মধ্যবর্তী এলাকায় কোনো গ্রামীণ ক্ষেত্র প্রায় নেই বললেই চলে। উন্নত এই পৌর অঞ্চলের বিশেষ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ খুবই উন্নত প্রকৃতির। এই পৌর মহাপুঞ্জের মোট জনসংখ্যা 40 মিলিয়ন যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার 20 শতাংশ। এই পৌর মহাপুঞ্জ অঞ্চল সৃষ্টির ক্ষেত্রে Gottmann দুটি বিশেষ উন্নয়নের প্রকৃতির কথা আলোচনা করেছিলেন। প্রথমটি হল, বহু কেন্দ্রিক উন্নয়ন এবং দ্বিতীয়টি হল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উ:-পূ: আটলান্টিক উপকূল বরাবর বন্দর শহরগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলস্বরূপ বিস্তৃত পৌর-ক্ষেত্র সৃষ্টি হওয়া। এই অঞ্চলে বন্দর শহর ও নগরগুলিতে বানিজ্যিক কর্ম ও শিল্পকর্মের উন্নতির সাথে প্রশাসনিক কার্যাবলী ও পরিষেবা কার্যাবলী বৃদ্ধি পেতে থাকে, এইভাবেই অঞ্চলটি সৃষ্টি হয়। এই পৌর মহাপুঞ্জের নিউইয়র্ক মহানগর নিজেই সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয়ের 20 শতাংশ অধিকার করে। এই পৌর মহাপুঞ্জ অঞ্চলটি দেশের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থলও বটে, এই অঞ্চলে প্রকাশিত খবরের কাগজ সারা দেশে বিতরণ করা হয়, এই অঞ্চলটি দেশের সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র। Lewis Mumford নগরায়নের স্তর অনুসারে পৌর অঞ্চলের শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন, তার মতে পৌর অঞ্চল সৃষ্টির চতুর্থ পর্যায়ে

এই পৌর মহাপুঞ্জ বা Megalopolis সৃষ্টি হয়। অতএব, বিষয়টি স্পষ্ট যে এই পৌর অঞ্চলটি সর্ববৃহৎ।

ভারতের প্রধান চারটি পৌর মহাপুঞ্জ হল: —

(i) **কলকাতা মেগালোপলিস:-**

প্রেসিডেন্সি, মেদিনীপুর ও বর্ধমান বিভাগের কিছু এলাকা এই পৌর মহাপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত, যার মোট জনসংখ্যা 100 মিলিয়ন।

(ii) **দিল্লি মেগালোপলিস:-**

এই পৌর মহাপুঞ্জ মূলত দিল্লি জাতীয় রাজধানী অঞ্চল, যার মোট জনসংখ্যা 46 মিলিয়ন।

(iii) **চেন্নাই মেগালোপলিস:-**

চেন্নাই মেট্রোপলিটন অঞ্চলেই এই পৌর মহাপুঞ্জ, যার বিস্তৃতি কাঞ্চিপুরম, তিরুভাল্লুর, চেঙ্গালপাট্টু এবং ভেলোর, জনসংখ্যা 20 মিলিয়ন।

(iv) **মহারাষ্ট্র মেগালোপলিস:-**

মুম্বাই মেট্রোপলিটন অঞ্চলের মুম্বাই, থানে, নভি মুম্বাই, কল্যাণ-ডোম্বিভালি, ভাসাই-ভিরার, পানভেল এবং আশেপাশের বিভিন্ন শহর এবং পুনে মহানগর অঞ্চলের পুনে, পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড় এবং আশেপাশের শহরগুলি তথা [illegible] নাসিক, ঔরঙ্গাবাদ, আহমেদনগর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার শহরগুলি এই পৌর মহাপুঞ্জের অন্তর্গত, যার মোট জনসংখ্যা 48 মিলিয়ন।

পৌর জনবসতি গতিশীল প্রকৃতির। কোন একটি নির্দিষ্ট পৌর এলাকাকে একটি নির্দিষ্ট পদবাচ্য দেওয়া খুবই অসুবিধাজনক। যেমন কলকাতা একটি মহানগর, এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির ফলে যাতে এর চারপাশের এলাকাতে প্রভাব বিস্তার করবে মহানগর অঞ্চল সৃষ্টি করেছে, তাই যা পৌরপিণ্ড ও পৌরপুঞ্জ নামেও পরিচিত। আবার এর বিস্তৃতি চারদিকের জন্য যাতে পৌরপুঞ্জ নামেও এবং মহাপুঞ্জ নামেও পরিচিত। অর্থাৎ কার্যকারিতা বৃদ্ধির সাথে শহরের চরিত্র পরিবর্তিত ও তার পদবাচ্য পরিবর্তিত হয়,

Central Place Theory

☑ **মূল্যায়ন :-** ক্রিস্টলার এই নীতিতত্ত্বের মাধ্যমে বসতি পরম্পরার যে জ্যামিতিক বিন্যাস-কাঠামো তুলে ধরেছেন তাতে দেখা যায়, যে একটি কেন্দ্রীয় স্থানের পরিষেবা ক্ষেত্রে ছয় কোণে ছয়টি কেন্দ্রীয় স্থান বিরাজমান, তবে পরস্পর অনুক্রমের নিরিখে ছয় কোণে ছয়টি কেন্দ্রীয় স্থানের কেন্দ্রীয়তার তুলনায় পরিষেবা ক্ষেত্রের ষড়ভুজের কেন্দ্রে অবস্থিত কেন্দ্রীয় স্থানের কেন্দ্রীয়তা বেশী, এইভাবে ক্ষুদ্রতর পরিষেবা ক্ষেত্রের ষষ্ঠাংশের উপর বৃহত্তর পরিষেবা ক্ষেত্রের কিয়দংশের উপরিপাত ঘটে, কিন্তু সমতুল্য স্তরের পরিষেবা ক্ষেত্রের মধ্যে এমন উপরিপাত ঘটে না, এইভাবে ঊর্ধ্বস্তরের একটি কেন্দ্রীয় স্থান তথা তার একটি পরিষেবা ক্ষেত্র বিকশিত হয়, যার মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্রতর পরিষেবা ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্তি ঘটে, অর্থাৎ অনেকগুলি ক্ষুদ্রতর পরিষেবা ক্ষেত্রের উপর ঐ বৃহত্তম পরিষেবা ক্ষেত্রের প্রভাব পড়ে, অথচ বৃহত্তম পরিষেবা ক্ষেত্রটির উপর অন্য পরিষেবা উপরিপাত ঘটে। তাই একটি ষড়ভুজ পরিষেবা ক্ষেত্রের ছয় কোণে ছয়টি কেন্দ্রীয় স্থানের প্রতিটির মধ্যেই উন্নতর হয়ে উঠার সমান সম্ভাবনা থাকে। বাস্তব পরিস্থিতির অনুকূলে কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি অন্যগুলির তুলনায় উন্নতি ঘটিয়ে স্ব আসন্ন পরিষেবা ক্ষেত্রের প্রসার (Range) বাড়িয়ে বৃহত্তর পরিষেবা ক্ষেত্রের অধিকারী হয়ে উঠে। ফলে ঐ কেন্দ্রীয় স্থানের কেন্দ্রীয়তাও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এইভাবে কোনো একটি পৌর বসতি ক্রমে ক্রমে বিশ্ব-নগরে পর্যবসিত হয়, এজন্য বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় স্থানের বাস্তব অবস্থান তার পরিষেবা ক্ষেত্রের জ্যামিতিক কেন্দ্র হতে পারে, আবার তা নাও হতে পারে।

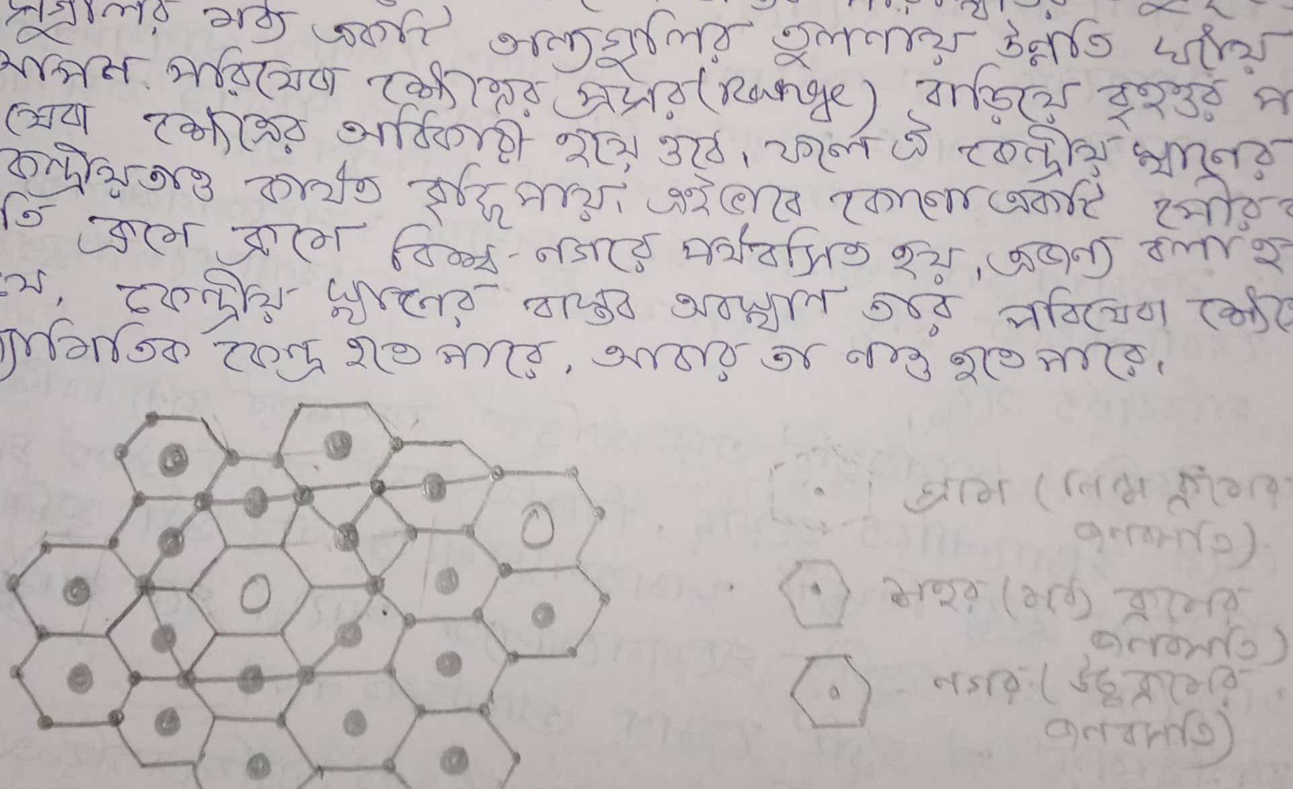

চিত্র: ক্রিস্টলারের পরম্পরায় পৌর বসতির ক্রম বিন্যাস

Source: Graves, S. M: Introduction to Human Geography: A Disciplinary Approach, 2017

◎ <u>সমালোচনা</u> :- তত্ত্বটির গাণিতিক পদ্ধতিতে জনবসতির পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নির্ভর করে খুব সহজে জনবসতির ক্রম আলোচনা করেছে। এই তত্ত্বটি বস্তুতপক্ষে জনবসতির বিন্যাস সম্পর্কিত প্রথম তাত্ত্বিক রূপ বিশেষজ্ঞদের মতে, কেন্দ্রীয় স্থানের ধারণা কোনো স্থানের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি উন্নয়নের ইতিহাস, প্রযুক্তির উন্নতি এবং গ্রাহক ও ক্রেতাদের মাঝে নিজস্ব সড়কের উপর নির্ভরশীল, যা কোনো ভাবেই এই তত্ত্বে আলোচিত হয়নি,

1. গ্রাহকদের অর্থনৈতিক অবস্থা, দ্রব্যের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করে। উচ্চ অর্থনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রাহক তার দ্রব্যের চাহিদা মেটাতে দূরবর্তী স্থানে যাত্রা করতে পারে যা বর্তমান প্রেক্ষিতে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। এই বিষয়টি বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশে শহরের প্রান্তবর্তী এলাকায় বাজার এলাকা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত। বড় বড় Shopping mall-এ দ্রব্য ক্রয় করতে যান। অতএব বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই তত্ত্বটি প্রয়োগযোগ্যতা হারিয়েছে।

2. মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও জনঘনত্ব কেন্দ্রীয় স্থানগুলির বন্টন ও তাদের ক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করে। অতএব জনঘনত্ব কম বা বেশি হলে বাজার এলাকার আয়তন নিয়ন্ত্রণ হয়।

3. বর্তমান পরিস্থিতিতে উন্নত সুগমতা ও সংযোগশীলতা, পরিযোগাযোগকে বৃদ্ধি করছে। যা এই ষড়ভুজ বিন্যাসকে বিকৃত হলেও পরিবর্তিত হচ্ছে।

4. কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বটি তার তাত্ত্বিক কাঠামোর জন্য বিভিন্নদিক থেকে সমালোচিত হয়েছে, বিশেষজ্ঞদের মতে একই প্রাকৃতিক পরিবেশ যুক্ত বিস্তৃত সমতলভূমিতে গড়ে ওঠা কৃষিভিত্তিক অঞ্চলের এই তত্ত্বটির প্রয়োগযোগ্যতা আছে। তবে সামুদ্রিক কার্যাবলিতে এই তত্ত্বটি তেমন প্রাসঙ্গিক নয়।

5. অনেক-এর মতে ক্রিস্টালার-এর এই তত্ত্বটি একটি অবরোহী পদ্ধতিতে শুধু একটি মডেল বা তত্ত্ব। তাই এখানে প্রকৃত বাস্তব অবস্থার যথাযথ প্রতিফলন ঘটে না। কারণ, পৃথিবীর সকল শহরে এই তত্ত্ব প্রয়োগ করা যায় না।

ক্রিস্টলার তাঁর তত্ত্বে যে তিনটি পরিষেবাকে বেছে নিয়ে তাঁর তত্ত্ব কেন্দ্রীয় স্থান বণ্টনের নীতি নির্ধারণ করেছেন, সেই তিনটি পরিষেবা ব্যতীত আরও বহু পরিষেবা কেন্দ্রীয় স্থানগুলি থেকে লাভ করা সম্ভব। তিনি তাঁর তত্ত্বে এই বিষয়টি উল্লেখ করেও সেগুলির গুরুত্ব বা প্রভাবকে উহ্য রেখেছেন।

7. এই তত্ত্বে কেন্দ্রীয় স্থান বণ্টনের নীতি নির্ধারণের জন্য যে তিনটি নীতি রয়েছে সেগুলির K-মান ধ্রুবক, পরবর্তীকালের গবেষকগণ এই বিষয়টি সমালোচনা করেছেন K-মানের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আগস্ট লশ-এর নাম স্মরণীয়।

8. এই তত্ত্বের পরিবহণ নীতি (K4) সড়ক পরিবহণের জন্য প্রযোজ্য। তবে অন্যান্য পরিবহণ পথের (জলপথ, আকাশপথ ইত্যাদি) জন্য এই পরিবহণ নীতি প্রযোজ্য হবে কিনা সে কথা ক্রিস্টলার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি।

9. এই তত্ত্বে শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্রীয়-পরিষেবা কেন্দ্রের সংখ্যা 1 টি, অতএব এই তত্ত্বটি একটি আবদ্ধ প্রণালীর মতো কাজ করে। বর্তমানে বিশ্বায়িত যুগে এমন কোনও নগর বসতি নেই যা স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে তার অধীনস্থ কেন্দ্রীয় স্থানের পরিষেবা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। তাছাড়া এখন গোটা দুনিয়ার কোথায় কোন উন্নত পরিষেবা মিলতে মিলছে পাওয়া যায় তা জানতে পারা মানুষের কাছে যথেষ্ট সহজ। তাই মানুষ এখন কোনো পরিষেবা লাভ করতে একটি কেন্দ্রীয় স্থানের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে না।

10. সময়ের সাথে সাথে একটি স্থানের পরিষেবা প্রদানের সক্ষমতা বাড়াতে পারে বা কমাতে পারে। এই বিষয়টি এই তত্ত্বে আলোচিত হয়নি।

(ii) গুরুত্ব :— জনবসতির স্থান বিন্যাস সম্পর্কিত প্রথম তাত্ত্বিক রূপ হল ক্রিস্টলারের কেন্দ্রীয় স্থান তত্ত্ব, জনবসতির স্থান বিন্যাস সম্পর্কে তাঁর সমসাময়িক ও তাঁর পরবর্তীকালে যেসকল ভৌগোলিকগণ বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরা ক্রিস্টলার তত্ত্বের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছেন। আগস্ট লশ বসতি বিন্যাস

K-এর মানের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন বটে, তবে তিনিও ক্রিস্টলার-এর তত্ত্বের মূল কাঠামোকে অস্বীকার করেননি।

ক্রিস্টলার-এর এই তত্ত্বের প্রথম নীতি অর্থাৎ বিপণন নীতি থেকে একটি ষড়ভুজাকার এলাকায় প্রয়োজনীয় কেন্দ্রীয় স্থানের ন্যূনতম সংখ্যা ; দ্বিতীয় নীতি অর্থাৎ, পরিবহন নীতি থেকে একটি ষড়ভুজাকার এলাকায় প্রয়োজনীয় রাস্তার ন্যূনতম দৈর্ঘ্যের নির্ধারণ করা সম্ভব, যার মাধ্যমে ঐ এলাকার জনগণকে সর্বাধিক পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব। তৃতীয় নীতি অর্থাৎ প্রশাসনিক নীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্থানের পরম্পরার মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব। [The market Principle, which minimizes the numbers of centers : The transport Principle, which minimizes the road length : and the administrative Principle, in which hinterlands are nested hierarchically.]

জনবসতির তথা কেন্দ্রীয় স্থানের পরম্পরায় সমান ক্রম বিন্যাস থেকে যে বিস্তীর্ণ এলাকার বসতি সমূহের মধ্যে একটি যুক্তিগ্রাহ্য ক্রিয়াশীলতা অভ্যন্তরীণ সংযোগ সাধিত হয়, এইভাবে বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর একটি জালক অথবা প্রণালী গঠিত হয়, এই বসতি প্রণালী বা কেন্দ্রীয় স্থান প্রণালীর গঠন কাঠামো বা বাঁধনকে কেন্দ্রীয় স্থানের জালিকা বলে। [In a geographical sense, the C.P.S refers to the spatial distribution of any set of C.P.'s. The Pattern of this distribution is usually known as the 'network of C.P.'s'.] এই ধারণাকে ভিত্তি করে আরও পরিবহন ও যোগাযোগ মাধ্যমের প্রসার পরিলক্ষিত হয়।

যেমন দূরভাষ পরিষেবা প্রদান করার জন্য যেকোনো নির্বাচিত পরিষেবা ক্ষেত্রের আকৃতি ষড়ভুজাকার, ক্রিস্টলার তাঁর তত্ত্বে কেন্দ্রীয়তার মাত্রা নির্ণয়ের জন্য যে সূত্র প্রদান করেছেন তাতে তিনি টেলিফোন সংখ্যাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।

ক্রিস্টলারের প্রদত্ত কেন্দ্রীয়তা নির্ণয়ের সূত্রটি হল —

$$Z_z = T_Z - E_Z \cdot (T_g / E_g)$$

যেখানে, Z_z = কেন্দ্রীয়তার মাত্রা

T_Z = একটি স্থানের টেলিফোন সংখ্যা

E_Z = ঐ স্থানের জনসংখ্যা

T_g / E_g = এই স্থানটি যে এলাকার অন্তর্গত সেই এলাকার

টেলিফোন দূরত্ব, [Tg = এই এলাকার টেলিফোন সংযোগ সংখ্যা, Eg = এই এলাকার জনসংখ্যা]

ক্রিস্টলারের মতে Tz, অর্থাৎ একটি স্থানের টেলিফোন সংখ্যাই হল ঐ স্থানের পারিপার্শ্বিক এলাকার উপর ঐ স্থানের প্রকৃত প্রভাবের সূচক এবং Ez.(Tg/Eg) - এই অংশটি হল ঐ এলাকার উপর ঐ স্থানের প্রত্যাশিত প্রভাবের সূচক। অতএব তাঁর মতে, কোনো এলাকার উপর ঐ এলাকার অন্তর্গত কোনো স্থানের প্রকৃত প্রভাব এবং প্রত্যাশিত প্রভাবের পার্থক্যই হল ঐ এলাকায় ঐ স্থানের কেন্দ্রিকতা। ইতিপূর্বেই আমরা কেন্দ্রীয়তার ধারণা লাভ করেছি, তার সাথে ক্রিস্টলারের প্রদত্ত কেন্দ্রীয়তার ধারণার মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই, কেবল কেন্দ্রীয়তা নির্ণয়ের সূত্রটি অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক প্রদত্ত সূত্র থেকে ভিন্ন, কারণ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন পরিষেবাকে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে মনোনীত করেছেন। তবে কোনো স্থানের কেন্দ্রীয়তার ধারণা তথা তা পরিমাপ করার পথিকৃৎ হলেন ক্রিস্টলার.

কোনো একটি কেন্দ্রীয় স্থানের পরিষেবার ক্ষেত্রের সর্বোত্তম জ্যামিতিক আকৃতি যে ষড়ভুজ হওয়া উচিত, সেকথা সম্ভবত ক্রিস্টলার-ই প্রথম বলেছেন। বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা বা পরিষেবা প্রদানকারী ব্যবসায়ী সংস্থা, এই ষড়ভুজ পরিষেবা ক্ষেত্রের ধারণাটির বাস্তব প্রয়োগ করে থাকে.

তাঁর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে K.E. Bearon (1977) বলেছেন যে "কেন্দ্রীয় স্থান তত্ত্বের সাহায্যে মূলত প্রাচীন অর্থনৈতিক কার্যাবলীর অবস্থানগত বন্টন ব্যাখ্যা করা হলেও, এই তত্ত্বের সাহায্যে শিল্পকেন্দ্রের অবস্থানগত বন্টনও ব্যাখ্যা করা সম্ভব".

তিনি এই তত্ত্ব জার্মানির সমভূমিতে পরীক্ষা করেন, কিন্তু পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে।

বাস্তব জীবনে আমরা নিত্যপ্রয়োজন মেটাতে স্থানীয় পরিষেবা কেন্দ্র বা নিকটবর্তী বাজারে যাই, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে আমরা দূরবর্তী বিশেষ পরিষেবা কেন্দ্রে পৌঁছে যাই. ক্রিস্টলার তাঁর তত্ত্বে এই বাস্তব অবস্থাটি স্বীকার করেছেন। তাঁর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে S.M. Graves (2017) বলেছেন,"

...... People travel to the close local market for lower order goods, but must go to a larger town or city for higher orders goods."

অবশেষে একথা বলা চলে যে ক্রিস্টলারের কেন্দ্রীয় স্থান তত্ত্ব এমনভাবে সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়েছে যেরূপ সমাজের প্রতি স্তর মানুষ প্রয়োজন এমনভাবে প্রভাবিত,

নগরায়ন

নগরায়নের মাত্রা (Dimensions of Urbanisation) :-

পৃথিবী জুড়ে নগরায়নের বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে, এগুলির নিম্নরূপ :-

1. কোন একটি জনবসতিতে উচ্চ হারে মানুষের আগমন ঘটলে ঐ জনবসতি এলাকার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে, গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে নগর, এবং নগর থেকে মহানগর এর সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, নগরায়নের প্রকৃতি ক্রমবর্ধমান পৌর জনবসতির আকৃতি বৃদ্ধি করে।

2. নগরায়নের ফলে কোন একটি দেশ বা অঞ্চলে অর্থনৈতিক ওপর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। মূলত অর্থাৎ অর্থনৈতিক কার্যাবলীর কেন্দ্রীভবনের সাথে সাথে তাদের বৈচিত্র্যময়তাও বৃদ্ধি পায়।

3. নগরায়নের ফলে কোন একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের জনসংখ্যা উপাদানের পরিবর্তন ঘটে মূলত ঘটাতে থাকে। উক্ত অঞ্চলের মূলত জন্মহার ও মৃত্যুহার হ্রাস পায় অভিবাসনের পরিমান বাড়তে থাকে ফলত: জনসংখ্যার বয়স লিঙ্গ গঠনের পরিবর্তন ঘটে।

4. নগরায়নের সাথে সাথে কোন একটি অঞ্চলের মানুষের আচরণগত ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে এবং মানুষ নগর জীবনের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে থাকে ও তাদের জীবন জীবিকা ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নগরায়নের পথেই পরিচালিত হয়।

5. নগরায়নের সাথে সাথে শুধুমাত্র নগরের ভেতরে ও নগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সাংস্কৃতিক ~~মিলন~~ বিশ্লেষন ঘটে থাকে এমনটা নয় সাংস্কৃতিক বিশ্লেষন নিম্নক্রমের পৌর বসতির দিকে এমন কি গ্রামীণ এলাকার দিকেও পরিচালিত হয়।

নগরায়নের বৃদ্ধি ও তার কারন (Growth of Urbanisation and Its causes)

পৃথিবীর বর্তমান প্রেক্ষাপট দেখলে ~~বিষয়টি~~ বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট যে পৃথিবীর সকল জনবসতি গ্রাম থেকে শহরে পরিনত হতে চাইছে। প্রতিনিয়ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তথা মহাদেশে তথা মহাদেশে পৌর জনসংখ্যা পরিমান গ্রামীন জনসংখ্যার মধ্যে অনুপাত ক্রমাগত কমতে থাকছে। পৌর জনসংখ্যা আপেক্ষিক ও প্রকৃত দুটি দিক থেকেই তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে।

পৃথিবীতে 1800 খ্রিঃ থেকে 1950 খ্রিঃ মধ্যে জনসংখ্যার মধ্যে পরিমাণ দ্রুততার সাথে বেড়েছে। মানুষ শহর, নগর ও মহানগর তাদের পাড়ি জমিয়েছে। পৃথিবীতে 1980 সালে 10 লক্ষের বেশি জনসংখ্যাযুক্ত পৌর বসতির সংখ্যা 425টি, 1950 সালে যা ছিল 243 টি এবং 1800 সালে যা ছিল 36টি। অর্থাৎ, বিষয়টি স্পষ্ট যে পৃথিবীতে বড় পৌর বসতির সংখ্যা ক্রমবর্তমান। নগরায়ন বা পৌরায়ন একটি জটিল পদ্ধতি বিভিন্ন বিষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলির বিবরণ হল —

1. কৃষিজ উন্নতি (Agricultural development) :-

সমগ্র পৃথিবীতে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে কৃষি পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটেছে, রাসায়নিক সার, উন্নত জলসেচ, উন্নত খামার ব্যবস্থা ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনকে উৎকর্ষ করে তুলেছে। কৃষক জীবিকাসত্ত্বাভিত্তিক অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে উন্নত হয়ে বাণিজ্যিক কৃষির দিকে মনোনিবেশ করেছিল, উদ্বৃত্ত কৃষিজ পণ্য অন্যত্র রপ্তানি হতে শুরু হয়েছিল। রপ্তানি মূলক কার্যাবলীর উপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বৃদ্ধি পেতে থাকে কৃষি উৎপাদন এলাকায় বাজার সৃষ্টি হয়। এইভাবে বাজার এলাকার উপর নির্ভর করে শহর গড়ে ওঠে। ইউরোপ মহাদেশে কৃষিজ কার্য থেকে শহর সৃষ্টি হওয়ার বহু উদাহরণ লক্ষ্য করা গেছে।

2. শিল্পায়ন (Industrialization) :-

নগরায়ন পদ্ধতিটি সরাসরি শিল্প উন্নতির সাথে যুক্ত। কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে শিল্পভিত্তিক সমাজ সৃষ্টি পৌর বসতির সংখ্যাকে বৃদ্ধি করে। প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ শুধুই কৃষি উৎপাদনের উপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে, কৃষি উৎপাদন ছাড়াও খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও নানান প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক কার্যাবলী চলতে থাকে। এই সকল প্রাথমিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী উন্নত হতে থাকলে সেই সকল এলাকায় অর্থনীতি উন্নত হয় শুধু তাই নয় অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন পরিষেবা বৃদ্ধি পেতে থাকে বৃদ্ধি, এবং ওই এলাকায় বিভিন্ন মানুষের সমাগম ঘটে।

প্রাথমিক অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সাথে দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থনৈতিক কার্যাবলী ওতোপ্রোত ভাবে সম্পর্কিত থেকে বিকেন্দ্রীকরণ প্রাপ্তি ওই অঞ্চলের বাণিজ্যিক অর্থনীতির মাত্রা বৃদ্ধি করে। বৃহৎ স্কেলের উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য যে শ্রমিকের প্রয়োজন তা পূরনের উদ্দেশ্য শিল্প ভিত্তিক শহর গুলিতে অন্যান্য প্রান্তবর্তী অঞ্চল থেকে শ্রমিক অভিবাসন ঘটতে থাকে।

৬. বাজার ব্যবস্থা (Market System) :

বাজার ব্যবস্থার বৃদ্ধি নগরায়নের একটি গুরুত্বপূর্ন নিয়ন্ত্রক। শিল্পায়নের সাথে সাথে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানির উদ্দেশ্যে শিল্প এলাকার চারপাশে বাজার এলাকায় গড়ে ওঠে। এই বাজার এলাকাগুলিতে বাজার অর্থনীতি কার্যকরী হয়। ফলত; ওই বাজার এলাকায় বাজার কেন্দ্রিক পৌর বসতি সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে নগরায়নের ইতিহাস পর্যবেক্ষন করলে লক্ষ্য করা যায়, যে শিল্প ব্যবস্থা ও বাজার ব্যবস্থা উন্নত হলে ওই বাজার নিজস্ব উৎপাদিত পন্য বিক্রির উদ্দেশ্য ওই শিল্প এলাকাতেই অন্যান্য শিল্প গড়ে ওঠে, এই ভাবে একটি শিল্প থেকে বহু শিল্পের শিল্প সমাবেশ সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্র পৌর বসতি বৃহৎ পৌর বসতি অঞ্চলে পরিণত পরিনত হয়। পূর্ব ভারতে 1907 সালে টাটা আয়রন এন্ড স্টিল কোম্পানি স্থাপিত হয়। এর পর দুর্গাপুর ও রাউরকেল্লাতে লৌহ ইস্পাত শিল্প স্থাপিত হয় এবং এই অঞ্চলটি বর্তমানে বৃহৎ পূর্ব ভারতের লৌহ ইস্পাত অঞ্চলে পরিনত হয়েছে।

7. পরিষেবা বৃদ্ধি (Increase of services) :

দৈনন্দিন জীবনে সুষ্ঠভাবে বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন পরিষেবা প্রয়োজন। যে কোনো জনবসতিতেই মানুষ খুব ভালোভাবে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য সকল পরিষেবা প্রদান মানুষের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করে। পৌর বসতিতে শিল্প ব্যবস্থা সাথে বিবিধ পরিষেবা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলী বহু মানুষের জীবিকার ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। ক্রমে বিভিন্ন পরিষেবা ক্ষেত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

যে পৌর বসতিতে যত বেশি পরিষেবা পাওয়া যায়, সেই এলাকায় তত বেশি মানুষের সমাগম ঘটে, এভাবে পৌর এলাকা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

v. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি (~~Impor~~ Improvement of tansport and Communication):

শহরে সুষ্ঠভাবে বসবাস করতে উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে শহরের ক্রমবৃদ্ধি সম্পর্কিত, যে শহর যত বেশি সুগম্য সেই শহরে প্রতিনিয়ত তত বেশি মানুষের আগমন ঘটে। এই কারণে পৃথিবীর উন্নত শহর গুলিতে উন্নত উচ্চ সংযোগশীল ও উচ্চ সুগম্যতা সম্পন্ন পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হতে থাকলে শহরের ক্রমবৃদ্ধি আপনিই ঘটতে থাকে। কোন একটি শহরের পার্শ্ববর্তী পৌর উপকণ্ঠ এর সাথে মূল শহরের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠলে অল্প সময়ের মধ্যেই ওই পৌর উপকণ্ঠ এলাকায় আবাসিক এলাকার সৃষ্টি হয়।

vi. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রূপে শহর (Town as Socio-Cultural Centre):

সৃষ্টি শহর শুধুমাত্র শিল্প ও বানিজ্যিক কার্যাবলীর একাকেন্দ্র শহর এবং উন্নত জনবসতি যা মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীতে বহু শহর আছে যা বিনোদনের কেন্দ্রবিন্দু। শহরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা, যেমন- সিনেমাহল, থিয়েটার, আর্ট ~~গ্যালি~~ গ্যালারি ও অন্যান্য বিনোদন পার্ক, এই ভাবে একটি নতুন পৌর জীবনধারা সৃষ্টি হয়। ইউরোপ মহাদেশে এই ধরনের বহু শহরে ও রয়েছে।

vii. জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি (Natural growth of population):

বর্তমান নগরায়নের প্রেক্ষাপট লক্ষ্য করলে দেখা যায় শহর ও নগরগুলিতে অভিবাসনের মাত্রা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। শহর অঞ্চলের জন্মহার নিয়ন্ত্রিত, তবে অভিবাসনের হার বেশি, ফলে জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। অভিবাসনকারী মানুষের মধ্যে উচ্চ জন্মহারের প্রবণতা রয়েছে। শহরে তারা পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চায়, ফলে শহর জনসংখ্যা বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র রূপে পরিচিতি লাভ করে।

Landuse Pattern of Kolkata

ঔপনিবেশিক ভারতে প্রথম ঔপনিবেশিক শহরটি হল কলকাতা, 1760 সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করেই ভারতের যাবতীয় কার্যকলাপ পরিচালনা করে, ওই বছরই কলকাতা শহরকে পরিচালনা করার জন্য একটি পৌর সংস্থা স্থাপন করা হয় যা বর্তমানে KMC বা Kolkata Municipal Corporation নামে পরিচিত, 2016 সালের তথ্য অনুসারে KMC এর অধীনে 144 টি ওয়ার্ড রয়েছে যেগুলি 16টি বোরোতে (Borough) বিভক্ত, KMC এর মোট ক্ষেত্রফল প্রায় 205 বর্গ কিমি. কলকাতার অক্ষাংশগত বিস্তৃত 22°28' উঃ থেকে 22°27'30" উঃ এবং দ্রাঘিমাংশগত বিস্তৃত 88°17'30" পূর্ব থেকে 88°25' পূঃ, ভারতের প্রথম মহানগররূপে 1901 সালের কলকাতা মহানগরের আত্মপ্রকাশ ঘটে তারপর থেকেই কলকাতা শহরের ক্রমবৃদ্ধি চোখে পড়ার মতো, কলকাতার শহরটির পশ্চিম সীমানায় E.M. Bypass রয়েছে, কলকাতার উত্তরে বিধাননগর পৌরসভা এবং দক্ষিণে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা রয়েছে,

☑ **কলকাতা মহানগরীয় অঞ্চলের জমির ব্যবহার :—**

কলকাতা মহানগর 'পৌর বিশ্লেষণের' দ্বারা 'কলকাতা মহানগরীয় অঞ্চল' এ পরিণত হয়েছে, এটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের

রাজধানী কলকাতা মহানগরের একটি সংযুক্ত নগরাঞ্চল, কলকাতা মহানগরীয় অঞ্চলে ৫টি পৌর সংস্থা (কলকাতা, চন্দননগর, হাওড়া, বিধাননগর), 38টি পৌরসভা এবং 24টি পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে, এই মহানগর অঞ্চলটির উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব Kolkata Metropolitan Development Authority (KMDA) এর উপর ন্যস্ত, এই এলাকার বিবরণ নিম্নরূপ :—

⊘ কলকাতা মহানগরীয় অঞ্চল :—

পৌরসংস্থা	কলকাতা, চন্দননগর, বিধাননগর, হাওড়া
পৌর-সভা (Municipalities)	1. উত্তর 24 পরগনা জেলা — বরাহনগর, বারাসাত, ব্যারাকপুর, ভাটপাড়া, দমদম, গারুলিয়া, হালিশহর, কামারহাটি, কাঁচরাপাড়া, খড়দহ, মধ্যমগ্রাম, নৈহাটি, নব ব্যারাকপুর, উত্তর ব্যারাকপুর, উঃ দমদম, দঃ দমদম, পানিহাটি, 2. দক্ষিন 24 পরগনা জেলা — বারুইপুর, বজবজ, জয়নগর - মজিলপুর, মহেশতলা, পূজালী, রাজপুর, সোনারপুর, 3. নদীয়া জেলা — গয়েশপুর, কল্যানী, 4. হাওড়া জেলা — উলুবেড়িয়া, বালি, 5. হুগলি জেলা — বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, বাঁশবেড়িয়া, চাঁপদানি, ডানকুনি, রিষড়া, উত্তরপাড়া, কোন্নগর,

YEAR	Urban Area (sq.km)
1921	
1961	590.33
1971	662.45
1981	852.23
1991	857.02

সারণী – কলকাতা মহানগরীয় অঞ্চলের বৃদ্ধি।

*সূত্র:– Urban Land use studies of Kolkata, Space Application Center and Kolkata Metropolitan Development Authority, September 1991.

কলকাতা মহানগরকে মোট তিনটি অংশে ভাগ করা হয়, এগুলি হল উঃ কলকাতা, মধ্য কলকাতা, দঃ কলকাতা, কলকাতা শহরের পূর্বে তথা উত্তর পূর্বে বিধাননগর এবং রাজারহাট পরিকল্পিত পৌর এলাকা সৃষ্টি হয়েছে। ~~কলকাতা শহ-~~

কলকাতা শহরের কেন্দ্রে বা 'BBD Bag এলাকা' কেন্দ্রীয় বানিজ্যিক এলাকা বা CBD নামে পরিচিত, এই এলাকাতে সরকারী অফিস, ব্যাংকের প্রধান অফিস, বিভিন্ন প্রশাসনিক ভবন, বেসরকারি দপ্তর অবস্থিত, এই এলাকার মাঝেই পার্ক স্ট্রীট অঞ্চল গৌন গৌন কেন্দ্রীয় বানিজ্যিক এলাকা (Secondary CBD) রূপে গড়ে উঠেছে পার্ক স্ট্রীট এলাকার পশ্চিমে বিস্তৃত গড়ের মাঠ রয়েছে। কলকাতা শহরের ভূমি ব্যবহার প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে পরিবর্তিত হয়ে আসছে কলকাতা শহরের ভূমি ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে প্রথমে 'Calcutta Metropoliton Planning' এর কথা বলা হয় এছাড়াও 'Calcutta Metropoliton Development Authority' এবং National Atlas and Themetic Mapping Organization (NATMO) নামক মানচিত্র সংস্থার কথা বলতেই হয়।

কলকাতা মহানগরীয় অঞ্চলের ভূমি ব্যবহার

Land use and Land coverage area (Sq. km)	1961	1981	1990
Urban built up	386.31	624.16	738.20
Non urban	963.69	725.84	611.80
Wasteland	963.69	725.84	13.30
Plantation	963.69	725.84	77.90
Agriculture	963.69	725.84	394
Water Bodies			126.60
Total	1350	1350	1350

সূত্র → Urban Land use studies of Kolkata space Application center and Kolkata Metropolitan Development Authority, September 1991.

1963 সালের ভূমির ব্যবহার :

Calcutta Metropolitan Planning Organization (CMPO) 1963 সালে কলকাতা শহরের ভূমি ব্যবহার সমীক্ষা করে যে তথ্য প্রকাশ করেছিলেন, সেই তথ্য অনুযায়ী ওই সময় কলকাতার মোট জমির 42% এলাকায় আবাসিক এলাকা, 11.8% এলাকা রাস্তাঘাটে, 7.5% এলাকা শিল্প ক্ষেত্রে, 7.12% এলাকা বিভিন্ন পরিষেবা ক্ষেত্রে (প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষা কেন্দ্র, হাসপাতাল) 4.43% এলাকা উন্মুক্ত জমি যা মূলত আমোদ প্রমোদের জন্য ব্যবহৃত হয়, 16.9% ফাঁকা জমি, এই ফাঁকা জমিগুলোতে বিচ্ছিন্ন কৃষিকার্য দেখা যায়, কলকাতা শহরের দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকে এই ধরনের ভূমি ব্যবহার দেখা যায়,

1981 সালের ভূমি ব্যবহার:

1981 সালের CMDA এবং NATMO কলকাতা মহানগরের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী 1971 সালে কলকাতা শহরের উত্তরে যেখানে 688/sq km টি করে বাড়ি ছিল যেখানে বড়বাজারে জোড়াসাঁকো এলাকায় 37140/sq km টি বাড়ি ছিল, দক্ষিণ কলকাতায় টালিনালা অঞ্চলের জনঘনত্ব বেশ কম ছিল 2,200 ঘর/sq km, খিদিরপুর ডক এলাকায় 10000 ঘর/sq km,

1990 সালের পরবর্তী সময়ে কলকাতায় ভূমির ব্যবহারের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, 1980 সালে কলকাতা শহরের পৌর আবাসিক এলাকায় ছিল 49%. যা 1990 সালে বেড়ে 51% হয়, 2000 সালে 71%, 2010 সালে 78% এবং 2014 সালে 78% হয়, এই ক্রমবৃদ্ধি থেকে বিষয়টি স্পষ্ট যে কলকাতা শহরের পৌরায়ন খুবই দ্রুত।

ভূমির ব্যবহারিক অঞ্চল: —

1. Commercial Area: কলকাতার বানিজ্যিক এলাকা বলতে মূলত কলকাতার কেন্দ্রীয় বানিজ্যিক এলাকাকে বলা যায়, 1990 সালে এরপর এই এলাকায় চৌরঙ্গীর আবাসিক ভবনগুলি, বেসরকারী সংস্থার অফিসে পরিনত হয়, 1990 সালে এই বানিজ্যিক এলাকার পরিমান ছিল 2.83% এবং 2000 সালে তা বেড়ে 13.86% এ পৌঁছায়।

2. Industrial Area : কলকাতা শহরের নিকটস্থ শিল্প তালুক মূলত চিৎপুর এলাকা, গার্ডেনরীচ এলাকা, তারাতলা এলাকা অঞ্চলগুলোই বিস্তৃত, এছাড়াও টালিগঞ্জের এর পূর্বে কিছু বিচ্ছিন্ন শিল্প এলাকা রয়েছে, 1990 সালে শিল্প এলাকা ছিল 6.43% যা 2000 সালে হয় 3.4% এবং 2004 সালে আরও কমে 2.9% এ পৌঁছায়, প্রান্তবর্তী এলাকাতেই শিল্পকার্য বলী লক্ষ্যনীয়,

3. Wetland : কলকাতা শহরের পূর্বে প্রায় 125 sq km এলাকা জুড়ে লবনাক্ত ও মিষ্টি জলের জলাভূমি রয়েছে যা 'East Kolkata Wetland' নামে পরিচিত, 1990 সালে কলকাতার মোট জলাভূমির পরিমান ছিল 3.95% যা 2000 সালে কমে 3.5% এ দাঁড়ায়, ~~2000~~ 2004 সালে জলাভূমির পরিমান বেড়ে দাঁড়ায় 5.5%,

4. Mixed Residental Area : NATMO এর সমীক্ষায় জানা গেছে 1990 সালে মিশ্র আবাসিক এলাকার পরিমান 35.43% যা 2004 সালে কমে 24.16% দাঁড়ায়, কলকাতা শহরে বিভিন্ন আবাসিক প্রকল্প গড়ে ওঠার জন্য মিশ্র আবাসিক এলাকাগুলির থেকে সুনির্দিষ্ট আবাসিক এলাকায় মানুষের আগমন ঘটেছিল,

5. Open Area: 1990 এর তথ্য অনুযায়ী মোট উন্মুক্ত এলাকা ও পার্কের পরিমান 15.23% যা মূলত কলকাতার পূর্ব দিকে এবং ময়দান এলাকায় অবস্থিত,

6. Vegetation Patches: প্রথমেই বলা হয়েছে কলকাতা শহরের স্বাভাবিক উদ্ভিদের পরিমান খুবই কম, 1990 সালে এখানে এর পরিমান ছিল 37% যা 2000 সালে কমে 20% এবং 2014 সালে 17% এ দাঁড়িয়েছে,

কলকাতা শহরের জমির ব্যবহার সম্পর্কে সম্পূর্ন ধারনা লাভ করে বিভিন্ন গবেষনা পত্র অধ্যয়ন করা প্রয়োজন, বিভিন্ন পদ্ধতিতে জমির ব্যবহার নির্ধারন প্রয়োজন, তবে সামগ্রিকভাবে কলকাতা শহরে আবাসন বৃদ্ধি স্বাভাবিক উদ্ভিদ হ্রাস পাচ্ছে, পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখতে জমিব্যবহারের ব্যবস্থাপনা করলে একটি স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব,

UMLAND

'উমল্যান্ড' বিভিন্ন ভূগোলবিদ পৌর বসতির চারিদিকের এলাকার নামে ব্যবহার করেছেন, 'Umland' শব্দটি একটি জার্মান শব্দ একটি সুইডিশ শব্দ 'omland' (om অর্থ চার পাশে এবং land অর্থ এলাকা) থেকে এসেছে. ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ সহ umland শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ফরাসি ভূগোলবিদ Andre Allix (1914, 1922) তার মতে The areas immediately around the city is known as umland. নগর বসতির সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে যুক্ত এলাকার বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে. কিছু ভূগোলবিদ নগর বসতির সাথে যুক্ত এলাকাকে বোঝানোর জন্য জার্মান শব্দ 'Hinterland' ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ একটি বন্দরের পশ্চাদভূমি. আমেরিকায় নগর বসতির সাথে যুক্ত এলাকাকে বোঝানোর জন্য 'Sphere of influence' কথাটি ব্যবহার করা হয়. Sphere of influence শব্দটি সর্বপ্রথম সমাজ বিজ্ঞানী Northam ব্যবহার করেছিলেন. এর zone of influence বা Tributary Area বা Catchment area নামেও পরিচিত. উমল্যান্ড হলো একটি অঞ্চল যা নিকটবর্তী শহর বা মহানগরের সাথে অর্থনৈতিকভাবে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত. আমেরিকান ভূগোলবিদদের মধ্যে Stanley D. Dodge (1932) প্রথম 'umland' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন. পরবর্তীতে D. Whittlesey (1937) সুদানের একটি Kano City র উপর গবেষণার ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন. তার মতে তিনি কোনো শহরের চারপাশের 50 বা 60 কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রসারিত এলাকাই 'umland'. F.H.W Green (1950) শহরের সীমানার বাইরের সংযুক্ত এলাকাকে বোঝানোর উদ্দেশ্যে 'urban Hinterland' শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন যা ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের কিছু শহরের কেন্দ্র অনুসারে থেকে গাড়ি ফিরের ভৌগোলিক এলাকাতে বাস পরিষেবার ভিত্তিতে

পৌরসংস্থার সীমা নির্ধারণ করেছিলেন. Van cleef এর মতে umland শহরের কেন্দ্রীয় কার্যাবলির এলাকার অবিচ্ছিন্ন অংশ Van cleef এর মতে umland শহরের কেন্দ্রীয় কার্যাবলির এলাকার অবিচ্ছিন্ন অংশ। V. nath এর মতে 'an area of functional unity which develops around every urban settlement in response to its socio-economic relations with the surrounding countryside.' অতএব কোন বসতিকে কেন্দ্র করে আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে যেখানে আর্থ সামাজিক সম্পর্ক ও কার্যাবলী ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এলাকাই হল উমল্যান্ড।

Stiangendoun ইংল্যান্ডের কিছু শহরের এলাকা উমল্যান্ড চিহ্নিত করেছিলেন, তার মতে 'umland is the immediate rural land surrounding a metropolitan city and distinguished it from hinterland which denotes the entire accessible land beyond the umland of a city within a country' অতএব 'মহানগর সংলগ্ন চতুর্পার্শ্বস্থ গ্রামীণ এলাকাই হল উমল্যান্ড বা মূলত শহরের পৌরসংস্থানির পরবর্তী এলাকা'. Krishna and Aggrawal এর মতে umland as the contiguous area which functionally interconnected to the service centres through certain specified criteria অতএব উমল্যান্ড হল একটি সংলগ্ন এলাকা যা কার্যকরীভাবে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট মানদণ্ডের মাধ্যমে পরিষেবা কেন্দ্রগুলির সাথে আন্তঃসংযুক্ত।

উপনগর বা উপশহর (Satellite town or Satellite city)

নগর অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো উপশহর বা উপনগর। আমরা আগেই জেনেছি নগর অঞ্চল বলতে একটি বৃহৎ পৌর এলাকাকে বোঝানো হয় যাতে একটি মূলনগরের চারিদিকে তৈরি হয়. পৃথিবীতে মহানগর অঞ্চলগুলি নগর অঞ্চলের মূল উদাহরণ. মহা নগর অঞ্চলের কর্মকারিতার জন্য বহু মানুষ সেখানে কাজের উদ্দেশ্যে চলে আসে. তবে এই মহানগর এলাকায় নিজস্ব আবাসনের বসবাস করা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে শুধু তাই নয় উচ্চবিত্ত মানুষও খুব কমই মহানগর এলাকায় তার বসবাসের জায়গাটুকু জোগাড় করতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ নগরায়ণ একটি সমস্যা. এই সমস্যার নিরসনের উদ্দেশ্যে নগরের প্রান্তবর্তী এলাকায় পরিকল্পিতভাবে শহরের কোনো প্রতিফলন মূলত আবাসনের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে গড়ে উঠলে তাকে উপগ্রহ নগর বা উপগ্রহ শহর বলা হয়ে থাকে, এই উপগ্রহ শহরগুলি মূল নগর অঞ্চলের কেন্দ্র এলাকার উপর নির্ভরশীল ও মূল নগর থেকেই পরিষেবা পেয়ে থাকে. এই উপগ্রহ শহরটি একটি স্বনির্ভর আবাসিক এলাকা যেখানে স্কুল, হাসপাতাল, আবাসন এলাকা পুলিশ স্টেশন বাসস্টপ, রেলস্টেশন ও সকল পৌর সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা থাকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই উপগ্রহ শহরগুলির পৌর প্রশাসন ব্যবস্থা মূল শহরের পৌর প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়, এই ছোট শহরের পৌর পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ছোট পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করা হয়. উপগ্রহ শহরগুলি আয়তনে বড় বা জনবহুল হয়ে থাকে যা মূল নগরের সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্বারা সংযুক্ত।

☑ ভারতের উপশহর →

i দিল্লি - এন সি আর নগর অঞ্চলের গুরুগ্রাম, ফরিদাবাদ, নয়ডা, গ্রেটার নয়ডা, ও গাজিয়াবাদ উপগ্রহ শহরের উদাহরণ।

ii কলকাতা মহানগর অঞ্চলের নিউ টাউন উপগ্রহ শহরের উদাহরণ, 1999 সালে উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনার 75 টি মৌজা The West Bengal Housing infrastructure Development Corporation (HIDCO) এই নিউটাউন উপগ্রহ শহর নির্মাণ করেছে। এই উপগ্রহ শহরটিতে পরিকল্পিত সুলভ বিনোদনকেন্দ্র উচ্চ পরিকল্পিত আবাসিক প্রকল্প, কেন্দ্রীয় ব্যবসাকেন্দ্র ও আইটি এবং ব্যবসায়িক পার্ক রয়েছে। এই শহরটি উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার দ্বারা মূল কোলকাতা নগরীর সাথে যুক্ত

iii মুম্বাই মেট্রোপলিটন অঞ্চলের নবী মুম্বাই, থানে, কল্যাণ অম্বরনাথ ভাসাই পালঘর ইত্যাদি উপগ্রহ শহরের উদাহরণ।

iv ইলেক্ট্রনিক্স সিটি হল বেঙ্গালুরুর উপগ্রহ শহর, এখানে উন্নত আইটি সেক্টর গড়ে উঠেছে।

Concepts of Urban Geography

পৌর জনবসতি মূলত এমন এক মানব জনবসতি যেখানে মানুষজন অকৃষিজ অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সাথে যুক্ত থাকে, পৌর বসতি মূলত শিল্প চরিত্রের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় এবং এই বসতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতি ওই বসতির সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, একটি পৌর বসতি কার্যকরী অঞ্চল রূপে সমগ্র অঞ্চলের আঞ্চলিক উন্নয়ন ঘটায়, ভূগোলে আলোচনার মূল তিনটি ক্ষেত্র রয়েছে মানুষ-পরিবেশ সম্পর্ক (Man-Environment relation), আঞ্চলিক পার্থক্যীকরণ (Regional Differentiation) এবং স্থানিক বিশ্লেষণ (Locational Analysis), শহরাঞ্চলে মানুষের কর্মকাণ্ড প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি করে; যা ভূগোলের 'মানুষ-পরিবেশ সম্পর্ক' আলোচনার অন্তর্গত, পৌর অঞ্চলগুলি পৃথক সত্তার কার্যকরী অঞ্চল রূপে আত্মপ্রকাশ করে, যা আঞ্চলিক পার্থক্যীকরণ আলোচনার অন্তর্গত। পৃথিবীতে বিভিন্ন শহর, নগর ও মহানগর তথা বিভিন্ন পৌর বসতিগুলি বিভিন্ন স্থান এবং স্থিতির মধ্যে সৃষ্টি হয়, যা ভূগোলের 'স্থানিক বিশ্লেষণ' (Locational Analysis) আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব, অতএব, পৌর বসতির ভৌগোলিক চরিত্র আলোচনাকালে ভূগোলের মূল তিনটি আলোচনা ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, ভূগোল পঠনপাঠনের দুটি পদ্ধতি রয়েছে প্রথমটি হল প্রণালীবদ্ধ পদ্ধতি এবং অপরটি হল আঞ্চলিক পদ্ধতি, একটি পৌর বসতি সম্বন্ধে সামগ্রিক ভৌগোলিক বিষয় (অবস্থান, উৎপত্তি, পরিবর্তন, চরিত্র ও শ্রেণীবিভাগ বর্ণনার ক্ষেত্রে) আলোচনা করা হয় নির্দিষ্ট প্রণালীতে তা পদ্ধতিতে যা ভূগোলের 'প্রণালীবদ্ধ অপপদ্ধতি'-র অন্তর্গত, অপরপক্ষে যখন একটি পৌর বসতির স্থানিক চরিত্র (ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, নদ-নদী, জনসংখ্যা, পরিবহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সামাজিক গঠন জনবসতির ধরন প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক চরিত্র ইত্যাদি বিষয়) আলোচনা আঞ্চলিক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত, বিষয়টি স্পষ্ট যে পৌর বসতি

সম্বন্ধে আলোচনাকালে প্রনালীবদ্ধ পদ্ধতি ও আঞ্চলিক পদ্ধতি উভয়েরই অবাধ প্রয়োগ রয়েছে. এইভাবে পৌর বসতি সম্বন্ধিত ভূগোল বা পৌর ভূগোল সাম্প্রতিক সময় স্বতন্ত্র লাভ করেছে। পৌর ভূগোল একটি স্বতন্ত্র বিষয়, যা মানবীয় ভূগোলের অন্তর্গত জনবসতি ভূগোলের শাখা রূপে বর্তমান সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, ভূগোলের এই শাখা আমাদের পৃথিবীর সমস্ত পৌর বসতির অবস্থা, রূপ, উৎপাদন, বাসস্থান ও জনসংখ্যার কেন্দ্রীভবন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। পৌর ভূগোলকে ক্ষুদ্রস্তরের আঞ্চলিক ভূগোল বলা হয়, কারণ ভূগোলের এই শাখা পৌর অঞ্চলের বর্ণসংস্থান, পরিবহন ব্যবস্থা, পরিবেশ দূষণ, সামাজিক পরিস্থিতি ও মানুষের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও সম্পর্ক নির্ধারণ করে থাকে, পৌর ভূগোল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলস্বরূপ 'মানব বসতির বিজ্ঞান বা Ekistics (Science of Human settlement) রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

▨ পৌর ভূগোলের সংজ্ঞা :-

ভৌগোলিকগণ বিভিন্ন আঙ্গিকে পৌর ভূগোলকে সংজ্ঞায়িত করেছেন, এগুলি নিম্নরূপ :-

i. R.E. Dickinson (1934) এর মতে :-

Urban Geography is in part merely special phase of settlement study applied to very complex areas possessing sharp internal differentiation.' অর্থাৎ, পৌর ভূগোল জনবসতি ভূগোলের এক আঞ্চলিক শাখা যা জনবসতির জটিল শহরের অভ্যন্তরীণ পার্থক্য আলোচনা করে।

ii. Griffith Taylor (1949) এর মতে :-

Urban Geography includes the site evolution, pattern and classification of towns.

Concepts of Urban Geography

অর্থাৎ পৌর ভূগোল শহরের স্থান, উৎপত্তি, বিন্যাস ও শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করে,

iii. Robert. E. Dickinson এর মতে (1964) —

Scientific examination and elucidations of their regional variations both over wide areas and within the urban complex itself are essential problems of urban geography.

অতএব, বিস্তৃত অঞ্চল এবং পৌর বসতির জটিলতার আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এবং ব্যাখ্যা পৌর ভূগোলের একটি অপরিহার্য সমস্যা।

iv. Lewis Dudly stamp (1982)-এর মতে —

Urban Geography in the intensive study of towns and their development in all their geographical aspects.

অতএব, পৌর ভূগোল শহরের নিবিড় ভৌগোলিক অধ্যয়ন করে, যার মধ্যে ঐ পৌর বসতির সমস্ত ভৌগোলিক দিক তার বিকাশ আলোচিত হয়.

v. Herold M. Mayer, 1965 -এর মতে —

Urban Geography investigation are concerned primarily with the aerial variation within among cities including the relationships between urban and non-urban areas, and the forces of development and change that are shipping the urban landscape.

অতএব, পৌর ভূগোলের প্রাথমিক বিষয়টি হল পৌর বসতির স্থানিক বৈচিত্র্য অধ্যয়ন, সম্পর্কিত পৌর ও অপৌর জনবসতির সম্বন্ধ বিশ্লেষণ; এবং তার সাথে পৌর বসতি ভূমির নিয়ন্ত্রক সম্বন্ধে সঠিক আলোকপাত করা যা পৌর ভূমিরূপ গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে.

vi. Harold Myer - এর মতে (1982) —

Urban geography is concerned with interpreting the patterns and relationships that exist within urban areas on the one hand between urban areas non-urban areas that cities serve on the other hand.

অতএব, পৌর ভূগোল বিভিন্ন পৌর বসতির বন্টন ও তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক আলোচনা করে, এর সাথে সাথে এই বিষয়টি পৌর বসতির দ্বারা প্রভাবিত অন্যান্য অপৌর বসতির মধ্যবর্তী সম্পর্ক আলোচনা করে;

উপরোক্ত সংজ্ঞার ভিত্তিতে পৌর ভূগোলের আলোচনার সারাংশ নিম্নরূপ:-

i. পৌর ভূগোল একটি সামাজিক বিজ্ঞান, যা আঞ্চলিক ও প্রনালীবদ্ধ পদ্ধতিতে পৌর বসতির সামগ্রিক বর্ননা প্রদান করে,

ii. পৌর ভূগোল বিভিন্ন পৌর বসতিকে অধ্যয়ন করে ও তার আঞ্চলিক পার্থক্যীকরনের পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে, অতএব, পৌর ভূগোলের প্রস্তাবিত গবেষনামূলক পদ্ধতির দ্বারা শহরের আঞ্চলিক বিশ্লেষিকরন করা সম্ভব,

iii. পৌর ভূগোল শহর এবং তার পশ্চাদভূমির মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারন করে, শহর তার চারিদিকের পশ্চাদভূমির কতটা এলাকাতে পরিষেবা প্রদান করে বা ঐ পশ্চাদভূমি শহরের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে কতটা দায়িত্বশীল, তা নির্ধারন করে,

iv. পৌর ভূগোল বিভিন্ন পৌর বসতির (নগর, শহর, মহানগর ইত্যাদি) সামগ্রিক পৌর ব্যবস্থা বর্ননার সাথে সাথে তাদের মিল ও অমিল খুঁজে বার করে, পৌর ভূগোলের পদ্ধতি বিভিন্ন শহরের মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্য নির্ধারন করে,

v. পৌর ভূগোল পৌর বসতি সম্বন্ধিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার দিক নির্দেশ করে, অনুরূপে পৌর ভূগোল পৌর অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা নির্ধারণ করে তার সমাধানের পথ নির্দিষ্ট করে,

☑ **পৌর ভূগোলের পরিধি :**

পৌর ভূগোলের বিভিন্নপ্রকার ভিন্ন সংজ্ঞা থেকেই বোঝা যায়, পৌর ভূগোলের পরিধি ও বিষয়বস্তু অনেকটাই বিস্তারিত, সময়ের সাথে সাথে পৌর বসতির সমস্যা অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে, বর্তমান সময়ে যে সমস্যা অবস্থা শহরাঞ্চলগুলিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা সম্প্রতিক পরিবর্তিত হয়েছে। পৌর ভূগোলে শুধুমাত্র শহরের সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়, এমনটা নয়, সামাজিক আলোচনার সাথে সাথে মানবীয় ভূগোলের অন্য শাখা শহরাঞ্চলের সামগ্রিক গঠন সম্বন্ধে শুধুমাত্র জ্ঞান আলোচনা করে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গবেষক ও পৌর ভূগোলবিদ ভিন্ন দিক থেকে পৌর বসতি সম্বন্ধে শুধুমাত্র পৌর ভূগোলবিদরাই যে আলোচনা করে এমনটা নয়, সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন গবেষক পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন পৌর বসতির ওপর গবেষণা করে চলেছেন, পৌর ভূগোলের সাথে সামাজিক ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, রাজনৈতিক ভূগোল; রাষ্ট্রবিজ্ঞান; অর্থনৈতিক ভূগোল, অর্থনীতি, ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক ভূগোল ওতোপ্রতোভাবে যুক্ত, এই সকল সমাজ বিজ্ঞানের শাখার প্রত্যেকের পঠন - পাঠনের উদ্দেশ্য ও গবেষণার পদ্ধতি পৃথক হলেও তারা প্রত্যেকেই এই পৌর ভূগোলকে তাদের গবেষণার কেন্দ্রীয় বিষয় রূপে চিহ্নিত করেছে, এক স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পৌর ভূগোলের উৎপত্তি খুব একটা বেশি দিনের নয়, গত পাঁচ কি দশকের মধ্যে এর দ্রুত বিকাশ ঘটেছে; পৌর ভূগোলে ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে শহর ও তার অসমবৃদ্ধি সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করে, শহর নগরের সামাজিক অবস্থা; অর্থনৈতিক প্রকৃতি, অভ্যন্তরে অবস্থান ইত্যাদি বিষয়, যেগুলি নগরের সামাজিক বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে; তা এই ভূগোলের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত,

সমাজ বিজ্ঞানী D.L. Foley পৌর ভূগোলে পঠন-পাঠনে তিনটি মূল উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন:-

i. তিনি কোন নির্দিষ্ট পৌর বসতির সাংস্কৃতিক চরিত্রের সামগ্রিক বর্ণনার উদ্দেশ্যে ওই পৌর বসতির সামাজিক গোষ্ঠীর উপর গবেষণাকে গুরুত্ব দিয়েছেন,

ii. তিনি পৌর বসতির কার্যকারিতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর কার্যকারিতা ও ক্রিয়া পদ্ধতি আলোচনাকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন,

iii. তিনি পরিবেশ ও শহরের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনার বিষয়টি তুলে ধরেছেন. পৌরায়নের সাথে শহরের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর যে আরোপিত নেতিবাচক প্রভাব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শহরের পরিবেশ ও শহরের মানুষের মনোভাবের সম্পর্ক নির্ধারণ তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন,

☒ Ray. M. Northam (1979) এর মতে পৌর ভূগোল মানুষ ও ভূমির চার ধরনের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে:-

i. পৌর ভূগোল পৌর অঞ্চলে জনসংখ্যার বন্টনের স্থানিক পার্থক্যের ভিত্তিতে এটি মানুষ ও ভূমি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে,

ii. পৌর ভূগোল মানুষ ও ভূমি সম্পর্কের ভিত্তিতে পৌর বসতির কার্যিক ধাঁচ, স্থানিক বন্টন এবং পৌর-বসতির অবস্থান বিশ্লেষণ করে,

iii. পৌর ভূগোল শহরবাসীর অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে,

☒ G.S. Ghosal (1972) পৌর ভূগোলের আলোচনার চারটি প্রধান ক্ষেত্রের কথা বলেছেন

i. তিনি প্রতিটি পৌর বসতিকে একক জনবসতি রূপে চিহ্নিত করার কথা বলেছেন, এই চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে ওই জনবসতির বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ গঠন, বাহ্যিক ও তুলনামূলক সম্পর্ক, সামগ্রিক বাস্তুতান্ত্রিক ও বাস্তুগত বৈশিষ্ট্য আলোচনাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন,

ii. তিনি পৌর বসতির আকৃতি বৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্যাগুলি সামগ্রিক পৌর বসতির বিন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে 'পৌর অঞ্চল' ও 'পৌর অনুবর্তী' এলাকাকে পৃথক গুরুত্ব প্রদান করেছেন, তার মতে নগরায়নের ফলে পৌর বসতির আয়তন বৃদ্ধি পায় ও পৌর অনুবর্তী এলাকার আয়তন বাড়তে থাকে, এই অঞ্চলের সঠিক ভৌগোলিক বিবরণ প্রদান ও তার কার্যকারণ ব্যাখ্যা পৌর ভূগোলের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত,

iii. তিনি পৌর বসতির অর্থনৈতিক চরিত্র ও কার্যকারী শ্রেণীবিভাগ এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, তার মতে প্রতিটি পৌর বসতি পৃথক অর্থনৈতিক চরিত্রের; ফলে তার কার্যকারিতা পার্থক্যের জন্যই পৌর বসতির চরিত্রের পার্থক্য ঘটে,

iv. তিনি পৌর ভূগোলে অপরিকল্পিত পৌর পরিকল্পনার আরও সমস্যাগুলি আলোচনার উপর গুরুত্ব দিয়েছিল, তার মতে, নগর এলাকা বৃদ্ধির সাথে সাথে জমির ব্যবহার দ্রুত পরিবর্তিত হয়, যার ফলে পৌর পরিকল্পনার অব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় যা এই শহর অঞ্চলের কথা পৌর বসতিকে আগামী সময়ে সমস্যার দিকে ঠেলে দেয়, যা পৌর ভূগোলের গবেষণার উপাদান বিশেষ,

☒ R. E. Murphy (1966) পৌর ভূগোল আলোচনার দুই নির্দিষ্ট ধারার কথা বলেছেন:

তার মতে পৌর ভূগোলবিদগন সাধারণত শহরের জন্য পৌর বসতির সামগ্রিক চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে থাকে, এর মধ্যে অবস্থান, বসতির সামগ্রিক চরিত্র, পৌর এলাকা বৃদ্ধি, শহরের অনুবর্তী এলাকার সাথে মূল পৌর এলাকার সম্পর্ক ইত্যাদি আলোচিত হয়, এই আলোচনার মধ্যে শহরের অভ্যন্তরীন জমির ব্যবহার, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাসের ও বর্ণনা থাকে, এরপর প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে শহরের অন্যান্য উপাদানগুলির সম্পর্ক আলোচনা করা হয়ে থাকে, তবে, তিনি প্রথমে পৌর ভূগোলের আলোচনায় সাধারণ করনের দ্বারা শহরের সামগ্রিক চরিত্র বর্ণনা কথা বলেছেন, এরপর একক স্তরে প্রতিনিধি পৌর বসতির

সামগ্রিক ব্যাখ্যা প্রদানের কথা বলেছেন,

☑ Robert E. Dickinson (1967) পৌর ভূগোলের পরিধিকে চারটি গোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন:-

i. শহরের স্থান (site) এবং অবস্থিতি (situation) সম্বন্ধে বর্ণনা প্রদান করা,

ii. শহরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনায় তার শহরের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক বর্ণনা প্রদান করা.

iii. শহরের সামগ্রিক গঠন সম্বন্ধে সঠিক আলোকপাত করা, এর মধ্যে শহরের কার্যকরী গঠন; জনসংখ্যাগত গঠন ও কাঠামিক গঠন এর আলোচনা অন্তর্ভুক্ত,

iv. এই পৌর বসতির সামগ্রিক পরিসীমা আলোচনা করা; এর মধ্যে তার পশ্চাদ্ভূমি ও পার্শ্ববর্তী শহরের সাথে সম্পর্ক আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত,

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে পৌর ভূগোলের যে পরিধি আলোচিত হলো, তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:-

i. শহর একটি অধ্যয়নের একক:

এই আলোচনার মধ্যে শহরের স্থান, অবস্থিতি; অবস্থাপন; উৎপত্তি, বৃদ্ধি, আকৃতি, আয়তন; জনসংখ্যা; জনসংখ্যার গঠন, শহরের কাঠামিক গঠন; ভূমির ব্যবহার; কার্যকরী গঠন ও কার্যকরী চরিত্র আলোচিত হয়,

ii. পৌর বসতি ও তার পশ্চাদ্ভূমির মধ্যে পার্থক্য

এই আলোচনার মধ্যে কেন্দ্রীয় পৌর বসতি ও তার পশ্চাদ্ভূমির মধ্যে সামগ্রিক সম্পর্ক আলোচিত হয়, যার মধ্যে মূল শহরের বসত অঞ্চল, শহরের প্রান্তবর্তী অঞ্চল

প্রাকৃতিক অবস্থান, পশ্চাদভূমি, শহরের কেন্দ্রীয় অঞ্চল তথা পরিষেবার কেন্দ্র উপনগরী, অন্যান্য পৌর বসতির অবস্থান এবং গ্রাম ও শহরের মধ্যে সম্পর্ক আলোচিত হয়।

iii. শহরের সাথে শহরের সম্পর্ক:-

পৌর ভূগোলের আলোচনায় শহর-গুলি মধ্যেকার সম্পর্ক আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এর ভিত্তিতেই শহরগুলির কার্যকারিতা ও কার্যিক গঠন সংক্রান্ত বিভিন্ন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়।

iv. পৌর-বসতির সমস্যা নির্ধারণ ও নিরসন:-

পৌর বসতির বিভিন্ন সমস্যা বর্তমান সময়ে পরিস্ফুটিত হচ্ছে। পৌর পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন পৌর অঞ্চলের ভূমির ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। সাম্প্রতিক-কালে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি শহরে বস্তি ও অস্থায়ী বেআইনি বসতির পরিমাণ এতটাই বেড়ে চলেছে যে শহরের সামগ্রিক অবস্থা কলুষিত হয়ে যাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শহরের পরিবহন অবস্থা, পরিবেশ দূষণ ও পৌর সমস্ত অবস্থা কি পরিস্থিতিতে রয়েছে এই বিষয়ই পৌর ভূগোলের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত, কারণ পৌর ভূগোলের গবেষণাই এই বিষয়গুলি নিরসনে সক্ষম।

Level of Urban Development in india:

জাতীয় স্তর (National level): ভারতে জাতীয় স্তরে Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), NITI Aayog, Ministry of Home Affairs - NDMA (National Disaster Management Authority), Ministry of Environment Forest এবং climate change and Ministry of Jal Shakti মন্ত্রকগুলি পৌর উন্নয়নের উপর কাজ করে চলেছে।

রাজ্য স্তর (State level): রাজ্য স্তরে, নগর উন্নয়ন বিভাগ, আবাসন সংস্থা, জল ও পয়ঃপ্রনালী সংস্থা, পরিবহন সংস্থা, অর্থ সংস্থা, রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ড, নগর পরিকাঠামো সংস্থা, রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা, রাজ্য নগর পরিকল্পনা বোর্ড, অর্থ কমিশন ও মেট্রোপলিটন পরিকল্পনা কমিটি পৌর উন্নয়নের কাজ চলেছে।

স্থানীয় স্তর (Local level): স্থানীয় স্তরে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পৌরসভা, নগর পঞ্চায়েত, ওয়ার্ড কমিটি ও নানান সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারগন পৌর উন্নয়ন ও পরিষেবার কাজ করে চলেছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভারতের পৌর উন্নয়ন (Urban Development in india during the Five year plan):-

ভারতবর্ষের স্বাধীন হওয়ার পর 1951 সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এরপর 2017 সাল পর্যন্ত মোট 12টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে, এই সকল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে গৃহীত পৌর উন্নয়নের প্রকল্পগুলি নিম্নরূপ:

- **প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1951-56):**

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভারত সরকার অনেকের সরকারি কর্মচারী এবং

সমাজের দুর্বল অংশের জন্য সরকারি আবাসন নির্মানের প্রকল্প গ্রহন করেছিল। এই প্রকল্প গ্রহনের ফলে যারা দেশ ভাগের ফলে চলে আসা উদ্বাস্তু দের খাবার সুবিধা হয়। এই সময় চণ্ডীগড় শহর কিছু আবাসন নির্মান করা হয়েছিল, যা উদ্বাস্তুদের বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। এই পরিকল্পনাকালে শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের গৃহনির্মান প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল, এই সময়কাল থেকেই চণ্ডীগড় শহরটির তৈরীতে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল।

• **দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৬-১৯৬১):**

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভারতে বিভিন্ন শিল্প শহর তৈরীর দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছিল। যারা ভারতবর্ষে ৭ টি নগরের 'Master plan' তৈরি করা হয়েছিল, এই সময়েই 'The Town and country planning Act' বলবৎ হয়, ভারতবর্ষে বস্তি উন্নয়নের বিষয়টি এই সময় প্রথম গৃহীত হয়,

• **তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬১-১৯৬৬):**

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহর এবং নগরগুলির 'master plan' তৈরির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে এই সময় মোট 400 টির বেশি শহর ও নগরের 'master plan' প্রস্তুত করা হয়েছিল, এই সময়কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে শহর ও নগর গড়ে তোলার সাথে সাথে সেখানকার অন্তর্ভুক্ত সামাজিক ও মানবীয় সমস্যা নিরসনে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল,

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1969-74) :

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে অনেকগুলি বড় বড় শহর নগর গড়ে উঠেছিল। এমত অবস্থায় ভারতবর্ষে নগরায়নের প্রকৃতি প্রায় অসম হয়ে পড়েছিল। সমগ্র দেশজুড়ে ভারসাম্যের নগরায়নের বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, শহরে বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুবিধা (পরিষ্কার পানীয় জলের যোগান, পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উন্নত রাস্তাঘাট ইত্যাদি) প্রভৃতি বিষয়গুলিকে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এই সময় দেশের সুষ্ঠু নগর উন্নয়নের উদ্দেশ্যে 'Housing and Urban Development Corporation' (HUDCO) স্থাপন করা হয়েছিল।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1974-1979) :

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভারতবর্ষের নগর অঞ্চলগুলিতে জমির দাম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই সময় ছোট ও মাঝারি শহর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সার্বিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় ও মহানগরগুলিতে নগর পরিষেবার সমস্যা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। 1975 সালে ছোট ও মাঝারি শহর গড়ে তোলার জন্য একটি যোজনা গ্রহণ করা হয়। এই সময়ে দেশের 3 লক্ষের বেশি জনসংখ্যা যুক্ত নগরগুলিতে সামগ্রিক নগর পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য Integrated Urban Development Programme (IUDP) গৃহীত হয়।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1980-85) :

এই পরিকল্পনাকালে ভারতবর্ষে ছোট ও মাঝারি নগরগুলিতে ন্যূনতম প্রাথমিক নগর পরিষেবা ও নগর বস্তি উন্নয়নের উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এছাড়াও, শহরের পরিবেশ উন্নয়নের

উন্নয়নে) সহিত জল নিকাশি ব্যবস্থা, পয়ঃপ্রণালী ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা উন্নত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল, এই সময় কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত 'Integrated Development of Small and Medium Towns' (IDSMT) প্রকল্প গৃহীত হয়, যার মাধ্যমে। শহরের কম জনসংখ্যা যুক্ত অঞ্চলগুলিতে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়, এই সময় ভারতের বিভিন্ন শহরের রাস্তার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ সংযোগ ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শহরের সংলগ্ন গ্রামীন অঞ্চলের জন্য বস্তিগুলিতে নিম্ন মূল্যে শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই পরিকল্পনাকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের শহর ও নগরগুলিতে বস্তি উন্নয়নের মাধ্যমে দুস্থ শিশুদের কর্মসংস্থান, নিম্ন মূল্যে পরিশ্রুত পানীয় জলের যোগান, উন্মুক্ত জল নিকাশি ব্যবস্থা, ময়লা জল নিকাশি ব্যবস্থা, চিকিৎসা পরিষেবা, পার্ক ও খেলার মাঠ তৈরী করা হয়, এই সময় সারা ভারতে ২৩০ টি শহর গড়ে উঠে,

- **সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1985-1990):**

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভারতবর্ষের শহর অঞ্চলগুলিতে আবাসন নির্মাণের দায়িত্ব বেসরকারি ক্ষেত্রের উপর অর্পন করা হয় এবং সাথে 'National Housing Bank' স্থাপিত হয়, যাদের মূল কাজ ছিল আবাসন নির্মাণের জন্য ঋণ প্রদান করা, আবাসন প্রকল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের সুলভ যোগান ও আবাসন নির্মাণের প্রকৃতি উন্নত করার জন্য Building Material Technology Promotion Council (BMTPC) স্থাপন করা হয়, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে শহরের দরিদ্র মানুষের জন্য 'Urban Poverty Alleviation Scheme' বা Urban Basic Services for the Poor (UBSP) স্কিম চালু করা হয়, এই সময় National Housing Policy গৃহীত হয়।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1992-1997):

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে জাতীয় অর্থনীতিতে নগর ক্ষেত্রের গুরুত্ব চিহ্নিত করা হয়, এই সময় নগর জনসংখ্যায় বার্ষিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ছিল 3.8% যা গ্রামীণ জনসংখ্যায় ছিল 1.6%, এই পরিকল্পনাকালে এই সময় নগর অঞ্চলে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়, বস্তি জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়. 1996 সালে ভারতে প্রথম 'The Institute of Town Planners' ভারতে নগর উন্নয়নের 'Urban Development Plan Formulation and Implementation UDPFI' এর নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছিল, যা হলো এর ভারতের প্রথম নগর পরিকল্পনা, এই নির্দেশিকা এখনো পর্যন্ত দেশের নগর উন্নয়নের ভিত্তি।

• নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1997-2002):

এই সময়কালকে অর্থনৈতিক উদারীকরণের সময় বলা হয়েছে, এই সময় নগর ক্ষেত্রে উন্নয়নের পরিকাঠামোর উন্নতিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়, নগর জনসংখ্যার আবাসনের সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি (MNCs) কে আবাসন নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই সময় পরিকল্পনা কমিশন 20000 কোটি টাকা ব্যয়ে ভারতের সকল নগর জনবসতি গুলিতে সুষ্ঠু পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়, এই অর্থনৈতিক উদারীকরণের যুগে বেসরকারি ক্ষেত্র নগর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, এই সময় বিভিন্ন আবাসিক প্রকল্প গড়ে ওঠে, নগর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পায়, নগর জনসংখ্যার দারিদ্র ও কর্মসংস্থানহীনতার বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সামগ্রিক নগর উন্নয়ন ঘটে,

• দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (2002-2007):

দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সঠিক নগর আইন ও নগর আবাসন ব্যবস্থার প্রণয়ন

সড়ক, পৌর পরিকাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের অনুমতি দানে, এবং সমন্বয়ে JNNURM (2005) প্রকল্প গৃহীত হয়।

- <u>একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (2007-2012):</u>

~~একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত পৌর আইন ও পৌর শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন~~ - একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে 'National Urban Housing and Habitat Policy' অনুসারে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির এবং নিম্ন আয়ের শ্রেণির জন্য আবাসন প্রকল্প গৃহীত হয়।

- <u>দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (2012-2017):</u>

এই পরিকল্পনাকালে ভারতবর্ষের জাতীয় স্তরে পৌর উন্নয়নের বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) স্থাপন করা হয়।

☐ সাম্প্রতিক পৌর উন্নয়নের প্রকল্প (Recent Urban Development Programmes)

সাম্প্রতিক Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) 6 টি পৌর উন্নয়নের প্রকল্প গ্রহণ করেছে সেগুলি নিম্নরূপ:

(i) Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT)
(ii) Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) — Housing for all (Urban)
(iii) Smart Cities Mission (SCM)
(iv) Swachh Bharat Mission (SBM)
(v) Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY)

(vi) Deen Dayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM)

(i) Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) :–

ভারতবর্ষ একটি উন্নয়নশীল দেশ, এই দেশে প্রায় 32% মানুষ পৌর অঞ্চলে বসবাস করে, পৌর অঞ্চলে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ পৌর অঞ্চলের জনবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, পুরনো শহরগুলির মধ্যে উপনগরী ও প্রান্তদেশীয় পৌর ক্ষেত্র সংযুক্ত হয়ে বৃহৎ পৌর অঞ্চল সৃষ্টি হচ্ছে, অতএব, বিষয়টি সহজে যে পৌর পরিকল্পনা ও পৌরায়নের মধ্যে একসাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না, এই অবস্থা থেকে পৌর অঞ্চল গুলিকে বাঁচানোর মূল উপায় হল পৌর অঞ্চল পুনর্জীবন তথা রূপান্তর করা, 2015 সালের জুন মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকারের অধীনে AMRUT নামক একটি প্রকল্প চালু করেন, এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো পৌর অঞ্চলের জনসাধারণকে ন্যূনতম পৌর পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা এবং দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনসম্প্রদায়কে পৌর পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত করা, এই প্রকল্পের অধীনে ভারতের প্রত্যেকটি পৌর অঞ্চলকে উন্নত পয়ঃপ্রণালীর ও পানীয় জলের নেটওয়ার্ক ~~রূপে প্রকল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়~~ উন্নত করার তথা যোগানের প্রচেষ্টা চালানো হয়, ভারতবর্ষের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে প্রথম কার্যকরীভাবে বার্ষিক পরিকল্পনা রূপে প্রকল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, প্রকল্প ঘোষণার দিনই প্রধানমন্ত্রী এই প্রকল্পের অধীনে 2022 সালের মধ্যে শহরের প্রতিটি মানুষের জন্য আবাসনের যোগানের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করেন, এই প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে পিপিপি মডেলের উপর কার্যকরী, ভারত সরকার প্রকল্পটিকে Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন,

প্রকল্পের মূল লক্ষ্যগুলি নিম্নরূপ :-

(i) শহর অঞ্চলের প্রত্যেকটি বাড়িতে সঠিক মাত্রায় জলের সরবরাহ ও পয়ঃ প্রনালীর মূল ব্যবস্থার সাথে ওই বাড়ির শৌচালয়ের সংযোগ স্থাপন করা।

(ii) প্রতিটি শহরাঞ্চলে সবুজায়নের মাত্রা বৃদ্ধি করা এবং উন্মুক্ত স্থানগুলিকে যথাযথ পরিচর্যা করা ও শহর অঞ্চলের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা।

(iii) শহরাঞ্চলে দূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের পরিবহন ব্যবস্থাকে (Public Transport system) উন্নত করা। এক্ষেত্রে ইলেকট্রিক যানবাহন ও মোটর বিহীন বাহন ব্যবহার বৃদ্ধিকে পরিচালনা করা প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

(iv) ভারতবর্ষে 1 লক্ষের বেশি জনসংখ্যাযুক্ত 500টি শহর তথা নগরগুলিকে 'নোটিফায়েড মিউনিসিপ্যালিটি' দ্বারা পরিচালিত মোট বসতিকে প্রকল্পের অধীনস্থ করা।

② Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) - Housing for all (Urban) :-

ভারতবর্ষে শহর অঞ্চলে আবাসনের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে 2015 সালের 25 শে জুন ভারত সরকার এবং Ministry of Housing and Urban Affairs [MoHUA] এর যৌথ উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা আরম্ভ গৃহীত হয়। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল 2022 সালের মধ্যে দেশের শহরাঞ্চলে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল গোষ্ঠীর, 'নিম্ন আয় গোষ্ঠীর' এবং 'মধ্য আয় গোষ্ঠীর' মানুষ ও বস্তিবাসীদের জন্য পাকা ঘর নির্মান করা। প্রকল্পের অধীনে Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs) নির্মানের মাধ্যমে শহরাঞ্চলের অভাবী পরিযায়ী ও দরিদ্র জনসাধারণের জন্য আবাসের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল ARHCs শহুরে বাড়িগুলিতে হক

বন্দরের মেয়াদে ভাড়ায় আবাসন ব্যবস্থা করা হয়েছে। ~~এছাড়া সকলের~~ ARHCs PMAY-U প্রকল্পের মোট 8.31 লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে 122.69 লক্ষ বাড়ি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত করা হয়েছে, যার মধ্যে 109.6 লক্ষ বাড়ি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত করা হয়েছে, যার মধ্যে 109.6 লক্ষ বাড়ি তৈরির অনুমতি পাওয়া গেছে, প্রকল্পে 2022 সালের মধ্যে 72.83 লক্ষ বাড়ি তৈরি সম্পূর্ণ হয়েছে। 2021 সালের 25 শে জুন তারিখে ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার শুরু হয়েছে। Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) এর অন্তর্গত 'মধ্য আয় যুক্ত জনগোষ্ঠীর' জন্য গৃহ ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

<u>Smart cities mission (SCM)</u> :— Smart City বলতে এমন একটি শহর বা শহরাঞ্চলের জনগণের উন্নয়ন কল্পে, তথা পরিষেবা উন্নত করার উদ্দেশ্যে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে। পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে বহু Smart city হয়েছে। ভারত-বর্ষে 'Smart cities mission' টি নগর নবায়নের একটি কার্যক্রম। ভারতবর্ষে বহুজন বহুল ও নগরগুলিতে পৌর ব্যবস্থাপনা অনেক বেশি উৎকৃষ্ট করার প্রয়োজনীয়তার তাগিদেই ministry of Housing and Urban Affairs ভারতবর্ষের শহরগুলিতে আধুনিক প্রযুক্তি শহরে পরিণত করতে চেয়ে, যার ফল হল 'Smart cities mission'। এই কার্যক্রমের অধীনে ভারতবর্ষে 100টি শহরকে 2019 থেকে 2023 সালের মধ্যে আধুনিক শহরে পরিণত করার কর্মপ্রক্রিয়া চলেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী 2019 সালের মধ্যে এই প্রকল্পের প্রায় 11% কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। 2022 সালের মার্চ মাসের তথ্য অনুযায়ী ভারত-বর্ষে গৃহীত 6939টি প্রকল্পের মধ্যে প্রায় 3567 টি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এই 'Smart City mission' প্রকল্পে মোট অর্থ বরাদ্দ হয়েছে 191294 কোটি টাকা, যার মধ্যে 2022 সালের মার্চ মাসের 60073 কোটি টাকা খরচ হয়েছে। 2015 সালের 25 শে জুন তারিখে ভারতবর্ষের 100 বড় ও 500টি ছোট নির্বাচিত শহরকে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে "100 Smart cities mission" - এর বিষয়টি উপস্থাপিত করেন। এই প্রকল্পটি

লোকসভার ক্যাবিনেটে স্বীকৃতি পায়। এর সূত্রে 2014 সালে ভারতবর্ষের জাতীয় বাজেটে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ভারতবর্ষের 100টি শহরকে আধুনিক করার উদ্দেশ্যে 7016 কোটি টাকার বরাদ্দ ঘোষণা করে। 2015 সালের বাজেটে এই অর্থ বরাদ্দ কমে দাঁড়ায় 143 কোটি টাকা, এই সময়ে ভারতবর্ষের শহরগুলিকে উন্নত করার জন্য যথেষ্ট অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় ভারতের শহরের জনগণ শহরে থাকার যে সুবিধা থেকে যাতে বঞ্চিত না হয়, তার জন্য 2015 সালের 25শে জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই প্রকল্প গ্রহণ করেন। প্রকল্পের প্রথমে মাত্র 20টি শহরের উপর পরীক্ষা-মূলক ভাবে 200 কোটি টাকা ব্যয় করে Smart city mission প্রকল্পটি কি রকম হতে পারে? সেই নিয়ে একটি পরীক্ষা চালানো হয়। পরপর এই শহরগুলিতে প্রকল্পের সার্থকতা বিশ্লেষণ করে, ভারতবর্ষে মোট 100টি শহরে এই প্রকল্প গ্রহণ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়।

স্মার্ট সিটি মিশন-এর প্রয়োজনীয়তা :-

2011 সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতবর্ষের শহর-গুলিতে দেশের মোট জনসংখ্যার 31 শতাংশ মানুষ বসবাস করে যা ভারতের মোট জিডিপির 63%। বিশেষজ্ঞদের মতে 2030 জিডিপির 75% হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এজন্যই শহরগুলিতে জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি উন্নত পৌর-পরিষেবার চাহিদা সৃষ্টি করেছে। দূষণ জল পরিষেবার সরবরাহ একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। ভারত 'Smart city mission' নামে একটি উদ্যোগ যার মূল লক্ষ্য হল এই চ্যালেঞ্জগুলিকে কার্যকর-ভাবে মোকাবিলা করে শহরের জন্য কার্যকরী টেকসই উন্নয়ন ঘটানো।

স্মার্ট সিটির বৈশিষ্ট্য :-

1) Smart city একটি আধুনিক শহর, সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও নাগরিক পরিষেবা কার্যকলাপ উন্নত প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে গড়ে তোলা হয়।
2) Smart city সম্পূর্ণভাবে গাইডলাইন দ্বারা পরিচালিত হবে।
3) Smart city শহরের উন্নয়ন হবে শুধুমাত্র মানুষের জন্যই।
4) Smart city জনসংখ্যার সম্পূর্ণভাবে পৌর কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে।
5) Smart city শহরে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থা উন্নত করার উদ্দেশ্যে 'বিজনেস হাব' গড়ে তোলা হবে।

Swachh Bharat Mission (SBM):

ভারতবর্ষে পরিচ্ছন্ন পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, এই সকল প্রকল্পগুলির মধ্যে স্বচ্ছ ভারত মিশনটি প্রথম, ২০১৪ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে ভারত সরকার সমগ্র দেশ জুড়ে এই প্রকল্পটি চালু করে, এবং আগামী ৫ বছরের মধ্যে উন্মুক্ত শৌচকর্ম মুক্ত ভারত গড়ে তোলার অঙ্গীকার গ্রহণ করে। এই প্রকল্পটির দুটি অংশ। প্রথমটি ভারতের গ্রামীণ অঞ্চলের জন্য এবং দ্বিতীয়টি পৌর অঞ্চলের জন্য, ভারতবর্ষের পৌর অঞ্চলগুলিতে উন্মুক্ত শৌচকর্মের অবসান, স্বাস্থ্যযুক্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা, পৌর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সমাজের স্বাস্থ্য সম্মত পয়ঃ প্রনালীর ব্যবস্থা করা ও জনসচেতনতা গড়ে তোলা, জনস্বাস্থ্য বিষয়টিতে গুরুত্ব প্রদান করা ও তার সাথে সামগ্রিক পৌর অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষার এই প্রকল্পটি গৃহীত হয়, প্রকল্প রূপায়নের উদ্দেশ্যে একাধিক বেসরকারি ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্তি ঘটানো হয়েছে, ভারতবর্ষের 'Ministry of Housing and urban Affairs' (MOUD) এই প্রকল্পটি পরিচালনার কেন্দ্রীয় সংস্থা, এই প্রকল্পটি গৃহীত হওয়ার সময় ৫ বছরের প্রায় 62000 কোটি টাকা ব্যয়ে উদ্দেশ্য পূরণের অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল, যার মধ্যে আজ পর্যন্ত 14623 কোটি টাকা বিভিন্ন কাজের জন্য সংস্থাগুলিকে দেওয়া হয়েছে, মনে করা হয়েছে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য পূরণ করতে মোট ২ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হবে, 2016 সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রকল্পের জন্য মোট 90 বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, বিশ্বব্যাংক প্রকল্পে 1.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদান করেছে এবং

ব্যবস্থা করে। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাজ্য এবং কিছু বিশেষ শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার ৯০% ও রাজ্য সরকার ১০% অর্থায়ন ভার থাকে প্রকল্পে মূল লক্ষ্য শহরাঞ্চলে রাস্তায় বসবাসকারী গৃহহীন মানুষের জীবন-যাপনের উন্নয়ন ঘটানো এবং তাদের বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা।

☑ <u>উপসংহার</u> :- এই অধ্যায় ভারতের সামগ্রিক দারীর উন্নয়নের পরিকল্পনা ও প্রকল্প সম্বন্ধে আলোচনা করেছে। পরবর্তী অধ্যায়টি একেবারে নির্বাচিত কিছু জেলার দূরীকরণ ব্যবহার ও দারীর পরিকল্পনার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে।

– বস্তি সমস্যা (Slum Problem)

Slum কথাটির বাংলা আভিধানিক অর্থ হল 'বস্তি'. এই বস্তি এলাকার বসবাসের অবস্থার উপর ভিত্তি করে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়. বস্তুতপক্ষে বস্তি এলাকার শহরের বস্তির প্রকৃত সংজ্ঞার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে ভিন্ন হয়ে থাকে,

(i) UN Habitat (2003) এর মতে 'A slum household in operational terms, as lacking one or more of the following indicators: a durable housing structure; access to clean water, assess to improved sanitation; sufficient living space; and secure tenure. The first four rely on conventional definitions; the last is the most difficult to assess and is not currently used in slum measurement. অতএব, 'বস্তি হল এমন এক গোষ্ঠীর মানুষের বসবাসের এলাকা, যেখানে একদল মানুষ পর্যাপ্ত সুরক্ষিত জলের যোগান, উন্নত স্বাস্থ্যবিধির ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত বাসস্থান, বসবাসের স্থায়ী সুরক্ষাকাল এবং স্থায়ী আবাসনহীন পরিস্থিতিতে একসাথে বসবাস করে.'

UN Habitat (2003) এর মতে বস্তি চিহ্নিতকরণের শর্ত নিম্নরূপ :

a. অনিরাপদ আবাসিক অবস্থা
b. নিরাপদ জলের অভাব
c. স্যানিটেশন এবং অন্যান্য পরিষেবার পরিকাঠামোগত অভাব.
d. আবাসনের দুর্বল পরিকাঠামো
e. মানুষের ভিড়.

(ii) UNESCO এর মতে The UN defines slums as...... individuals living under the same roof lacking one or more of the following conditions; assess to improved water, assess to improved sanitation, sufficient living area, housing durability. and Security of tenure, অতএব 'বস্তি হল এমন এক আবাসস্থল বা আবাসনের সমন্বয়, যেখানে ঘিঞ্জিঘিঞ্জি, অবনতিপূর্ণ অবস্থা এই অঞ্চলের মানুষের বেঁচে থাকার, বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধির বিপন্ন অবস্থাকে চিহ্নিত করে.

(iii) বিশ্বব্যাংকের মতে 'A slum household is defined as a group of individuals living under the same roof lacking one or more of the following conditions : assess to impro

-ved water, assess to improved sanitation, sufficient living area, housing durability, and security of tenure', অতএব, একটি বস্তির পরিবার বলতে একই ছাদের নীচে থাকা কিছু মানুষের একত্র বসবাসকে বোঝানো হয়, যাদের উন্নত জলের প্রাপ্যতা, উন্নত পয়ঃপ্রণালীর প্রাপ্যতা, পর্যাপ্ত বসবাসের স্থানের অভাব, আবাসনের স্থায়িত্ব এবং প্রমাণে দীর্ঘ মেয়াদি বসবাসের নিরাপত্তাহীনতা রয়েছে'।

(iv) National Sample Survey organization (1993-2002)-এর মতে - A slum is a compact settlement with a collection of poorly built tenements, mostly of temporary nature, crowded together usually with inadequate sanitary and drinking water facilities in unhygienic conditions. Such an area, for the purpose of this survey, was considered as 'non notified slum" if at least 20 households lived in that area. Areas notified as slums by the respective municipalities, corporations, local bodies or development authorities are treated as "Notified Slums"; অতএব, বস্তি হল এমন একটি গোষ্ঠীবদ্ধ অস্থায়ী জনবসতি যার মধ্যে দরিদ্র মানুষ ভিড় জমায় এবং অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিতে এবং পানীয় জলের দুর্বিষহ জড়োহয়ে একত্রে বসবাস করে; এই সংস্থার মত অনুযায়ী কমপক্ষে ২০টি পরিবার যদি এই রকম পরিস্থিতিতে একত্রে বসবাস করে তাহলে তাকে জরিপের স্বার্থে অবিজ্ঞাপিত বস্তি (Non notified Slum) রূপে চিহ্নিত করা হয়, অপরপক্ষে 'বিজ্ঞাপিত বস্তি' (Notified Slum) এলাকা মূলত দেশীয় অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট পৌরসভা, কর্পোরেশন, স্থানীয় সংস্থা বা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা চিহ্নিত হয়।

(v) Registrar General of India, 2001 সালে আদমশুমারিতে বস্তি এলাকা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত নির্ধারণ করেছে।

a. বস্তি হল শহর বা নগরের একটি এলাকা যা রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশাসনের 'Slum Act' দ্বারা চিহ্নিত।

b. ~~বস্তি হল শহর বা নগরের একটি এলাকা~~

b. বস্তি হল রাজ্যের বা কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের একটি এলাকা যা রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশাসনের 'Slum Act' অথবা Housing and Slum Boards দ্বারা চিহ্নিত।

C. বস্তি হল একটি গোষ্ঠীবদ্ধ এলাকা যার ন্যূনতম জনসংখ্যা 300জন বা যে এলাকায় 60-70 টি পরিবার খারাপভাবে নির্মিত জরাজীর্ণ ঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সাধারণত অসম্পূর্ণ পরিকাঠামো এবং যথাযথ স্যানিটারি এবং পানীয় জলের সুবিধার অভাব রয়েছে তাকেই বস্তি বলে।

ভারতের বস্তি (Slums in India)

বাসস্থান মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা। ভারতবর্ষে জনসংখ্যার তুলনায় পরিকল্পিত আবাসনের অভাব মানুষকে অস্বাস্থ্যকর অবস্থা এবং জরাজীর্ণ ঘরের মধ্যে থাকতে বাধ্য করে। ভারতবর্ষ তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ। এই দেশের শহরাঞ্চলগুলিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের টানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষের আগমন ঘটে। গ্রামীণ অঞ্চল থেকে চলে আসা দরিদ্র জনগণ অর্থের অভাবে উন্নত আবাসনে বা সঠিক পরিকাঠামো যুক্ত অবস্থান এলাকায় বসবাস করতে পারে না। এইভাবে তারা বাধ্য হয়ে শহর অঞ্চলের বিভিন্ন বসবাস করতে বাধ্য হয়। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে মানুষ কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গ্রামীণ অঞ্চল থেকে শহর অঞ্চলে এসে বাধ্যতামূলকভাবে যে ঘিঞ্জি বসতি স্থাপন করে সেটিই হল বস্তি। 2001 সালের ভারতের 5161 টি শহরের জন্য রাজ্যভিত্তিক আনুমানিক বস্তির জনসংখ্যার উপর সমীক্ষা থেকে জানা যায়, দেশের মোট শহর জনসংখ্যার 26.31% মানুষ বস্তিতে বসবাস করে। হরিয়ানা রাজ্যে মোট শহর জনসংখ্যার 34.43% মানুষ বস্তিতে বসবাস করে, যা দেশের সর্বোচ্চ এবং কেরালাতে 6.04% যা সর্বনিম্ন। সাম্প্রতিক 2013 সালের 11ই এপ্রিল Indian Express সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে ভারতের বস্তিতে মোট 6.5 কোটি মানুষ বসবাস করে, যার মধ্যে মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশে এই জনসংখ্যা 1 কোটিরও বেশি। মহারাষ্ট্রের 25 লক্ষ বস্তি এলাকার পরিবারে মোট 1.18 কোটি মানুষ এবং অন্ধ্রপ্রদেশের 24 লক্ষ বস্তি এলাকার পরিবারে 1.02 কোটি মানুষ বসবাস করছে। অন্ধ্রপ্রদেশের 125 টি সংবিধিবদ্ধ শহর 'বস্তি প্রতিবেদিত শহর' এবং মহারাষ্ট্রের 256 টি শহরের মধ্যে 189 টি। তামিলনাড়ুতে 721 টি সংবিধিবদ্ধ ছিল 'বস্তি প্রতিবেদিত শহর'।

: বড় শহরের মধ্যে 507টি, মধ্যপ্রদেশের 364টির মধ্যে 303টি, উত্তর প্রদেশের 648টির মধ্যে 293টি বস্তি প্রতিবেদিত শহর।

২০১৩ সালের ভারতের প্রধান কয়েকটি শহরের বস্তির জনসংখ্যা।

রাজ্যের নাম	মোট বস্তি জনসংখ্যা (লক্ষ)
মহারাষ্ট্র	118
অন্ধ্রপ্রদেশ	102
পশ্চিমবঙ্গ	64
উত্তর প্রদেশ	62
তামিলনাড়ু	58
মধ্য প্রদেশ	57
কর্নাটক	33
রাজস্থান	21
ছত্তিসগড়	19
দিল্লী	18

ভারতের বস্তি অঞ্চলের সমস্যা নিরসন কর্মসূচী (Slum Remediation Programe in India)

ভারতে বস্তি অঞ্চলের সমস্যা নিরসন এবং বস্তি উন্নয়ন ও বস্তি অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার ন্যূনতম চাহিদা ও স্থায়ী আশ্রয় গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনাগুলি নিম্নরূপ :-

a. জমির মেয়াদ নিয়মিতকরণ কর্মসূচী (Land tenure regularization Programmes) :

এই কর্মসূচি অনুযায়ী প্রজাস্বত্ব সংস্কার আইন অনুযায়ী বস্তিবাসীকে তার বাসস্থানে থাকার জন্য স্থায়ী আইনি স্বীকৃতি সরবরাহ করা হয়। অতএব বস্তিগুলিকে "দখল অধিকার" (Occupancy Rights) দ্বারা স্থায়ী বাসস্থান সরবরাহ করা হয়।

b. Basic Services Provision Programmes (BSUP) :-

এই প্রকল্পের অধীনে মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদা যথা : পানীয় জল, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, নর্দমা, রাস্তা, চিকিৎসা

কেন্দ্র, স্কুল ইত্যাদি সুবিধা সরবরাহ-এর মাধ্যমে বস্তিবাসী-
-দের জীবনের সামাজিক মান উন্নত করার চেষ্টা করা হয় এবং
বেঁচে থাকার জন্য স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি সরবরাহ করা হয়। প্রক-
-ল্পটি 1985 সালে গৃহীত হয়. এক্ষেত্রে ভারতের মোট 200টিরও
বেশি শহরের এই প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা
হয়েছিল, 1989 সালের শেষ নাগাদ, এটি দেশের প্রায় 168
টি শহরে বাস্তবায়িত হয়েছে,

c. <u>Rajiv Gandhi Awas Yojana :-</u>

2009 সালে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি দেশকে আবা-
-সনের সামগ্রিক সমস্যা মোচনের উদ্দেশ্যে 'Rajiv Awas Yojana' প্রকল্পটি
প্রস্তাব করেন. এই প্রকল্পটিকে গৃহীত হয় ও 2011 সালের জুন মাস
থেকে কার্যকর হয়. 'Rajiv Awas Yojana' টি 'Rajiv Housing
Scheme' নামেও পরিচিত. রাজীব আবাস যোজনা প্রকল্প প্রতিটি
রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পৌর অঞ্চলে বস্তিএলাকা-
-য় মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক সুবিধা প্রদানের সাথে
আবাসনের সুবিধা প্রদান সম্ভব হয়েছে. রাজীব গান্ধী আবাস
যোজনার মূল লক্ষ্য 'Slum free India' হল শহরে দরিদ্রে-
-র জন্য মর্যাদা আবাসন সুবিধা প্রদান করা. রাজীব আবাস
যোজনা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য 2টি কৌশল গ্রহণ করা
হয়েছে. প্রথমে বস্তিমুক্ত শহর সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ এবং
নির্বাচিত বস্তির জন্য প্রকল্প প্রণয়ন. এই প্রকল্পটি সাশ্রয়ী-
হাউসের আবাসিক এলাকা গড়ে তোলার জন্য পাবলিক প্রাই-
-ভেট' পার্টনারশিপ অনুসরণ করে. রাজ্য সরকারের সাথে
অংশীদারিত্বে সাশ্রয়ী হাউসের আবাসন নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয়
সরকার এই প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে. অংশীদারিত্বে
সাশ্রয়ী হাউসের আবাসন নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার
অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল অংশ বা নিম্ন আয়ের গোষ্ঠীর
পৌর নাগরিকদের 21 থেকে 40 বর্গমিটার আয়তনের
আবাসিক প্রতি ইউনিট হাউসের জন্য 7.5 লক্ষ টাকা আর্থিক
সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে. এই প্রকল্পের অধীন
2011 সালের আদমশুমারি অনুসারে মোট তিন ধরনের
নগর ও পৌরনিগম এর জন্য তিন ধরনের অর্থায়নের ব্যবস্থা
করা হয়. এগুলি হল A, B এবং C, 'A' নগর বা পৌর-

-পিণ্ডের জনসংখ্যা 5 লাখের বেশি। এক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ সর্বোচ্চ 5 লক্ষ টাকা; 'B' নগর বা পৌরপিণ্ডের জনসংখ্যা 5 লাখের কম, এক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ সর্বোচ্চ 4 লক্ষ টাকা, 'C' ধরনের মধ্যে উত্তর পূর্বের অঞ্চল ও বিশেষ কিছু রাজ্যের (জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড) নগর বা পৌরপিণ্ড অন্তর্ভুক্ত, এক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ সর্বোচ্চ 5 লক্ষ টাকা, তফসিলি জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু এবং দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থাযুক্ত শহরগুলিকে তথা পৌরবস্তিগুলিকে বাড়ীর আবাস যোজনায় জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

d. The Dharavi Redevelopment Project (DRP) :-

মুম্বাইয়ের ধারাভি বস্তি এলাকায় আবাসন নির্মাণের সাথে বস্তি এলাকার সামাজিক অবকাঠামো (হাসপাতাল, খেলার মাঠ), ভৌত অবকাঠামো (রাস্তা, পয়ঃনিষ্কাশন) ইত্যাদির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে 2004 সালে এই প্রকল্প গৃহীত হয়, 2023 সালে অক্টোবর মাসে আদানি গোষ্ঠীর সহায়তায় এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে।

e. Jawaharlal Nehru National Urban Renewal mission (JnNURM)

2005 সালে ভারত সরকার ভারতের বিভিন্ন নগর, শহর, ও মহানগরগুলিতে পৌর পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করে। প্রকল্পের অন্তর্গত 'Basic services for the urban poor' (BSUP) ও IHSDP (Integrated Housing and Slum Development Programme) উপপ্রকল্প দুটি বস্তি এলাকার পুনঃউন্নয়ন সহ শহরে দরিদ্রের জন্য আশ্রয় তৈরির দিকে মনোনিবেশ করেছিল।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে, প্রথম দিক-এই পদ্ধতিগুলি শহরাঞ্চলের বস্তিগুলিকে উচ্ছেদ করার জন্য গ্রহণ হয়েছে। তবে সময়ের সাথে সরকার বস্তির গুরুত্ব বুঝতে পারে। পৌর অঞ্চলে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের গৃহ কার্যের কর্মীর চাহিদা এই বস্তি এলাকার মানুষই মিটিয়ে থাকে। সরকার এই কারণেই পরবর্তী সময়েই বস্তি এলাকায় উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করেছে। ভারত স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প ও বস্তি অঞ্চলের-

বস্তি উন্নয়নমূলক কর্মসূচীসমূহ গ্রহণ করতে থাকে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে (1951-2012 সাল পর্যন্ত) পৌর অঞ্চলের এই দরিদ্র জনসংখ্যার উন্নতিকল্পে যেসকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তা নিম্নরূপ :-

(i) প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1951-56):- এই পরিকল্পনাকালে ভারতে নগর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরিতে জোর দেওয়া হয়েছিল, এবং শহরের দুর্বল অর্থনৈতিক সম্পন্ন মানুষের জন্য গৃহ নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল।

(ii) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1956-61):- Town and Country Planning Legislation অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মূল শহর ও নগরের উন্নয়ন 'master Plan' তৈরির জন্য বিভিন্ন 'পৌর উন্নয়ন সংগঠন' গড়ে তোলা হয়েছিল। ভারতবর্ষে কিছু আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল যেগুলি হল Rural Housing Low income Group Housing, Slum clearance এবং Sweepers Housing ইত্যাদি।

(iii) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1961-66):- এই পরিকল্পনাকালে যে প্রকল্পগুলি গৃহীত হয়েছিল সেগুলি হল The State Housing Schemes, Land Acquistion and Development, Town Planning schemes ইত্যাদি, ভারতের বড় শহরগুলিতে বস্তি উচ্ছেদের জন্য 1957 সালে Slum clearnce and Improvement Schemes গ্রহণ করা হয়েছে।

(iv) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1969-74):- এই সময়কালটি বিবিধ আবাসন প্রকল্প থেকে আবাসনের মূল এবং ওই অঞ্চলের পৌর পরিষেবা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছিল। পৌর অঞ্চলের আবাসন উন্নয়ন তথা পৌর উন্নয়নের জন্য 'Housing and Urban Development corporation' (HUDCO) স্থাপন করা হয়। 1972-73 সালে মত পৌর অঞ্চলের পরিবেশের উন্নয়নের জন্য Environmental Improvement for Urban Slums (EIUS) গ্রহণ করা হয়।

(v) পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1974-79):- এই সময়কালে জাতীয় স্তরে minimum needs Programme (MNP) গ্রহণ করা হয়। পৌর অঞ্চলের 'celling and Regulation' আইনের আওতায় MIG (middle Income Group) এবং LIG (Low Income Group) মানুষের জন্য আবাসন MIG ও LIG Housing গড়ে তোলা হয়।

(vi) ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1980-85):- এই পরিকল্পনাকালে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল অংশের জন্য Economically weather

Section - EWS - এর জন্য আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত করা হয়,

(vii) সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1985 - 90) :- এই পরিকল্পনা কালে ভারতে পৌর অঞ্চলে আবাসন নির্মাণের একটি দায়িত্ব বেসরকারী হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, পৌর অঞ্চলের দরিদ্রতা হ্রাস করার জন্য 'Urban Basis Services for Poor (UBSP) গৃহীত হয়েছিল, এছাড়াও এই সময় কালে 'Global Shelter Strategy' (GSS), National Housing Policy-NHP এর আওতায় Indira Awas Yojona (IAY) গৃহীত হয়েছিল,

(viii) অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1992 - 96) :- এই সময়কালে National Housing Policy - NHP সর্বক্ষেত্রে কার্যত হয়েছিল, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য আবাসন প্রকল্প অর্থ বিনিয়োগ-এর সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল, এই সময়কালেই Nehru Rojgar Yojona (NRY) এর অধীনে পৌর অঞ্চলের দারিদ্র দূরীকরণের চেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল,

(ix) নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1997 - 2002) :- এই সময়কালে ভারত সরকার সরাসরি নিম্ন আয়সম্পন্ন মানুষের জন্য আবাসনের বিনিয়োগ করেছিল, সারা ভারতবর্ষে প্রায় 20 লক্ষ আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল, এই সময়ে ভাড়াটেদের সুবিধার্থে 'Rent control Act' চালু হয়,

(x) দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (2003 - 07) :- এই সময়কালে পৌর অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে পৌরাঞ্চল উন্নত Valmiki Ambedkar Awas Yojana (VAMBAY) প্রকল্প চালু হয়, এই সময়কালে Nehru Rojgar Yojana এবং PMIUPEP (Prime minister's Intergrated Urban Proverty Eradication Programme) এর একত্রীকরণ National Slum Development Programme (NSDP) প্রকল্প গৃহীত হয়, এই পরিকল্পনা কালেই Jawaharlal Nehru Renewal Mission (JNNURM) গৃহীত হয়,

(xi) একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (2007 - 12) :- BSUP (Basic Services to Urban Poor) এবং IHSDP (Integrated Housing and Slum Development Programme) প্রকল্প দুটিকে JNNURM Housing and Habitat Policy 2007 - এর অন্তর্ভুক্ত হয়, এর দ্বারা পৌর অঞ্চলের দ্রুত বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট দরিদ্র দূরীকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়,

(xii) দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (2012 - 17) :- এই পরিকল্পনাকালে Rajiv Awas Yojana গৃহীত হয়, 2015 সালের 17th June তারিখে পৌর অঞ্চলে বস্তি সমস্যা নিরসনের জন্য "Housing for all by" 2022 সালে গৃহীত হয়, এই প্রকল্পের অধীনে বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন এবং শহুরে দরিদ্রের জন্য আগামী 7 বছরের মধ্যে প্রায় 20 মিলিয়ন ঘর সরবরাহ এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়,

প্রকল্পের প্রভাব (Impact of the Programme) :-

উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলি বস্তিবাসীদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদা ও পরিকাঠামোর উন্নতিতে মনোনিবেশ করেছিল। বিভিন্ন আবাসন প্রকল্পগুলি বস্তিবাসীদের মাথার ছাউনি দিতে উদ্যোগী হয়েছিল, তবে বস্তি অঞ্চলের জনসংখ্যা ক্রমশ ক্রমবর্ধমান যে চাহিদার তুলনায় গৃহের যোগান খুবই কম ছিল। 'Rajiv Awas Yojona' বস্তি এলাকার মানুষের ঘরের চাহিদা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ সাফল্যলাভ করেছিল। Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation -এর 2015 সালের মার্চ মাসের তথ্য অনুযায়ী সারা ভারতবর্ষে মোট 1.5 লক্ষ গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও সঠিক পরিচালন ব্যবস্থার অভাব, অর্থের যোগান-এর অভাব এই প্রকল্পের সক্রিয়তাকে সীমিত করেছিল। ভারতবর্ষে বস্তির মানুষের থাকার সঠিক যোগান না থাকায় Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation - MOHUPA সংস্থা বস্তি অঞ্চলের মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে Redevelopment of Slums বা বস্তি অঞ্চলের পুনঃউন্নয়ন ব্যবস্থা আবাসন -এর উন্নয়নের সাথে সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলিকেও উন্নত করার চেষ্টা করা হয়, এবং 'Occupancy Right' সুনিশ্চিতকরণের দ্বারা তাদের জীবনযাত্রাকে স্থিতিশীলতা প্রদানের চেষ্টা করা হয়। বর্তমান ভারতবর্ষে বস্তি সমস্যা নিয়ন্ত্রণের মূল পদ্ধতিই হল এটি। এই উন্নয়ন প্রকল্প নির্দিষ্ট জমির এলাকা অনুযায়ী তার মধ্যে গৃহের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয় যাতে ঘিঞ্জি পরিবেশ কোনো ভাবেই মানুষের জীবনকে ব্যাহত না করে, এই প্রকল্পের ফলে বস্তিবাসীরা সম্পত্তির অধিকার ও বসবাসের অধিকার সুনিশ্চিত করতে পেরেছে। সরকার সাথেই বস্তি এলাকার জন্য কর ছাড়ের বন্দোবস্ত করেছে। PPP মডেলের দ্বারা বস্তি এলাকার মানুষের সাধারণ সুযোগ সুবিধার প্রাপ্তিকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। বস্তি এলাকাগুলিতে কাঁচা বাড়িকে সরিয়ে পাকা বাড়ী নির্মাণ করা হয়েছে, সঠিক শৌচালয় ও পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে ও সর্বোপরি বস্তি এলাকার শিশু ও মহিলাদের বিভিন্ন হয়রানির হাত থেকে বাঁচানোর বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

ভারতের বস্তি পুনর্গঠন মডেল (Slum Redevelopment model in India)

ভারতের বস্তি অঞ্চলগুলির পুনঃনির্মাণের জন্য যে মডেলগুলি মূলত ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি নিম্নরূপ :-

(i) Public Private Partnership model (PPP model / mumbai model)

এই মডেলটি মূলত mumbai অঞ্চলের Dharavi, Wadibari অঞ্চলের বস্তি পুনঃউন্নয়নের কর্মসূচী যার মাধ্যমে বস্তি এলাকার জমিতে 'developer' এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। যিনি মুক্তভাবে বস্তি অঞ্চলের বাড়ি নির্মাণ করেন এবং যে বাড়িগুলোকে বাজার মূল্যে বিক্রয় ও পুনর্বাসন করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ এই উন্নত বস্তি এলাকায় কোনো মানুষ ইচ্ছা করলেই ন্যূনতম মূল্যে বাড়ি কিনতে পারে এবং আগে থেকে বসবাস করা বস্তিবাসী থাকার জন্য নিজস্ব ঘর পেয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে পুনঃউন্নয়ন করলে বস্তির ক্রম বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ হয়. ও বস্তি এলাকার রূপ পরিবর্তন হয়।

(ii) In Situ slum upgrading model :-

The Slum Network Partnership model (Ahmedabad) এবং The Slum Networking Project (SNP) প্রকল্প দুটির উন্নত মডেলই হল এই মডেলটি। In Situ slum upgrading model টি গুজরাট-এর আমেদাবাদ শহরে গৃহীত হয়েছে। মডেলের দ্বারা বস্তি অঞ্চলের পৌর পরিকাঠামো এবং সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এটি এক ধরনের সমাজ উন্নয়নের মডেল (Community Development model) যা বস্তি এলাকাতে মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটিয়েছে।

(iii) Community management Eviction and Resettlement :-

mumbai-এর Society for the Promotion of Area Resource Centre's (SPARC) এর উদ্যোগে বস্তি এলাকার উন্নয়নের জন্য বিকেন্দ্রীভূত দুই অংশীদারভিত্তিক বস্তি উচ্ছেদ ও পুনর্বাসনের দ্বারা বস্তি অঞ্চলের মানুষের আবাসনের অধিকার সংরক্ষণ করার এটি একটি প্রকল্প, যেহেতু বস্তি অঞ্চল থেকে সরিয়ে অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়া হয়, তাই এটি একটি পুনর্বাসন প্রকল্প (Resettlement Project). এই পুনর্বাসন-এর ক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনা ও নকশা ব্যবহার করা হয়েছিল।

ভারতবর্ষে বস্তি অঞ্চলের উন্নয়ন-এর জন্য কিছু বৈদেশী বস্তি উন্নয়নের মডেলগুলিকে অনুসরণ করা হয়. সেগুলি হল - Thailand এর India Baan making Project এবং Pakistan-এর Orangi Pilot Project গ্রহণ করা হয়েছিল। তবে ভারতবর্ষে গৃহীত প্রকল্প ও মডেলগুলি অনেকটাই সফল,

কলকাতার মহানগরের বস্তি সমস্যা (Slum Problem in Kolkata):

ভারতে তিনটি মেগাসিটির মধ্যে অন্যতম মেগাসিটি হল কলকাতা. কলকাতার জনসংখ্যার 1/3 অংশ বস্তি এলাকায় বসবাস করে. কলকাতা এবং কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছোটো, বড়ো, মাঝারি বিভিন্ন বস্তি এলাকা রয়েছে. 300 বছরের প্রাচীনতম এই শহরে বর্তমান সময়ে নির্দিষ্ট কোনো প্রাচীন জেলা অবশিষ্ট নেই. সম্পূর্ণ কলকাতা নগরীর পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ এলাকাগুলি পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে. 1690 সালে জব চার্নক হুগলি নদীর তীরবর্তী সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কালিকাটা এই তিনটি গ্রামের একত্রীকরণ কলকাতা শহরের পত্তন করেন. তার তীরবর্তী পরবর্তী সময় থেকে কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে যে আমদানি মূলক ও রপ্তানিমূলক বাণিজ্য আরম্ভ হয় তার মাধ্যমে কলকাতা নগরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে. বর্তমানে 2011 সালের আদমশুমারি অনুযায়ী কলকাতা শহরে মোট 3500 থেকেও বেশি বস্তি এলাকা রয়েছে. 2001 সালে কলকাতার মোট জনসংখ্যা ছিল 45,80,544 জন, যার মধ্যে বস্তি এলাকায় 14,90,811 জন বসবাস করত.

(iii) কলকাতার বস্তির প্রকারভেদ (Types of Slums in Kolkata):-

কলকাতার বস্তি এলাকাকে প্রধান দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা —

1. অনুমোদিত বস্তি (Authorised Slum) :-

এই বস্তি এলাকাগুলোকে প্রধান 4টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়. যথা —

a. প্রথম শ্রেণীর এই বস্তি ব্রিটিশ আমলে গড়ে. এক্ষেত্রে কিছু মধ্যস্বত্বভোগী মানুষ জমির মালিকের কাছ থেকে জমিটি লিজ হিসেবে নিয়ে নেয় এবং সেখানে কিছু বসতি নির্মাণ করে ও ভাড়াতে চলে আসে শরণার্থীদের বসতবাড়ি হিসেবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিক্রি করে. এই ধরনের বস্তির মানুষের পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা রয়েছে এবং তারা জীবনধারণের ন্যূনতম সুবিধাগুলি পায় না.

b. দ্বিতীয় শ্রেণীটি হল ঠিকা বস্তি (Thika bustee) এই বা... এক্ষেত্রে জমির নির্দিষ্ট ভাড়া দিয়ে প্রোমোটার মানুষ দ্বারা আবাস নির্মাণ করেছে।

c. তৃতীয় শ্রেণীর এই বস্তি কিছু জমিদার কর্তৃক নির্মাণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জমিদাররা কিছুটা এলাকায় বসতবাড়ি নির্মাণ করে বিভিন্ন মানুষের থাকার এলাকা করে দিয়েছিল,

d. চতুর্থ ধরনের বস্তি উদ্বাস্তু কলোনী নামে পরিচিত, ভারত বাংলাদেশ বিভেদের পর বাংলাদেশ-এর মানুষদের কলকাতা-য় আশ্রয় দেওয়ার জন্য ৯৯ বছরের লিজ দিয়ে তাদের বসত বাড়ি নির্মাণ করতে দেওয়া হয়েছে।

2. অননুমোদন হীন বস্তি (Unauthorized slum) :-

এ-আইনি বস্তি এলাকাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে,

a. ঝুপরি :- এই বসতি এলাকা প্রধানত বড় রাস্তার দুই ধারে গড়ে উঠেছে।

b. খালধার :- কলকাতার বড় বড় খালগুলির মাঝে অলিগলি-তে বসতি এলাকা গড়ে উঠেছে। এই কলকাতার উল্টোডাঙায় কেষ্টপুর খালের দুইধারে এই ধরনের বস্তি এলাকা গড়ে উঠেছে

c. উদ্বাস্তু :- এই ধরনের বস্তি এলাকা প্রধানত সাম্প্রতিককালে গৃহহীন কিছু মানুষেরদ্বারা অধিগৃহীত। কোনো ফাঁকা জায়গা-য় এই ধরনের বস্তি গড়ে ওঠে,

যেমন - বাঘাযতীনের আশেপাশে বস্তি এলাকা,

3. বস্তির গঠন (Structure of slum) :-

কলকাতায় বস্তি এলাকার গঠন সাধারণত তিনরকম,

a. পাকাগাঁথনিযুক্ত বস্তি :- এই ধরনের বস্তির কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিচু ছাদ থাকে এবং দেওয়ালগুলো পাকা হয়।

b. প্রায় পাকা বস্তি :- এই ধরনের বস্তির দেওয়ালগুলি ইটের, ছাদগুলি অ্যাসবেস্টস-এর হয়,

c. কাঁচা বস্তি :- এই বস্তির দেওয়ালগুলির মাটি বা বেড়ার হয়, এবং ছাদগুলি প্লাস্টিকের হয়।

কলকাতার বস্তি এলাকার সমস্যা সমূহ
(Problems of Slum areas in kolkata)

a. **জমা জলের সমস্যা ও তৎসম্পর্কিত অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি :-** কলকাতা শহরে এবং তার উপকণ্ঠে যে সকল বস্তি এলাকাগুলি রয়েছে সেগুলিন বৃষ্টির সময় প্রায় সময়তেই জলমগ্ন হয়ে যায়. যে সকল বস্তিগুলি খালের ধারে গড়ে উঠেছে, সেই সকল অঞ্চলে পয়ঃপ্রণালীর জল, নালা-নর্দমার জল ঢুকে গিয়ে পানীয় জলের অভাব সৃষ্টি করে এবং জল সম্পর্কিত বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে. কলকাতার টালি নালার পার্শ্ববর্তী বস্তি এলাকা, পার্ক সার্কাসের বস্তি এলাকা এবং গড়িয়ার বস্তি এলাকায় এই সমস্যা প্রবলতর হয়ে ওঠে.

b. **বিদ্যুৎ সমস্যা :-** কলকাতা শহরের বিদ্যুৎ বন্টনের সংস্থাটি হল CESC. বস্তি এলাকায় বসতবাড়ির ঠিকানা সঠিক না থাকায় বিদ্যুৎ বন্টনে যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে. প্রচলিত হুকিং-এর মাধ্যমে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো হয় যা একটি বে-আইনি কাজ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ চুরির সমস্যা বস্তি এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট সৃষ্টি করে.

c. **কঠিন বর্জ্য দূষণের সমস্যা :-** প্লাস্টিক, টিন, নাইলন ইত্যাদি নির্মিত বস্তুসামগ্রীর কঠিন বর্জ্য দূষণ ঘটায়. কলকাতার বস্তি এলাকাগুলিতে সঠিক বর্জ্য দূষণের ব্যবস্থাপনা না থাকায় ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কঠিন বর্জ্য পদার্থগুলো থাকতে দেখা যায়. এর ফলে পরিবেশ দূষিত হয় ও বিভিন্ন রোগ ছড়ায়.

d. **অপরাধ প্রবণতা :-** কলকাতার বস্তি এলাকাগুলিতে মানুষের কর্মহীনতার জন্য অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে. বিভিন্ন অপরাধ প্রবণতার মধ্যে চুরি ডাকাতিই নয় মারামারিই বেশি, কলকাতার খিদিরপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় এই অপরাধ প্রবণতা সর্বাধিক.

e. **পানীয় জলের সমস্যা :-** কলকাতার মধ্যে ও উপকণ্ঠে গড়ে ওঠা বস্তিতে পানীয় জলের বিশেষ সমস্যা লক্ষ্য করা যায়. কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় বস্তির অধিকাংশ লোক পানীয়ের

জলের সুবিধা ভোগ করতে পারে না, তাদের পানীয় জলের অতিরিক্ত-অংশ নিত্য ব্যবহার্য জল হিসেবে নষ্ট হয়ে যায়। সাম্প্রতিককালে কলকাতা কর্পোরেশনের পানীয় জলের সরবরাহের গাড়ির মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

৮. হকার সমস্যা :- কলকাতা শহরের প্রধান সড়কগুলির দু-পাশে প্রচুর হকার লক্ষ্য করা যায়। মূলত বস্তি অঞ্চলের অধিবাসীরা কর্মহীনতার জন্য রাস্তার দু-পাশে এই খোলা জায়গায় ব্যবসা শুরু করে। এই হকারদের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার জন্য রাস্তার আয়তন বেড়ে যায় এবং ফুটপাতগুলি দিয়ে চলাচল করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। পার্ক সার্কাস অঞ্চলের বেলগাছিয়া বাসিন্দারা টিকিয়া অঞ্চলে হকার হিসেবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

৭. পয়ঃপ্রণালী সমস্যা :- বস্তি এলাকাগুলিতে বহুতঃ সাম্প্রতিক সময় বলতে কর্পোরেশন কর্তৃক কিছু শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে, তবে সেই শৌচালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট নয়, তাই রাস্তার ধারে ধারে গড়ে ওঠা শৌচালয়গুলির উপর তাদের নির্ভরশীল থাকতে হয়। কোনো কোনো মালের ধারগুলিতে কাঁচা শৌচালয়গুলিতে তার পয়ঃপ্রণালী কর্ম করে যা পরিবেশ দূষণের একটি প্রধান কারণ।

কলকাতা শহরে বস্তি সমস্যা দূরীকরণের জন্য KMDA কর্তৃক বস্তির মানুষদের পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে 'রাজীব আবাস যোজনা' এবং 'ইন্দিরা আবাস যোজনা' দুটি বিশেষ প্রকল্প। তবে এই প্রকল্প বস্তি সমস্যাকে দূরীভূত করতে পারেনা এবং বস্তির সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে,

Land Use of Delhi

"দিল্লী জাতীয় রাজধানী অঞ্চল" (ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিওন অব দিল্লি অথবা) ভারতের একটি বিশেষ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, এই অঞ্চলটি দিল্লী জাতীয় রাজধানী প্রশাসনিক অঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী অঙ্গরাজ্য হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ এবং রাজস্থান থেকেও বেশ কিছু জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে গঠন করা হয়েছে, যা সমন্বিত আঞ্চলিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত; অঞ্চলটির শাসনভার একযোগে কেন্দ্রীয় সরকার; 'ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি অফ দিল্লীর' রচিত বা নির্বাচিত সরকার এবং তিনটি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের (দিল্লী, দিল্লী ক্যান্টনমেন্ট, নয়া দিল্লী) উপর ন্যস্ত। দিল্লী জাতীয় রাজধানী অঞ্চল এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয় রাজধানী অঞ্চল পরিকল্পনা বোর্ডটিকে 1985 সালে সৃষ্টি করা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল অঞ্চলটির উন্নতি সাধন এবং অঞ্চলটিতে ভূমির ব্যবহার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য সমন্বিত নীতিমালা প্রবর্তন করা। জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের ভেতরে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর মধ্যে দিল্লী NCR, গাজিয়াবাদ, ফরিদাবাদ, গুরুগ্রাম, নয়ডা এবং মেরাট অন্যতম, দিল্লি NCT কেন্দ্রশাসিত নয়, এর নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-রাজ্যপাল রয়েছে. জাতীয় রাজধানী অঞ্চলটি একাধারে গ্রামীণ ও শহুরে একটি অঞ্চল, এখানে নগরায়নের হার 62.6%., মোট জনসংখ্যা 4 কোটি 60 লক্ষেরও বেশি, এছাড়া এখানে পরিবেশগতভাবে স্পর্শকাতর বেশ কিছু এলাকা: যেমন:- আরাবল্লি পর্বতমালা, অরণ্য, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও পাখীদের অভয়ারণ্য রয়েছে, অর্থনৈতিকভাবে দিল্লি জাতীয় রাজধানী অঞ্চল একটি শক্তিশালী অঞ্চল, দিল্লির সম্প্রসারিত নগর অঞ্চল, যেটি দিল্লী জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের একটি অংশ.

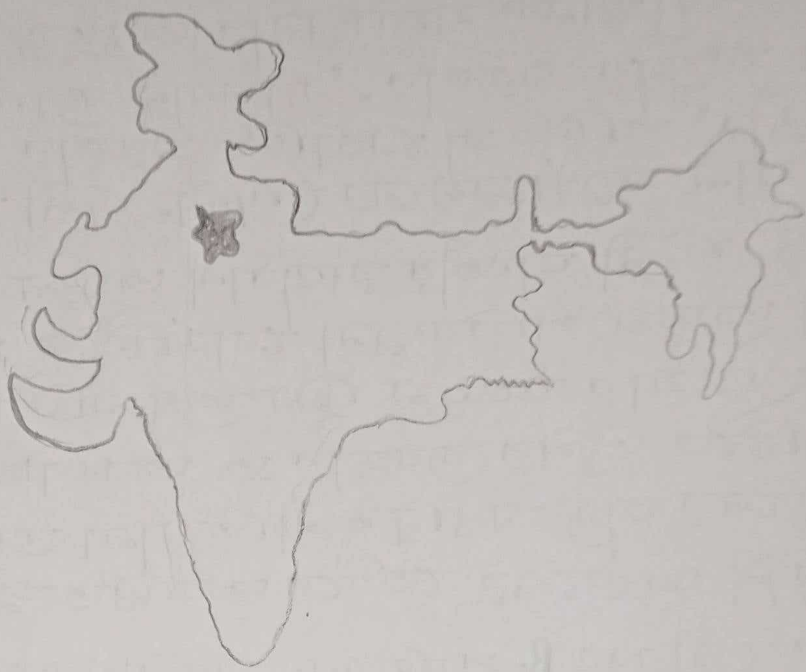

Fig- Location of ~~of~~ Delhi NCR

ভারতের দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চল টি হরিয়ানা, উঃ প্রদেশ এবং রাজস্থান রাজ্যের মোট 24টি জেলা এবং দিল্লীর জাতীয় রাজধানী অঞ্চল নিয়ে গঠিত, তার বিবরন নিম্নে সারণীতে প্রদর্শিত হল—

রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	জেলা	ক্ষেত্রফল (বর্গ. কিমি.)	জনসংখ্যা (000)
দিল্লীর সমগ্র জাতীয় রাজধানী অঞ্চল	মধ্য দিল্লী	1483	16.788
	পূর্ব দিল্লী		
	নতুন দিল্লী		
	উঃ দিল্লী		
	উঃ পূঃ দিল্লী		
	উঃ পঃ দিল্লী		
	শাহদারা		
	দক্ষিন দিল্লী		
	দঃ পূঃ দিল্লী		
	দঃ পঃ দিল্লী		
	পশ্চিম দিল্লী		
হরিয়ানার উপ - অঞ্চল	ভিওয়ানি		
	চরখি দাদরি		
	ফরিদাবাদ		
	গুরগাঁও		
	ঝাজ্জার		
	জিন্দ		
	কর্নাল		
	মহেন্দ্রগড়		
	নুহ		
	পালওয়াল		
	পানিপথ		
	রেওয়ারি		
	রোহতক		
	সোনিপত		

রাজ্য / কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল	জেলা	ক্ষেত্রফল (বর্গ কিমি)	জনসংখ্যা (০০০)
রাজস্থান উপ-অঞ্চল	আলওয়ার ভরতপুর	13,447	3,671
উত্তর প্রদেশ উপ-অঞ্চল	বাগপত বুলন্দশহর গৌতম বুদ্ধনগর গাজিয়াবাদ হাপুর মিরাট মুজাফফরনগর শামলী	14826	14576
মোট		55.083	46069

সূত্র: Wikipedia

1999 সালের তথ্য অনুযায়ী দিল্লীর NCR অঞ্চলের ভূমির ব্যবহার

1999 সালে National Capital Region planning Board এই রাজধানী অঞ্চলের উপগ্রহ ছবির উপর ভিত্তি করে মানচিত্র প্রকাশ করেছিলেন, সেই মানচিত্র অনুসারে এই অঞ্চলের সামগ্রিক ভূমির ব্যবহার সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া গেছে, মোট ৫ ধরনের ভূমির ব্যবহার সনাক্ত করা হয়েছে, যা নীচে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হল—

i. চাষযোগ্য জমি :-

তথ্য অনুসারে দেখা যায় মোট জমির 79.52% অঞ্চলই চাষযোগ্য জমি, যার মধ্যে পতিত জমি, উদ্ভিদ অঞ্চল, খামারবাড়ি ও উদ্যান কৃষির অন্তর্ভুক্ত, দিল্লী NCR-এর অন্তর্গত হরিয়ানার জেলাগুলিতে কৃষি জমির পরিমাণ সর্বাধিক 46.70%. এরপর রয়েছে উত্তরপ্রদেশ 38.11%, রাজস্থান 12.7%, এবং দিল্লি অন্তর্ভুক্ত 2.59%,

ii. নির্মাণাধীন এলাকা :-

দিল্লীতে নির্মাণাধীন এলাকা যার মধ্যে আবাসিক, পরিবহন, শিল্প ও বাণিজ্যিক এলাকা অন্তর্ভুক্ত তার পরিমান 263500 হেক্টর যা মোট দিল্লির জমির ব্যবহারের 4.61%। হরিয়ানাতে এই নির্মাণাধীন এলাকা'র পরিমান সর্বাধিক 35.52%, উত্তর-প্রদেশে 31.54%, দিল্লি এনসিটি 26.63% এবং রাজস্থান 6.27% রয়েছে। 1999 সালের তথ্য অনুসারে 1986 সালে দিল্লী এনসিটি এলাকায় 26.63% নির্মীয়মান এলাকা ছিল 56,727 হেক্টর, যা 1999 সালে বেড়ে 70,162 হেক্টর হয়েছিল, যা মোট এলাকার 47% এরও বেশি। এর সাথে, গাজিয়াবাদ-লোনি এলাকাতে নির্মীয়মান এলাকা রয়েছে, এছাড়া নয়ডার দিকে নগরায়নযোগ্য বৃহৎ এলাকা গড়ে তোলা হয়েছে যা গাজিয়াবাদ-মীরাট হাইওয়ে এবং NH24 দ্বারা সংযুক্ত, গুরগাঁও এর নগর বিস্তৃতি এনসিটি-দিল্লীর সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে। এছাড়া ফরিদাবাদের নগরীকৃত এলাকা ইতিমধ্যেই এনসিটি-দিল্লীর সাথে একীভূত হয়েছে। মূলত আগ্রা এবং NH1 এর মধ্যে এই প্রসারিত নগর এলাকা গড়ে উঠেছে। বাহাদুরগড়ের নগরায়নযোগ্য সীমা NCT দিল্লীর সাথে NH10 বরাবর সংযুক্ত হয়েছে।

iii. বর্জ্য ভূমি/খোলা ভূমি :

এই রাজধানী অঞ্চলে বর্জ্য ভূমি/খোলা ভূমির পরিমান 6.63%, বর্জ্য ভূমির মধ্যে রয়েছে গলি প্রায় অঞ্চল, লবনাক্ত জমি, অনুর্বর; পাথুরে এবং জলাবদ্ধ এলাকা। রাজস্থানে খোলা ভূমির পরিমান 49.03%; হরিয়ানাতে 33.11%, উত্তর-প্রদেশে 14.43% এবং দিল্লি NCT তে 3.03%।

iv. বনভূমি :-

এই অঞ্চলে বনভূমির পরিমান 4.02%, বনভূমির মধ্যে রয়েছে বনাঞ্চল, অকৃষি বৃক্ষরোপিত এলাকা, এবং উন্মুক্ত ঝোপঝাড়। বনভূমির পরিমান হরিয়ানাতে সর্বোচ্চ 37.44%, তারপরে উত্তরপ্রদেশে 32.45%, রাজস্থান 23.90%, এবং দিল্লি NCT তে 5.74%।

v. জলাশয় :-

এই অঞ্চলে জলাশয়ের পরিমাণ মোট জমির 0.80%, জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে নদী, খাল, নর্দমা, হ্রদ, ট্যাঙ্ক এবং পুকুর; হরিয়ানাতে জলাশয়ের অঞ্চল সর্বাধিক 41.0%, তারপরে উত্তরপ্রদেশে 39.75%, দিল্লি NCT তে 10.05% এবং রাজস্থান 9.10% রয়েছে।

vi. অন্যান্য :-

এই অঞ্চলে অন্যান্য জমির ব্যবহারের মধ্যে যা মধ্যে রয়েছে খনি, খনন, ইট ভাটা ও অব্যবহৃত জমি, অন্যান্য জমির ব্যবহার NCR এর ক্ষেত্রে 0.32%; অন্যান্য জমির ব্যবহারিক অঞ্চল উত্তরপ্রদেশে মোট জমির 70.42%, হরিয়ানাতে 24.49%, দিল্লি NCT তে 3.46% ও রাজস্থানে 1.63%,

জমির ব্যবহার	ক্ষেত্রফল (হেক্টর)	শতাংশ
Built-up	263,500	8.71
Agriculture	24,04,964	79.52
Forest	1,21,435	4.02
Westelands	2,00,535	6.63
Water bodies	24,147	0.80
other	9,549	0.32
মোট	30,24,200	100.00

সূত্রঃ- National Capital Region planning Board

দিল্লী মহানগর অঞ্চলের কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক অঞ্চল (CBD):

অঞ্চলটি হল নিউ-দিল্লী দিল্লী মেট্রোপলিটন অঞ্চলের কেন্দ্রীয় রাজধানী অঞ্চল নামে পরিচিত, যা দিল্লীর জাতীয়

Delhi NCT অঞ্চলটিতেই দিল্লি মহানগর এলাকার কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকাটি (CBD) অবস্থিত, দিল্লির দুটি কেন্দ্রীয় এলাকা রয়েছে 'কনট প্লেস' ও 'নেহেরু প্লেস',

i. কনট প্লেস (Connaught Place):

নিউ দিল্লির 'রাজীব চক' বা 'কনট প্লেস' হল ভারতের নতুন দিল্লীর অন্যতম বৃহত্তম আর্থিক, বাণিজ্যিক এবং ব্যবসায়িক কেন্দ্র, বা মূল কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকা; এই এলাকাটিকে সংক্ষেপে CP বলা হয়, এখানে রাষ্ট্রপতি ভবন ও সুপ্রিমকোর্ট, সচিবালয় ভবন এবং সর্বভারতীয় যুদ্ধ স্মৃতি সৌধ, ইন্ডিয়া গেট ও বেশ কয়েকটি বিখ্যাত ভারতীয় সংস্থার সদর দপ্তর রয়েছে, এটি কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকাটিকে সব ধরনের বাণিজ্যিক তথা ব্যবসায়িক ও আর্থিক কাজ কর্মের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়ে থাকে, এলাকাটি মূর্ত এলাকা বৃত্তাকার যার চারিদিকে এই কেন্দ্র থেকে রাস্তাগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, এটি একটি পরিকল্পিত এলাকা এবং এখানে ভারতের প্রথম ভূগর্ভস্থ বাজারগুলির একটি অবস্থিত, যা পালিকা বাজার (পৌরসভা বাজার) নামে পরিচিত, মিডল সার্কেল এলাকার অফিস, ব্যাঙ্ক, রেস্তোরাঁ, হোটেল, সিনেমা এবং খাওয়া দাওয়ার জায়গা রয়েছে, কনট প্লেসের 'সেন্ট্রাল পার্ক' দীর্ঘকাল ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কেন্দ্র বিন্দু। এখানে Urdu Heritage Festival, One Billion Rising demonstrations, Delhi Government's Youth Festival, Awam Ki Awaz নামক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি বেশ জনপ্রিয়, এই এলাকার পাশে বারাখাম্বা রোড এবং কস্তুরবা গান্ধী মার্গ এ আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য বড় বড় কর্পোরেট অফিসগুলির জন্য প্রধান কেন্দ্র রয়েছে, জনপথ ও বাবা খড়ক সিং মার্গ-এ স্থানীয় ভারতীয় হস্তশিল্প উৎপাদিত পণ্যের কেনাকাটার প্রচুর ছোট দোকান রয়েছে। পার্লামেন্ট স্ট্রিটটি সরকারি অফিসের দ্বার, যার উপর যন্তর-মন্তর এবং NDMC-র অফিস অবস্থিত। এখানেই নয়াদিল্লী রেলস্টেশনটি রয়েছে, এই কনট প্লেসের কাছে গুরুত্বপূর্ণ আবাসিক এলাকা হল পাহাড়গঞ্জ এবং গোল মার্কেট.

নেহেরু প্লেস :

রাজীব চকের পাশে 'নেহেরু প্লেস' আবার একটি কেন্দ্রীয় বানিজ্যিক এলাকা। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একটি আর্থিক কেন্দ্র হিসাবে এর গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে, নেহেরু প্লেস এখনও দক্ষিণ দিল্লীর একটি বিশিষ্ট বানিজ্যিক এলাকা এবং এখানে বেশ কয়েকটি ভারতীয় সংস্থার সদর দপ্তর রয়েছে এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

দিল্লীর মাস্টার প্ল্যান 2021 :-

দিল্লী অঞ্চলের সাম্প্রতিক জমির ব্যবহার 2000 সালের পর থেকে ব্যাপক পরিবর্তিত হয়েছে। এই অঞ্চলের জমি ব্যবহারের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা যে সংস্থা গ্রহন করে বা যে সংস্থার উপর ন্যস্ত হয়েছে তা হল দিল্লী ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (DDA), এই সংস্থা দিল্লীতে পৌর পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের সমস্ত দায়িত্ব পালন করে, এটি ভারতবর্ষের সবথেকে বড় পৌর ব্যবস্থাপনার একটি সংস্থা। এই সংস্থাটি বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করে, বিভিন্ন নীতি গ্রহন করে এবং আগামীর সময় কি নীতি গ্রহন করা উচিত তার প্রস্তাব প্রকাশ করে, বিভিন্ন নীতি গ্রহন করে এবং আগামীর সময় কি নীতি গ্রহন করা উচিত তার প্রস্তাব প্রকাশ করে। তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদ্ধতিটি কতকগুলি পদ্ধতির সমন্বয়, এগুলি হল : মাস্টার প্ল্যান, জোনাল প্ল্যান, অ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান এবং আরবান এক্সটেনশন প্রজেক্ট। এই পরিকল্পনাগুলো মূলত শহরের ও শহরের প্রান্তবর্তী অঞ্চলের পরিকল্পনা, যার মধ্যে ট্রাফিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা, যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিকল্পনা এবং পরিবেশের ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্কিমগুলি অন্তর্ভুক্ত। সংস্থাটি দিল্লী মাস্টার প্ল্যান 2021 প্রস্তুত করেছে, যার ভিত্তিতে বেকমই উপযুক্ত জমির ব্যবহার সম্বলিত বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহন করা হচ্ছে, এই মাস্টার প্ল্যান এর প্রধান উদ্দেশ্য হল দিল্লীকে একটি Global metropolis এবং world-class city তে পরিনত করা, যেখানে সমস্ত মানুষ একটি উন্নত মানে সমৃদ্ধ জীবনযাপনের সাথে উৎপাদনশীল কাজে যুক্ত থাকবে ও

এই মহানগর অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অভিবাসনের সমস্যা মোকাবেলার সঠিক পরিকল্পনা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

দিল্লি মাস্টার প্ল্যান 2041 :-

- দিল্লী ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, (DDA) 2023 সালের এপ্রিলের মাসের মধ্যে এই মাস্টার প্ল্যান প্রকাশ করবে, যার মূল উদ্দেশ্য হবে গতিশীল উন্নয়ন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, ঐতিহ্য এবং যমুনা নদী সংরক্ষণ, এবং অনুমোদিত বস্তি এলাকার উন্নয়ন।

Landuse Pattern of chandigarh

চন্ডীগড় ভারতের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যের রাজধানি, তবে প্রশাসনিকভাবে চন্ডীগড় এই দুইয়ের কোনটির অধীনস্থ নয়, এটি একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। পাঞ্জাবের রাজ্যপাল চন্ডীগড়েরও শাসনকর্তা, শহরটির নাম এসেছে নিকটবর্তী হরিয়ানার পাঁচকুলা জেলার চন্ডীমন্দিরের নাম থেকে, চন্ডীগড়ের আক্ষরিক অর্থই হল দেবী চন্ডীর গড় বা দূর্গ, পাঁচকুলা ও মোহালি চন্ডীগড়ের উপকণ্ঠে দুটি উপশহর। চন্ডীগড় শহর জীবনের উন্নত মানের জন্য ভারতীয় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। চন্ডীগড় স্বাধীন ভারতের পরিকল্পিত শহরগুলির একটি। চন্ডীগড়ের অক্ষাংশ বিস্তৃত 30°39' উত্তর থেকে 30°49' উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশগত বিস্তৃত 76°41' পূর্ব থেকে 76°71' পূর্ব, এই শহরটি মোট ক্ষেত্রফল 11400 হেক্টর বা 114 বর্গকিলোমিটার, এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটিতে প্রায় 10 লক্ষ মানুষ বসবাস করে (2011 সালের তথ্য), এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির তাপমাত্রা শীতকালে 1° সে এ নেমে যায় এবং গ্রীষ্মকালে তা 46° সে এ পৌঁছায়, চন্ডীগড়ের 90% জনগণই সাক্ষর, এই অঞ্চলের জনঘনত্ব 7900 জন/বর্গকিমি, এই অঞ্চলটিতে বিভিন্ন ধরনের জমির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলের তথ্য প্রযুক্তি শিল্প এতটাই উন্নত যে, চীনের রাজধানী বেজিং এর সাথে এর তুলনা করা হয় এবং এটি ভারতের অন্যতম ধনী শহর গুলির মধ্যে একটি। 1947 সালে ভারত বিভাজের সময় পাঞ্জাব রাজ্যটিও ভারত ও পাকিস্তানে আধাআধি ভাগ হয়, পুরাতন রাজধানী লাহোর পাকিস্তানের অংশে পড়লে ভারতীয় অংশটির জন্য

এক নতুন রাজধানীর প্রয়োজন, তদানীন্তন পাঞ্জাবের বর্তমান শহরগুলিতে রাজধানী হবার মত বিবেচনা না হওয়ায় একটি নতুন পরিকল্পিত শহর গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্বাধীন ভারতের অনেকটি বড় প্রকল্পগুলির মধ্যে চণ্ডীগড়ের বড় প্রকল্প ভারতেরও দ্রুত স্বীকৃত হয় ও এই শহরটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, তার কারণ দিল্লির নিকটবর্তীতা এবং রাজনৈতিক দিক থেকে অঞ্চল তথা পাঞ্জাবের দ্রুত প্রশাসনিক কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা, তদানীন্তন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর ব্যক্তিগত নজর ছিল এই শহরের উপর। জওহরলাল নেহেরুর পৃষ্ঠপোষকতায় ফরাসি বংশোদ্ভূত সুইস-ফরাসি স্থপতি Le con-busier চণ্ডীগড়ের পরিকল্পনা তৈরি করেন 1950 সালে, কিন্তু আসলে Le corbusier ছিলেন শহরটির দ্বিতীয় রূপকার, শহরটির প্রথম "মাস্টার প্ল্যান" খসড়া করেন পাশ্চাত্য পরিকল্পনাবিদ Albert Mayer ও Matthew Nowicki, 1950 সালে Matthew Nowicki-র আকস্মিক মৃত্যুর কারণেই Le combusier কে প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে আহ্বান করা হয়। 1966 সালের 1লা নভেম্বর ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের জন্মের সাথে সাথে চণ্ডীগড় শহরের জন্ম হয়, এই সময়ে চণ্ডীগড়ের শহরটি পড়ে যায় দুটি রাজ্য হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের ভৌগোলিক ও ভাষা অঞ্চলের সীমারেখার উপরেই, এই জন্যে চণ্ডীগড় সাথে দুটি রাজ্যেরই প্রশাসনিক রাজধানী হিসাবে কাজ করতে পারে, এই জন্য একে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে রাখা হয়।

মূল ভূমির ব্যবহার (Main Land Use):-

চন্ডীগড় শহরটি প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয়েছিল, এটি একটি প্রশাসনিক শহর এবং শহরের মোট কাঙ্খিত জনসংখ্যা 5 লক্ষ। চন্ডীগড় সরকারের ওয়েবসাইটে (https://chandigarh.gov.in/sites/default/files/documents/land-use.pdf) বর্তমান ভূমির ব্যবহারের নক্সা ও প্রস্তাবিত ভূমির ব্যবহারের নক্সা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, এই নগরটির উন্নয়নের জন্য প্রথম দুই পর্যায়ে নগরের কিছুটা এলাকাকে (70 বর্গ কিলোমিটার) 1 থেকে 47 নম্বর পর্যন্ত মোট 47 টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছিল, এই নগরের পরিকল্পনা এমনই যাতে শহরের পরিবেশ রক্ষিত হয় এবং সকল লোকের চাহিদা এই নগর ও নগরের প্রান্তবর্তী এলাকা থেকেই মিটে যায়। এই শহরে বিদ্যালয়, দোকানপাট, কমিউনিটি সেন্টার, পার্ক, পাঠাগার, মাঠ, আবাসিক এলাকা, খেলার মাঠ, রেলপথ, উদ্যান, হাসপাতাল সবকিছুই পরিকল্পনা মাফিক প্রতিষ্ঠাপিত হয়েছে।

চন্ডীগড় নগরের চারিদিকে গ্রামাঞ্চল। চন্ডীগড়ের প্রান্তবর্তী এলাকার 73% অঞ্চল পাঞ্জাব রাজ্যে, 24% অঞ্চল হরিয়ানা রাজ্যে এবং 3% অঞ্চল চন্ডীগড় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। 1966 সালে এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির পুনর্গঠনের পর এর প্রান্তবর্তী এলাকার পরিমান কমে যায়। প্রায় 60 বছর আগে যে চন্ডীগড়ের যে 'master plan' তৈরি করা হয়েছিল, তাতে মূল 47টি গ্রিড (47 grids) ছিল, পরিকল্পিত শহর হওয়ায় সত্ত্বেও এর অপরিকল্পিত বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রন সম্ভব হয়নি, চন্ডীগড় নগরে বর্তমান সময়ের মোট 63টি গ্রিড (63 grids) নির্মিত করা হয়েছে, বর্তমান ভূমির

ব্যবহার পরিকল্পনা দুটি অংশে বিভক্ত, প্রথম অংশ : Phase I (sector 1 থেকে 30) ও Phase II (sector 31 থেকে 47) মূল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত, যেখানে পরিকল্পিত উন্নয়ন হয়েছে, দ্বিতীয় অংশটি : Phase III (sector 48 থেকে 56) এটি মূলত নগর সংলগ্ন এলাকার জন্য গৃহীত হয়েছে, এরপর রয়েছে চন্ডীগড়ের প্রান্তবর্তী এলাকা। চন্ডীগড়ের প্রান্তবর্তী এলাকার অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে Chandigarh 'master plan 2031' প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রাপ্ত সরকারী তথ্য অনুসারে 2020 সালের সমীক্ষা অনুসারে এই অঞ্চলে মোট 7টি ভূমির ব্যবহার নির্ণয় করা হয়েছে, এগুলি নিম্নরূপ :

1. আবাসিক এলাকা (Residential)
   - (a) শহুরে গ্রাম (Urban villages)
   - (b) প্রান্তবর্তী গ্রাম (Villages in periphery)
2. বাণিজ্যিক এলাকা (Commercial)
3. পাইকারি ব্যবসা এলাকা (Wholesale)
4. শিল্প এলাকা (Industrial)
5. তথ্য প্রযুক্তি পার্ক (I.T Park)
   - (a) জনসাধারণের এলাকা / আধা জনসাধারণের এলাকা (Public / Semi Public)
   - (b) প্রাতিষ্ঠানিক (Institutional)
   - (c) শিক্ষামূলক (Educational)
   - (d) স্বাস্থ্য সুবিধা (Health Facilities)
   - (e) ক্রীড়া ক্ষেত্র (Sports Facilities)
   - (f) শ্মশান (Cremation Ground)

(5) সাংস্কৃতিক সুবিধা (Cultural Facilities)

a) জনসাধারণের ব্যবহার্য এলাকা (Public utilities)

(6) সবুজ / উন্মুক্ত স্থান (Green / open spaces)

(a) খোলা স্থান (Organised open spaces)

(b) বনভূমি (Forest)

(c) কৃষিজমি (Agriculture)

(d) ট্রাফিক এবং পরিবহন (Traffic and Trans-potation)

(i) পরিবহনের কেন্দ্রক এলাকা (Transpotation nodes)

(ii) রাস্তাঘাট (Roads)

(iii) রেললাইন (Rail way Line)

(7) জলাশয় (Water Bodies)

চন্ডীগড়ের মোট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে 70 বর্গ কিলোমিটার এলাকা আবাসিক এলাকা রূপে পরিকল্পনার অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে, চন্ডীগড় শহরটি 'Garden city model' এর ভিত্তিতে তৈরী করা হয়েছে। অর্থাৎ শহরের নির্দিষ্ট স্থানে তথ্য প্রযুক্তি পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অঞ্চল, চট উৎপাদন কেন্দ্র, নিম্ন আয়ের মানুষের আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা হয়েছে, Chandigarh Master Plan 2031 অনুযায়ী চন্ডীগড় শহরের মোট প্রান্তের কৃষি জমির উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, চন্ডীগড়ের পার্শ্ববর্তী ও গ্রামীন এলাকাগুলির উন্নয়নের জন্য মোট 30 টি sector (Phase 1: sector 1 থেকে 30) গড়ে তোলা হয়েছে, প্রত্যেকটি 'sector' এর জন্য পৃথক পৃথক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, Phase 1 অঞ্চল: আবাসিক এলাকা 42.69% বাণিজ্যিক এলাকা 4.73% এবং

ক্রীড়া এবং পরিবহন ব্যবহারে এলাকা 4%. Phase II (Section 21 থেকে 17) এর ক্ষেত্রে আবাসিক এলাকা 67.08%, Phase II অংশে বাণিজ্যিক এলাকা Phase I অংশের থেকে বেশি। Phase II অংশে আবাসিক এলাকা অনেক বেশি হওয়ায়, এখানকার বাসিন্দাদের শুধু দৈনন্দিন পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই অংশকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লটে বিভক্ত করে বিভিন্ন পরিষেবা মূলক বাণিজ্যিক এলাকা গড়ে তোলা হয়েছে। Phase III অংশ Phase II এর বাইরের দিকে রয়েছে, এখানে মোট এলাকার 75% এলাকাই আবাসিক এলাকা, এই এলাকায় জমির দাম কম থাকায় মানুষের বসবাসের প্রবণতা বেশী, এই কারণে মোট পরিকল্পনাতে এই অঞ্চলে আবাসিক এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে, চন্ডীগড়ের প্রান্তবর্তী এলাকার উন্নয়নের সাথে সাথে আবাসিক এলাকার চাহিদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে।

জমির ব্যবহার	এলাকার %	এলাকা (Acre)
আবাসিক এলাকা	16.66	1956.197208
ব্যবসায়িক এলাকা	2.736	321.2578368
ক্রীড়া এবং পরিবহন	5	587.094
শিল্প এলাকা	13.4	1573.41192
বনভূমি	19	2230.9572
কৃষি জমি	21.67	2544.465396
জনসাধারণের এলাকা/আধা জনসাধারণের এলাকা	21.54	2529.200952
মোট	100	11741.88

সূত্র: compiled by ~~Author~~ on the basis of Govt Report.

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির মোট বনভূমির পরিমাণ মোট জেলাবনের ১৯%। সমগ্র অরণ্যাঞ্চলের মধ্যে প্রায় ৭০% ই সংরক্ষিত বনভূমি (Protected forest), বাকি ৩০% সুরক্ষিত বনভূমি (Protected forest), এখানে ২টি অভয়ারণ্য ও একটি ক্ষুদ্র সমন্বিত অভয়ারণ্য রয়েছে। সুকনা অভয়ারণ্যটি বিভিন্ন পরিযায়ী পাখিদের আবাসস্থলে চণ্ডীগড় এর পর্যটকদের উক্তি দর্শনীয় প্রকৃতির, চণ্ডীগড়ের মানুষের মাথাপিছু নিজস্ব যানবাহনের সংখ্যা সর্বাধিক, এছাড়া এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রশস্ত পাকা রাস্তা, বিকেন্দ্রায়ন পার্কিং এর সংখ্যা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আন্তঃনগর বাস পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, চণ্ডীগড় থেকে প্রতিদিন পাঞ্জাব, হরিয়ানা হিমাচল প্রদেশ এবং দিল্লিতে বাস পরিচালনা করে। চণ্ডীগড় চণ্ডীগড় বিমানবন্দর, Break of Bulk point এর কাজ করে। ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স মধ্য মার্গ, জন মার্গ, সিটি সেন্টার, সেক্টর বাণিজ্যিক বিভিন্ন ভবনগুলি হল চণ্ডীগড়ের প্রধান কর্মস্থল। চণ্ডীগড় শহরের পশ্চিমদিকে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, চণ্ডীগড় কলেজ, ভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসহ বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, হরিয়ানা সীমান্তে Manimajra Town নামে একটি আবাসিক এলাকা রয়েছে, চণ্ডীগড়ের পূর্বদিকে Chandigarh Ambala Highway এর পাশে Industrial area PHASE 1, PHASE 2 রয়েছে, এখানে বিভিন্ন শিল্পকর্ম পরিচালিত হয়। চণ্ডীগড়ের পূর্বদিকে ভারতীয় রেলের নিজস্ব জমি রয়েছে যা পরিবহনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকারূপে চিহ্নিত হয়েছে এর নিকটে একটি 'সামরিক এলাকা' রয়েছে এখানে একটি ছোটো বিমান বন্দর আছে। চণ্ডীগড়ের উত্তর পূর্ব দিকে 'Sarangpur institutional Area' রয়েছে। এই ~~[illegible]~~

আটি অনেকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়, চণ্ডীগড় শহরের মধ্যে বরাবর 17 নং, 34 নং, এবং 43 নং এলাকায় 3টি বৃহৎ বাসস্ট্যান্ড রয়েছে। চণ্ডীগড়ের উত্তরদিকে সুরক্ষিত বনভূমি ঘেরা 'সুখনা হ্রদ' রয়েছে, এবং সুকের খাল যাও শহরের মধ্যের পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে, এবং শহরের পূর্বদিকে Industrial Estate গুলি ব্যবহার করে, শহরের পশ্চিমদিকে Patiala ki Rao নামক এলাকাটি প্রবাহিত হয়েছে যা Botanical Garden এর পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, শহরের দুদিকে নালা এবং খাল দ্বারা অনুকূল জলাভূমির অবস্থান প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করেছে। চণ্ডীগড়ের উত্তরদিকে Pocket 17, 12, 11, 9 অঞ্চলে মূল কৃষি ক্ষেত্র রয়েছে, এবং কৃষিক্ষেত্রগুলিতে আধুনিক উপায়ে চাষাবাদ চালনা করা হয়।

② প্রস্তাবিত ভূমির ব্যবহার (Proposed land use) :- Master plan 2031 মূল নগরের Phase I, II, III এলাকা 58.32% (16428.13 একর) ও 41.68% (11741.88 একর) এলাকা নগরের প্রান্তবর্তী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। প্রস্তাবিত ভূমির ব্যবহার অনুসারে মূল নগরের Phase I, II এবং III এলাকা 58.32% এলাকার ভূমির ব্যবহারের পরিবর্তন বিশেষ লক্ষিত নেই। Master plan 2031 অনুসারে বর্তমান Phase I, II এবং III অঞ্চলের কোনোও পরিবর্তন না করে নতুন ভূমি ব্যবহারের প্রস্তাব আনা হয়েছে। শুধুমাত্র কিছু স্থানগুলোর পর থেকে খালি জমিতে (৫০, ৫১, ৫২ এবং ৫৩ নম্বর sector) 'আবাসিক' থেকে 'প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক / আবাসিক পরিবর্তন করার কথা বলা হয়েছে, নগরের প্রান্তবর্তী এলাকার ভূমির ব্যবহারের পরিবর্তন

পরিকল্পনাতে প্রাধান্য এবং শহরের ভবিষ্যত
প্রয়োজনীয়তা মেটাতে বস্তি পুনর্বাসন, নাগরিক
সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ন্যাশ
মিলিটারি সেন্টার-এর থাকার এলাকা, প্রতিরক্ষা এলাকা
গুদামজাতকরণ এলাকা, পরিবহনের এলাকা, বাল্ক
মেটেরিয়াল মার্কেট ইত্যাদির পরিকল্পনা করার
কথা বলা হয়েছে. পরিকল্পনা অনুসারে, নগরের
প্রান্তবর্তী এলাকার মধ্যে উন্নত সড়ক যোগাযোগ
ব্যবস্থা ও সবুজ বলয় গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখা হয়েছে.
সুখনা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যকে সুখনা লেক সংরক্ষণের
সাথে যুক্ত করে সবুজায়নের পাশাপাশি Sukhna
Choe এবং Patiali ki Rao এলাকাকে 'Eco sensi
tive Area' রূপে চিহ্নিত করার বিষয়টি লক্ষ্য করা
হয়েছে. নগরের প্রান্তবর্তী এলাকার 17 টি সেক্টর এর
2947.92 একর জমির ক্ষেত্র ভিত্তিক উন্নয়নের
কথা বলা হয়েছে, ও 673.86 একর জমি কৃষিকার্যের
জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, শহরে পরিবেশের
ভারসাম্যের বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে.
পৃথিবীর খুব কম শহরেই এইরকম শহর এবং
গ্রামের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়, শহরটির
চতুষ্পার্শ্বের পরিবেশে পরিকল্পিত অবস্থান শহরের
পরিবেশগত মানকে উন্নত করে.

পৌর এলাকায় জল ও পয়ঃপ্রণালী সমস্যা (Water and Sewerage problems in urban areas) :-

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর বহু দেশ গ্রাম থেকে শহরে পরিণত হচ্ছে, ভারতবর্ষ তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম দেশ 2011 সালের জনগণনা অনুসারে এই দেশের মোট জনসংখ্যা 121 কোটি, এর মধ্যে প্রায় 32% মানুষ শহর অঞ্চলে বসবাস করে, যার মোট পরিমাণ 377 মিলিয়ন, 2001 থেকে 2011 সালের মধ্যে দেশের পৌর-জনসংখ্যা বেড়ে 131 হয়েছে. ভারতবর্ষে মোট পৌর জনসংখ্যা সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার তুলনায় বেশি। এদেশে স্বাধীনতার পর থেকে বহু শহর ও নগর সৃষ্টি হয়েছে, এই শহর ও নগর গুলিতে জনসংখ্যার প্রবল চাপ বিভিন্ন পৌরসভা-গুলির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে, এদেশে নগর অঞ্চল গুলিতে তথা শহর গুলিতে সুষ্ঠ পানীয় জলের যোগান ও উপযুক্ত পয়ঃ-প্রণালী ব্যবস্থা নেই বললেই চলে. 1970 সালের পর থেকে এ-দেশে প্রথম জাতীয় স্তরের পৌর অঞ্চলে উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালী ও পানীয় জলের ব্যবস্থা গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, ইউনিসেফের 2010 সালের একটি প্রতিবেদন অনুসারে ভারত-বর্ষে সুষ্ঠ পানীয় জলের যোগান ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার অভাবে পৌর অঞ্চলগুলিতে পাঁচ বছরের নীচে শিশুদের বিভিন্ন পেটের রোগ দেখা দিচ্ছে, WHO এর 2005 সালের রিপোর্ট অনুসারে এদেশে ডায়রিয়াতে মৃত্যুর সংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর 24%, ডায়রিয়ায় মৃত্যুর কারণ যদি খতিয়ে দেখা হয় তাহলে শহর অঞ্চলে অপরিশুদ্ধ জলগ্রহণ করা ও সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলাই এর প্রধান কারণ। 2012 সালে করা একটি সমীক্ষার উপর জানা যায়, এদেশে পুকুর, নদী, খাল, বিল ইত্যাদি উন্মুক্ত জলাশয়ে অধিক পরিমাণ ময়লা যুক্ত হয়, যার ফলে জলাশয় গুলিতে জৈব অক্সিজেন এর 'চাহিদা' বাড়তে থাকে, যা জলকে দূষণ ঘটায়, পানীয় জলের অভাব এদেশের একটি সমস্যা, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 17% মানুষ এই দেশে বসবাস করে, অথচ সারা পৃথিবীর মোট বিশুদ্ধ পানীয় জলের মাত্র 4% এই দেশে রয়েছে.

অন্যান্য বিষয়টি হল যে এদেশে মুখ্য পানীয় জলের প্রাপ্যতা মূলত কম, 1951 সালে ভারতবর্ষে মাথাপিছু সুলভ জলের প্রাপ্যতা ছিল 5177 কিউবিক মিটার প্রতিবছর যা 2010 সালে কমে 1588 কিউবিক মিটার প্রতিবছরে পৌঁছেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে শহরগুলিতে পানীয় জলের যোগান কে নিয়ন্ত্রণ করেছে, মৌসুমি বায়ুর খামখেয়ালিপনা অদেশে কম বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে এর ফলে নদী জলবাহিকাগুলিতে মিষ্টি জলের কমে যাচ্ছে,

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে শহর অঞ্চলগুলিতে উপযুক্ত শৌচাগার যথেষ্ট অভাব রয়েছে, 2011 সালে ভারতের আদমশুমারি অনুসারে 81% শহরের পরিবার-গুলিতে শৌচাগারের সুবিধা রয়েছে, 6% মানুষ সার্বজনীন শৌচালয় পৌর পরিবার উন্মুক্ত শৌচকর্ম করে থাকে সেজন্য পৌর এলাকায় উপযুক্ত শৌচালয়ের অভাব অন্যতম বড় সমস্যা।

রাজ্য	উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম করা মোট পরিবারের সংখ্যা	উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম করা মোট পরিবারের %
মহারাষ্ট্র	831,668	8%
তামিলনাড়ু	1,447,304	15%
উত্তর প্রদেশ	1,107,162	11%
অন্ধ্রপ্রদেশ	807,518	8%
পশ্চিমবঙ্গ	717,459	7%
মোট	7,905,111	19%

সারণী: ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ পৌর জনসংখ্যাযুক্ত শহরের অনুসারে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম করা মোট পরিবারের সংখ্যা (2011)

পয়ঃনিষ্কাশন সংযোগ যুক্ত পরিবারের শতকরা হার	নগরের সংখ্যা
Above 90%	72
75% - 90%	115
50% - 75%	224
25% - 50%	411
10 - 25%	1675
5% - 10%	1801
5% and below	3658
Total	7926

সারণী: পয়ঃনিষ্কাশন সংযোগ যুক্ত শহরের সংখ্যা (2011)

VIII পৌর অঞ্চলে জল সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী নিষ্কাশন ব্যবস্থা (water Supply and Sewage Management in Urban Areas)

ভারতবর্ষের পৌর অঞ্চলগুলিতে জল সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এগুলি হল—

1. স্বচ্ছ ভারত মিশন (Swachh Bharat Mission)

ভারতবর্ষে পরিশুদ্ধ পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এই সকল প্রকল্পগুলির মধ্যে স্বচ্ছ ভারত মিশনটি প্রথম. 2014 সালের ২রা অক্টোবর তারিখে ভারত সরকার সমগ্র দেশ জুড়ে এই প্রকল্পটি চালু করে. প্রকল্পের দুটি অংশ প্রথমটি ভারতের গ্রামীণ অঞ্চলের জন্য এবং দ্বিতীয়টি পৌর অঞ্চলের জন্য। ভারতবর্ষের পৌর অঞ্চলগুলিতে উন্মুক্ত শৌচকর্মের অবসান, ফ্লাশ যুক্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা, পৌর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমাজে স্বাস্থ্য সম্মত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা করা,

জনসচেতনতা গড়ে তোলা, জনস্বাস্থ্য বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করা ও তার সাথে সামগ্রিক পৌর অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষার এই প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

2. Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM):-

2005 সালে ভারত সরকার ভারতের বিভিন্ন নগর, শহর ও মহানগর গুলিতে পৌর কাঠামো উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পটি গ্রহন করে। এই প্রকল্পটি প্রতিটি রাজ্যের রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এই প্রকল্পের শহর অঞ্চল গুলোর পরিকাঠামো উন্নয়ন বলতে রাস্তাঘাট, পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন, শৌচালয় নির্মান সুস্থ পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি। বিষয় গুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রকল্পটি 2005-2006 আর্থিক বর্ষথেকে 2012-13 আর্থিক বছর পর্যন্ত মোট 7 বছরের মেয়াদে গৃহীত হয়েছিল। প্রকল্পটি অগ্রমুখী উদ্দেশ্যে কারনে এক 2013-14 আর্থিক বছর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছিল। প্রকল্পটির দুটি মূল উপপ্রকল্প রয়েছে - প্রথমটি হল - Urban Infrastructure and Governance (UIG) যা Ministry of Housing and urban Affairs (MOUD) দ্বারা পরিচালিত। দ্বিতীয়টি হল 'Basic Services for the Urban poor (BSUP) যা Ministry of Housing and Urban poverty Alleviation (MOHUPA) দ্বারা পরিচালিত। দুটি উপপ্রকল্প ভারতের নির্বাচিত 65 টি শহরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল, তার মধ্যে 35 টি মহানগরের গুচ্ছ 30টি রাজধানী শহর / ধর্মীয় / ঐতিহাসিক বিভিন্ন অন্তর্ভুক্ত ছিল, সকল ছোট ছোটো ও মাঝারি শহরের জন্য UIDSSMT (~~Integrated~~ Urban Infrastructure Development Scheme ~~form~~ for Small and Medium Towns) এবং IHSDP (Integrated Housing and Slum Development programme)

উপপ্রকল্প সৃষ্টি হয়েছে। 'Urban Infrastructure and Governance (UIG) এবং UIDSSMT (Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns) উপপ্রকল্পের অধীনে পৌর পরিকাঠামো জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী নিষ্কাশন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়ক যোগাযোগ, শহরের পুরাতন এলাকার পুনঃউন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে 'Basis Services for the urban poor (BSUP) এবং (Integrated Housing and Slum Development program) IHSDP.

3. High powered Expert Committee (HPEC) :

2008 সালে ভারতে 'পৌর উন্নয়ন মন্ত্রক' (MODU) পরবর্তী দুই দশকে শহরে অবকাঠামো পরিষেবার উন্নয়নে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুমান করার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি (High powered Expert Committee - HPEC) গঠন করে, শহরাঞ্চলে পরিকাঠামোর উন্নয়নের অর্থায়নের পরিমান ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে। 2011 সালের রিপোর্ট অনুসারে আগামী 25 বছর শহরাঞ্চলের পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য মোট 39,18,670 কোটি টাকার সামগ্রিক ব্যয় তহবিল প্রয়োজনীয়তায় বিষয়টি প্রকাশ হয়েছে।

4. National Urban Sanitation policy :

এদেশের পৌর এলাকাগুলিতে সঠিক পৌর পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে 2008 সালে ভারত সরকার 'National Urban Sanitation policy' প্রকাশ করে। এই নীতিতে ভারতবর্ষের শহরগুলিতে জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের সুরক্ষা বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পৌর এলাকার দরিদ্র ও মহিলাদের জন্য বিশেষ সঠিক স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃপ্রণালী গড়ে তোলার কথা বলা হয়।

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (2007-2012):

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভারতবর্ষের প্রসারিত ক্রমবর্ধমান অঞ্চলের ও শহরতলীগুলির জল সরবরাহ প্রণালীর প্রাথমিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ অর্থ সরকার বরাদ্দ করে। এই পরিকল্পনাকালে ভারতের শহরগুলিতে ময়লা জল পরিশুদ্ধকরণ প্লান্ট, উন্নত পানীয় জল পরিশোধন প্ল্যান্ট গড়ে তোলা ও পানীয় জল বিতরণে উপর জোর দিয়েছেন, ভারতের সব শহরগুলিতে যাতে ২৪×৭ পানীয় জলের যোগান ও ময়লা জল পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

National water Mission - Jal Jeevan Mission:

2008 সালে ভারতবর্ষে "জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতীয় পরিকল্পনা (National Action plan on climate change-NAPCC) গৃহীত হয়। এই কর্মপরিকল্পনায় অনেকগুলি প্রকল্প গৃহীত হয়, এই প্রকল্পগুলির মধ্যে 'জল জীবন মিশন' একটি। এই প্রকল্প অনুসারে ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করে প্রত্যেকের জন্য সঠিক পানীয় জলের যোগান দেওয়া এই প্রকল্পের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পের মোট ৬টি কমিটি গড়ে তোলা হয়েছে - Surface water Management Committee, Eficient use of water for various purposes Committee, Domestic and Industrial water mangement committee, policy and Institutional framework committee, Groundwater mangement committee, Basin lavel planning and management committee.

উপসংহার :— অধ্যায়টি ভারতবর্ষের ~~আঞ্চলিক~~ প্রেক্ষিতে পৌর অঞ্চলের সমস্যা নিরসনের বিষয়টিকে বর্ণনা করেছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ভারতের পৌর পরিকল্পনা ও পৌর ভূমির ব্যবহার সম্বন্ধে আলোকপাত করা হবে।

ভারতের পৌর অঞ্চলের সমস্যা/problems of Urban Region in India (Housing Problem)

নগরায়নের সাথে সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের প্রভাব বাড়তে থাকে। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত নগরায়নের সাথে সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভূমির ব্যবহার পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস পঠন-পাঠন করলে জানা যায়, প্রাচীন মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতার অতিরিক্ত নগরায়নের ফলে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। নগরায়নের সাথে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, এর মধ্যে বস্তি সমস্যা, পানীয় জলের সমস্যা, আবাসনের সমস্যা বিভিন্ন বিষয় গুলি অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষ তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ।

আবাসনের সমস্যা (Housing problem)

তৃতীয় বিশ্বের দেশ ভারতবর্ষে 30% মানুষ পৌর এলাকায় বসবাস করে, এই দেশে শহর অঞ্চলে আবাসনের সমস্যা রয়েছে। সরকারী প্রতিবেদন অনুসারে এদেশে পৌর অঞ্চলের আবাসন নির্মাণ প্রয়োজনের সাথে 269 বছরের অনুমানিক বিলম্বযুক্ত, অর্থাৎ শহরে বসবাসের জন্য আবাসনের মাত্রা অনেক অনেক বেশি। ভারতের গ্রামাঞ্চলে 70% শতাংশ মানুষ বসবাস করে, তাদের মধ্যে বহু মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছে, যারা কাজের সূত্রে শহরে চলে আসে, অর্থাৎ আবাসন প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

মানুষ নিজেদের বেঁচে থাকার স্থান খুঁজে পাওয়ার জন্য অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে এদেশের বস্তি এলাকার পরিমাণ বেড়েছে, 2016 সালে প্যারিস চুক্তি অনুসারে স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মধ্যে নিরাপদ মানব সংস্থান পাওয়া অন্যতম বিশেষ উদ্দেশ্য, এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার 'Mission for Housing for all 2022' কর্মসূচী গ্রহণ করেছে,

ভারতে পৌর আবাসনের সমস্যা এক নজরে (Challenges of Urban Housing in India):

1. Ministry of Housing and Urban poverty Alleviation এর 2022 সালের তথ্য অনুসারে এদেশে 18.68 মিলিয়ন শহুরে মানুষের নিজস্ব স্থায়ী ঠিকানা তথা বাসস্থান নেই। শহুরে বাসস্থানের ঘাটতির 56.2% মানুষই 'অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল গোষ্ঠীর' (Economical weaker Section- EWS) এবং নিম্ন আয় গোষ্ঠীর (Lower Income Group- LPG) অন্তর্ভুক্ত।

2. ভারতবর্ষে 2011 সালের আদমসুমারি অনুসারে জানা যায় ভারতের শহরগুলিতে 11.07 মিলিয়ন বাড়ি জনশূন্য হয়ে পড়ে, এবং এই সকল বাড়ি গুলি বা আবাস গুলি উচ্চ আয় গোষ্ঠীর (Higher Income Group HIG) মানুষের মধ্যে। মধ্য আয় গোষ্ঠীর ও নিম্ন আয় গোষ্ঠীর (Lower Income Group-LIG) আবাসনের চাহিদা 95%। এদেশে প্রত্যেক মানুষ শহরে টিকে থাকার জন্য একটুকরো জমি খুঁজে বেড়ায়। এইভাবে ক্রমাগত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যে শহরে টিকে আবাসনের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

iii. এদেশে পৌর জনসংখ্যা যে ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে. তাতে 2050 সালের মধ্যে এদেশের 60% জনগণ শহরে বসতি হবে। শহর বৃদ্ধির সাথে সাথে জমির দাম বৃদ্ধি পায়, তবে মানুষের রোজগার সেই অনুপাতে বাড়েনা। এই পরিস্থিতিতে শহরে বেঁচে থাকায় ন্যূনতম স্থায়ী ঠিকানা মানুষ তৈরি করতে পারে না।

এমত পরিস্থিতিতে শহরের বিভিন্ন অংশের দরিদ্রতম স্থায়ী নিবাস মানুষ তৈরি করতে পারে না, তাই তাদের পক্ষে বসতি নগরায়নের আকৃতি গৃহহীন জনসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

iv. বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে বড় বড় নগর শহরগুলিতে পৌর পরিকল্পনা সঠিক স্থান গ্রহণ করার ফলে কোন অঞ্চলে কী ভূমির ব্যবহার হবে। তা সুনির্ধারিত। এমত পরিস্থিতিতে শহরতলী ও প্রাচীন নগর প্রান্ত ভাগে জমির দাম বাড়তে থাকে। এইসকল অঞ্চলে বহু আবাসন প্রকল্প গড়ে উঠে, যার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবাসন এলাকা নির্মাণ করা হয়, তার দাম ও প্রথমেই বেশি যে এগুলো নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের নাগালের বাইরে। ফলে আবাসিক এলাকা থাকলেও তা মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না।

v. ভারতে চাহিদার সাথে জমির দাম চাহিদার সাথে বাড়তে থাকে। জমির দাম কোনোভাবেই সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। ফলে রাস্তার সম্প্রসারণ তথা যে কোন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে শহরতলিও শহর প্রান্তে জমির দাম দ্রুত বেড়ে থাকে। যা সাধারণ মানুষের পক্ষে নিজস্ব আবাসন নির্মাণ করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

vi. ভারতের শহর অঞ্চল পৌরসভা ও পৌরসংস্থা আবাসন এলাকার পরিকল্পনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই সকল শহরগুলিতে বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে যে সকল আইনি সমস্যা রয়েছে, তথা অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতি রয়েছে, তা খুবই সময়সাপেক্ষ ফলে জমি কেনা গেলেও বাড়ি তৈরি করা দেরি হয়েছে।

■ ভারতে পৌর আবাস নিশ্চিতকরণের প্রকল্প (Urban Housing Affromation Schemes in India) :

ভারতবর্ষের শহরাঞ্চলে আবাসনের সমস্যা নিরাসনের উদ্দেশ্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকেই বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলি হল—

1. Integrated Subsidies Housing Scheme (1952)
2. Low Income Group Housing Scheme (1956)
3. Slum Improvement Clearance Scheme (1956-1972)

iv. National Slum Development program (19..
v. Environmental Improvement of Urban Slums (1972)
vi. Night Shelter (1988-89)
vii. Scheme for Housing and Shelter Upgradation (1989-1997)
viii. Valmiki Ambedkar Awas Yojana 2001 (2012)

সাম্প্রতিক ভারত এক সরকার ভারতের পৌর এলাকায় আবাসনের সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি গ্রহন করেছে—

- Rajiv Gandhi Awas Yojana: 2009 সালে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি সভেলে আবাসনের সমস্যা মেটানোর উদ্দেশ্যে 'Rajiv Gandhi Awas Yojana' প্রকল্পটি প্রস্তাব করেন। এই প্রকল্পটি গৃহীত হয় ও 2011 সালের জুন মাস থেকে কার্যকর হয়। Rajiv Gandhi Awas Yojana টি 'Rajiv Housing Scheme' নামেও পরিচিত। রাজীব আবাস যোজনা প্রকল্প প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পৌর অঞ্চলে বস্তি এলাকায় মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক সুবিধা প্রদানের সাথে আবাসনের সুবিধা প্রদানে সচেষ্ট হয়েছে। রাজীব গান্ধি আবাস যোজনার প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক প্রকল্প নীতি। এই প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হল 'Slum Free India' হল শহর দরিদ্রদের কম খরচে আবাসন সুবিধা প্রদান করে। রাজীব আবাস যোজনা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দুইটি কৌশল গ্রহন করা হয়েছে, প্রথমে বস্তিমুক্ত শহর সুস্থির পরিকল্পনা গ্রহন এবং নির্বাচিত বস্তির জন্য আবাসন প্রকল্প প্রনয়ন। প্রকল্পটি সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসিক এলাকা গড়ে তোলার জন্য আবাস প্রকল্প প্রনয়ন,

Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-U) :-

ভারতের পৌর অঞ্চলে আবাসনের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে 2015 সালে 25 শে জুন তারিখে ভারত সরকার এবং Ministry of Housing and Urban Affairs (MOHUA) এর যৌথ উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা আরবান গৃহীত হয়, এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল 2022 সালের মধ্যে দেশের ~~কর্মী~~ শহরাঞ্চলের অর্থ-নৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির' (Economically Weaker Section-EWS), 'নিম্ন আয় শ্রেণির' (Lower Income Group LIG) এবং মধ্য আয় শ্রেণির (Middle Income Group-MIG) মানুষ তথা বস্তিবাসীদের জন্য পাকা ঘর নির্মাণ করা, এই সকল ARHCs বহুতল বাড়িগুলিতে 25 বছরের মেয়াদে ভাড়ায় আবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ~~PM AU~~ PMAY-U প্রকল্পে মোট 8.31 লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে 122.69 লক্ষ বাড়ি তৈরীর অনুমোদন নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যার মধ্যে 109.6 লক্ষ বাড়ি তৈরীর অনুমতি পাওয়া গেছে।